বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২০২২

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

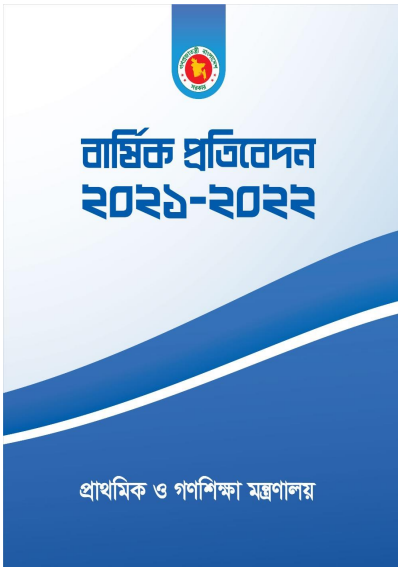

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২১-২০২২ অর্থবছর

প্রধান উপদেষ্টা
মোঃ জাকির হোসেন, এম.পি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

পৃষ্ঠপোষক
মোঃ আমিনুল ইসলাম খান
সিনিয়র সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা পরিষদ
মোঃ আবু বকর সিদ্দিক
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
মোঃ মুহিবুর রহমান
অতিরিক্ত সচিব (বিদ্যালয়)
মোঃ রুহুল আমিন
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
মোঃ মোশাররফ হোসেন
অতিরিক্ত সচিব (বাজেট ও অডিট)

প্রকাশক
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল
১৩ অক্টোবর ২০২২

স্বত্ব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক সকল স্বত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রণ
ইভেন্টকম
৩৫/সি, নর্থ ধানমন্ডি, কলাবাগান, ঢাকা-১২০৫

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মোঃ জাকির হোসেন, এম.পি
প্রতিমন্ত্রী
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ উন্নয়নের মহাসড়কে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। এ অগ্রযাত্রায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা তুলে ধরতে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

জাতীয় উন্নয়ন তথা সমৃদ্ধ অর্থনীতি ও গতিশীল সমাজ সৃষ্টিতে দক্ষ মানবসম্পদের বিকল্প নেই। আর দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির মাধ্যম হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষা চেতনাকে শাণিত করে, বুদ্ধিকে প্রখর করে, বিবেককে জাগ্রত করে। শিক্ষা সমাজকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করে । একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজই পারে সমাজের সব আঁধার দূর করতে।
তাই লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত সদ্য স্বাধীন দেশকে তাঁর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা বিনির্মাণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে ১৯৭২ সালে সংবিধানে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার অঙ্গীকার সন্নিবেশ করেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন, বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক ঘোষণা করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু ৩৬,১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ এবং ১,৫৭,৭২৪ জন শিক্ষকের চাকুরী সরকারিকরণ করেন।

তারই ধারাবাহিকতায় প্রাথমিক শিক্ষাকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে ২০১৩ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৬ হাজার ১৯৩টি সরকারি রেজিস্টার্ড ও কমিউনিটি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণসহ প্রধান শিক্ষকের পদকে দ্বিতীয় শ্রেণির পদমর্যাদা প্রদান করেন এবং সহকারী শিক্ষকদের বেতনস্কেল একধাপ উন্নীকরণসহ ১ লাখ ৫ হাজার ৬১৬জন শিক্ষকের চাকুরি সরকারিকরণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে এটি আরেকটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

২০৪১ সালের উন্নত, সমৃদ্ধ ও মেধাসম্পন্ন জাতি গঠনে মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাতে শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ, মাঠ পর্যায়ে চাহিদাভিত্তিক ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের প্রত্যয়ে বিদ্যালয় পর্যায়ে ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া আইসিটি সামগ্রী বিতরণ, SLIP-UPEP কার্যক্রম বাস্তবায়ন, ই-মনিটরিং জোরদারকরণ, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় উপবৃত্তি কর্মসূচি চালু আছে।
বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রমের দর্পণ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।
আমি এ প্রকাশনার সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

(মো. জাকির হোসেন এমপি)

Md. Aminul Islam Khan
Senior Secretary
Ministry of Primary and Mass Education
Government of the People's Republic of Bangladesh
Bangladesh Secretariat

মোঃ আমিনুল ইসলাম খান
সিনিয়র সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়

বাণী

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে জেনে আমি আনন্দিত। এই প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সবাইকে আমার প্রাণঢালা অভিনন্দন।

'বার্ষিক প্রতিবেদন' একটি মন্ত্রণালয়ের দর্পণ। বিগত অর্থবছরে মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের একটি চিত্র এতে প্রতিফলিত হয়। এর মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের কাজ স্বচ্ছতার পাশাপাশি জবাবদিহিতাও নিশ্চিত হয়।

জাতির অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির সোপান শিক্ষা। আলোকিত আগামী ও অগ্রসর সমাজ বিনির্মাণের হাতিয়ার শিক্ষা। আর শিক্ষার ভিত নির্মিত হয় প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে। একবিংশ শতাব্দির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সুশিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে সরকার প্রাথমিক শিক্ষার ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। ইতিমধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী প্রায় শতভাগ শিশুর ভর্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা অর্জিত হয়েছে এবং তা বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। এ সাফল্য সুসংহত করার পাশাপাশি সব পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের বিশেষ করে দারিদ্র্যপীড়িত, অনগ্রসর, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় অঙ্গীকারবদ্ধ।

আমি আশা করি, ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের মাধ্যমে আমরা সকল শিশুর জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে পারব। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা ও সাম্প্রদায়িকতামুক্ত স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বিশ্বসভায় আত্মমর্যাদাপূর্ণ সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে আমাদের অবস্থান নিশ্চিত করতে পারব।

জয় বাংলা

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আমিনুল ইসলাম খান

Phone : 02-55100484 (Office) E-mail : scymopme@gmail.com; scy@mopme.gov.bd, Website : www.mopme.gov.bd

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
এক নজরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়		১০
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়		
১.০	সূচনা	১২
১.১	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য	১২
১.২	কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ	১২
১.৩	প্রাথমিক শিক্ষার সাংগঠনিক কাঠামো	১৩
১.৪	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস	১৩
১.৫	মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্যাবলী	১৫
১.৬	বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়	১৫
১.৭	"মুজিববর্ষ" উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচি ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা	১৫
১.৮	জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর সুপারিশ বাস্তবায়নে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্নমুখী কার্যক্রম	১৭
১.৯	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি	১৮
১.১০	প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের বিভিন্ন বছরের অগ্রগতি বিষয়ে তুলনামূলক চিত্র	১৯
১.১১	প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রী সংক্রান্ত তথ্য (এপিএসসি-২০২১)	২০
১.১২	প্রাথমিক ছাত্র-ছাত্রী সংক্রান্ত তথ্য (এপিএসসি-২০২১)	২১
১.১৩	শ্রেণিভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি তথ্য: (২০২১)	২১
১.১৪	গ্রস (Gross) ও নীট (Net) ভর্তির হার (২০০৯-২০২১)	২২
১.১৫	ঝরে পড়ার শতকরা হার	২৩
১.১৬	শিক্ষাচক্র সমাপনীর শতকরা হার	২৪
১.১৭	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন	২৪
১.১৮	এসডিজি বাস্তবায়ন	২৪
১.১৯	ভবিষ্যত পরিকল্পনা	২৫
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর		
২.০	পটভূমি	২৮
২.১	রূপকল্প	২৮
২.২	অভিলক্ষ্য	২৮
২.৩	কৌশলগত লক্ষ্য	২৮
২.৪	সাংগঠনিক কাঠামো	২৮
২.৫	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রধান কার্যাবলী	২৯
২.৬	বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়	২৯
২.৭	উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	৩০
২.৮	এক নজরে উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের বাস্তব অগ্রগতি	৩৩
২.৯	স্লিপ কার্যক্রম	৩৩
২.১০	প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	৩৪
২.১১	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম	৩৫
২.১২	অর্থ সংক্রান্ত কাজ	৩৫
২.১৩	তথ্য ব্যবস্থাপনা	৩৬
২.১৪	প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত কাজ	৩৬
২.১৫	উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রম	৩৭
২.১৬	মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম	৩৭
২.১৭	প্রকল্প/কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	৩৮
২.১৮	এসডিজি বাস্তবায়ন	৪৬
২.১৯	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি	৪৬
২.২০	ভবিষ্যত পরিকল্পনা	৪৬

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো		
৩.০	ভূমিকা	৪৮
৩.১	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো প্রতিষ্ঠা	৪৮
৩.২	রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য	৪৮
৩.৩	কৌলশগত লক্ষ্যসমূহ	৪৮
৩.৪	সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস	৪৯
৩.৫	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র প্রধান কার্যাবলি	৫০
৩.৬	বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়	৫০
৩.৭	মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম	৫১
৩.৮	বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন	৫২
৩.৯	প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	৫৪
৩.১০	মনিটরিং কার্যক্রম	৫৫
৩.১১	তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম	৫৫
৩.১২	তথ্য অধিকার সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	৫৬
৩.১৩	সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণের আওতায় গৃহীত কর্মসূচি	৫৬
৩.১৪	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র চলমান প্রকল্প/কর্মসূচি	৫৮
৩.১৫	এসডিজি বাস্তবায়ন	৬০
৩.১৬	ভবিষ্যত পরিকল্পনা	৬০
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি		
৪.০	ভূমিকা	৬২
৪.১	রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য	৬৩
৪.২	কৌলশগত লক্ষ্যসমূহ	৬৩
৪.৩	বোর্ড অব গভর্নরস	৬৩
৪.৪	সাংগঠনিক কাঠামো	৬৪
৪.৫	প্রধান কার্যাবলী	৬৫
৪.৬	বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়	৬৫
৪.৭	মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম	৬৫
৪.৮	উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	৬৬
৪.৯	এসডিজি বাস্তবায়ন	৬৯
৪.১০	ভবিষ্যত পরিকল্পনা	৭০
৪.১১	উপসংহার	৭০
শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট		
৫.০	ভূমিকা	৭২
৫.১	রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য	৭২
৫.২	কৌলশগত লক্ষ্যসমূহ	৭২
৫.৩	সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস	৭২
৫.৪	প্রধান কার্যাবলী	৭৫
৫.৫	বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়	৭৫
৫.৬	মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম	৭৬
৫.৭	উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	৭৬
৫.৮	এসডিজি বাস্তবায়ন	৭৭
৫.৯	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি	৭৭
৫.১০	ভবিষ্যত পরিকল্পনা	৭৭
বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট		
৬.০	ভূমিকা	৭৯
৬.১	রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য	৭৯
৬.২	কৌলশগত লক্ষ্যসমূহ	৭৯
৬.৩	সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস	৮১

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
৬.৪	প্রধান কার্যাবলী	৮১
৬.৫	বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়	৮১
৬.৬	মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম	৮১
৬.৭	উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	৮২
৬.৮	এসডিজি বাস্তবায়ন	৮২
৬.৯	ভবিষ্যত পরিকল্পনা	৮২

এক নজরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা
(এপিএসসি ২০২১ অনুযায়ী)

ক্রমিক নং	বিষয়	সংখ্যা		
০১.	সরকাারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬৫,৫৬৬		
০২.	বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৭৯৯		
০৩.	শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০৫		
০৪.	উচ্চ মাদ্রাসা সংযুক্ত ইবতেদায়ী মাদ্রাসা	৩৫৩৪		
০৫.	উচ্চ বিদ্যালয় সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯৮৮		
০৬.	ইবতেদায়ী মাদ্রাসা	৩৮৩৯		
০৭.	কিন্ডার গার্টেন	২৮১৯৩		
০৮.	এনজিও পরিচালিত স্কুল	৩৭৫৩		
০৯.	এনজিও পরিচালিত শিখন কেন্দ্র	১৬১৪		
১০.	অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫৪০০		
১১.	মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	১,১৮,৮৯১		
শিক্ষক		পুরুষ	মহিলা	মোট
১২.	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১,২৭৮০৯	২,৩১২৮৬	৩,৫৯০৯৫
১৩.	অন্যান্য শিক্ষক	১,২৬২০৩	১৭১৮৯৫	২৯৮০৯৮
১৪.	মোট শিক্ষক	২,৫৪০১২	৪,০৩১৮১	৬৫৭১৯৩
শিক্ষার্থী		বালক	বালিকা	মোট
১৫.	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী	৬৮২১৬১৯	৬৬৬২৯৯৮	১৩৪৮৪৬১৭
১৬.	অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী	৩৩২০৮৭৯	৩২৯৫৪৭৬	৬৬১৬৩৫৫
১৭.	মোট শিক্ষার্থী (প্রাক-প্রাথমিকসহ)	১০১৪২৪৯৮	৯৯৫৮৪৭৪	২০১০০৯৭২
১৮.	প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী	১৫৫৯১৭৫	১৫৭৬৮৩০	৩১৩৬০০৫
১৯.	প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তিকৃত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	১০৪৫০১		
২০.	৬-১০ বছর বয়সী বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা	১,৬০,৪৬,৩৯৪		
২১.	৬-১০ বছর বয়সী বিদ্যালয় ভর্তিকৃত শিশুর সংখ্যা	১,৫৬,৩১,৯১৪		
২২.	৬-১০ বছর বয়সী বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুর সংখ্যা	৪,১৪,৪৮০		
২৩.	গ্রস ভর্তির হার	১০৫.৭২%		
২৪.	নীট ভর্তির হার	৯৭.৪২%		
২৫.	ঝরে পড়ার হার	১৪.১৫%		
২৬.	প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্তির হার	৮২.৮৫%		

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

১.০ সূচনা

জাতীয় উন্নয়ন তথা সমৃদ্ধ অর্থনীতি ও গতিশীল সমাজ সৃষ্টিতে দক্ষ মানবসম্পদের বিকল্প নেই। আর দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির মাধ্যম হচ্ছে শিক্ষা। দক্ষ ও সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর ভিত্তিই হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা। উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বিশেষ অবদান রেখে চলছে। এ লক্ষ্যে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই প্রণীত সংবিধানে শিক্ষাকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করার মর্ম উপলব্ধি করেন স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি ১৯৭৩ সালে ৩৬,১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ১,৫৭,৭২৪ জন শিক্ষকের চাকুরি জাতীয়করণ করেন। এ সময় প্রাথমিক শিক্ষা জনগণের নিকট একটি সাংবিধানিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব ও ব্যাপ্তি অনুধাবন করে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ সৃজন করা হয় যা ২০০৩ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় হিসাবে উন্নীত হয়। প্রাথমিক শিক্ষাকে অর্থবহ ও ফলপ্রসূ করতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৩ সালে ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের মত একই সাথে ২৬,১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ১,০৪,০০০ জন শিক্ষকের চাকুরি জাতীয়করণ করেন। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) সফলভাবে অর্জনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের প্রয়াসে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে সরকার। বর্তমানে জাতিসংঘ ঘোষিত ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার বিষয়ে এসডিজি'র লক্ষ্য পূরণে দৃঢ় প্রত্যয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার চতুর্থ লক্ষ্য (SDG-4) হচ্ছে - "Ensure Inclusive and Equitable Quality Education and Promote Lifelong Learning for all." সে লক্ষ্যে ২০৩০ সালের মধ্যে সকল শিশুর জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাসহ মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক (formal) এবং উপানুষ্ঠানিক (non-formal) শিক্ষার মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা মূলত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হয়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে অক্ষরজ্ঞান সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলার দায়িত্ব পালন করছে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো। অন্যদিকে, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির মাধ্যমে শিক্ষা কর্মকর্তা ও শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যুগোপযোগী নিবিড় প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পাশাপাশি ভাগ্যাহত, সুবিধাবঞ্চিত, হতদরিদ্র, নিজ প্রচেষ্টায় ও শ্রমে ভাগ্যোন্নয়নে প্রয়াসী পথ-শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করে যাচ্ছে শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট। ঝরে পড়ারোধসহ মানসম্মত শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট কাজ করে যাচ্ছে। এভাবে সকল শিশুর জন্য মানসম্মত শিক্ষা ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে কাজ করে চলেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

১.১ রূপকল্প (Vision)

সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষা।

অভিলক্ষ্য (Mission)

প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ ও গুণগতমান উন্নয়নের মাধ্যমে সবার জন্য প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ।

১.২ কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ

১. সার্বজনীন, একীভূত ও বৈষম্যহীন প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণ।
২. মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ।
৩. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সম্প্রসারণ ও নিশ্চিতকরণ।
৪. প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রীকরণ।

১.৩ প্রাথমিক শিক্ষার সাংগঠনিক কাঠামো:

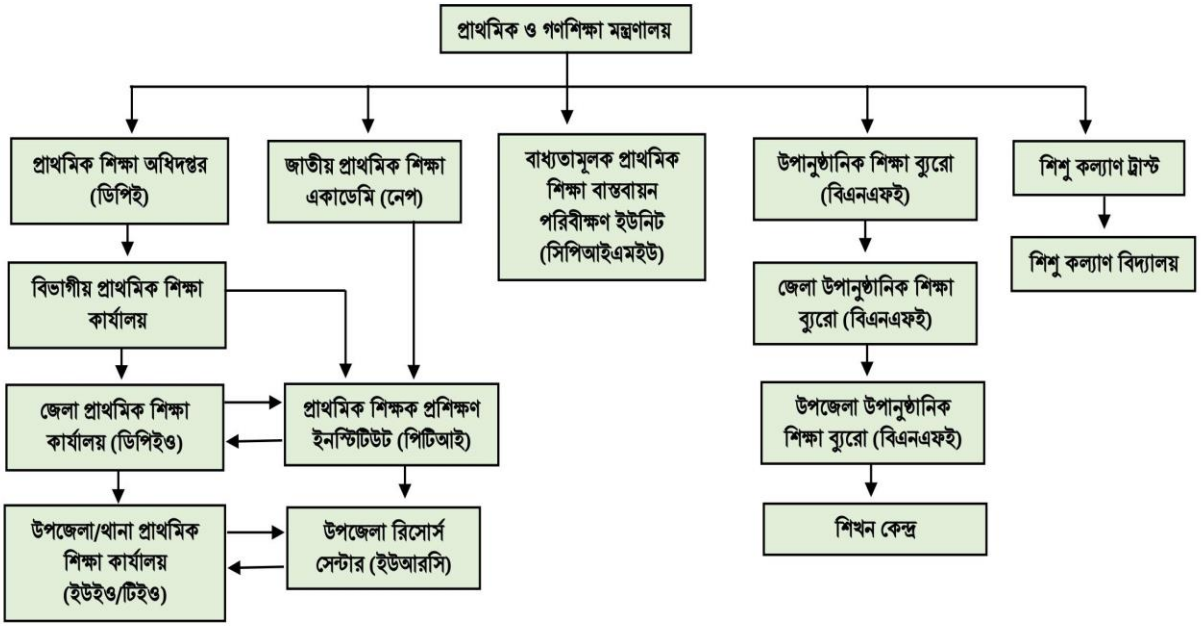

১.৪ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস:

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাংগাঠনিক কাঠামো অনুযায়ী বিদ্যালয় অনুবিভাগ, প্রশাসন অনুবিভাগ, উন্নয়ন অনুবিভাগ, বাজেট ও অডিট অনুবিভাগ রয়েছে। মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান মাননীয় প্রতিমন্ত্রী। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মন্ত্রণালয়ের প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার। সিনিয়র সচিবের দাপ্তরিক কাজে সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য বর্তমানে ৪ জন অতিরিক্ত সচিব ও ৪ জন যুগ্মসচিব কর্মরত আছেন। বর্তমানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মোট জনবলের সংখ্যা ১১৬ জন।

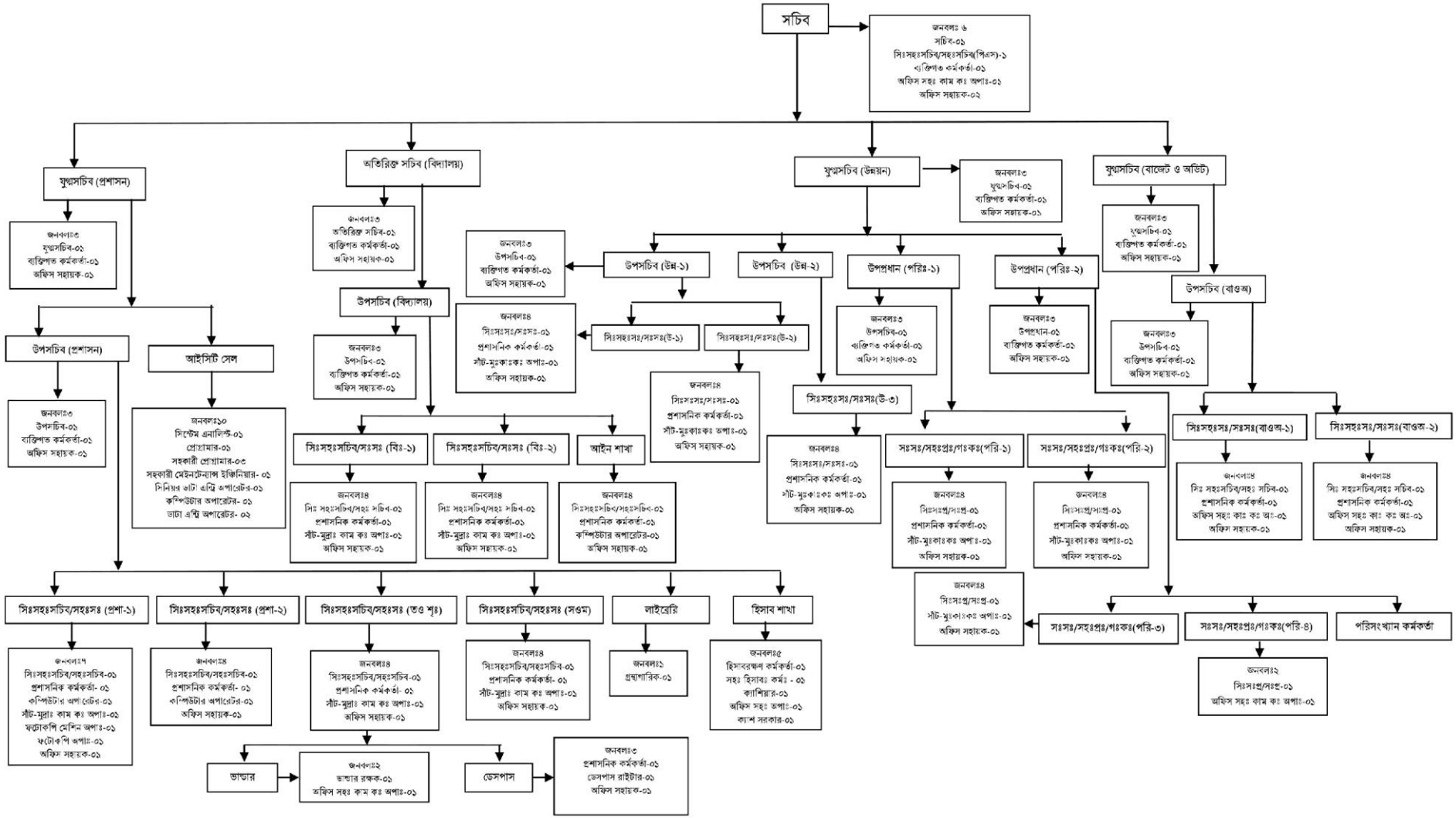

সচিব
জনবলঃ ৬
সচিব-০১
সিঃসহঃসচিব/সহঃসচিব(পিএস)-১
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-০১
অফিস সহঃ কাম কঃ অপাঃ-০১
অফিস সহায়ক-০২
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)
জনবলঃ৩
যুগ্মসচিব-০১
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-০১
অফিস সহায়ক-০১
অতিরিক্ত সচিব (বিদ্যালয়)
জনবলঃ৩
অতিরিক্ত সচিব-০১
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-০১
অফিস সহায়ক-০১
যুগ্মসচিব (উন্নয়ন)
জনবলঃ৩
যুগ্মসচিব-০১
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-০১
অফিস সহায়ক-০১
যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট)
জনবলঃ৩
যুগ্মসচিব-০১
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-০১
অফিস সহায়ক-০১
উপসচিব (প্রশাসন)
জনবলঃ৩
উপসচিব-০১
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-০১
অফিস সহায়ক-০১
আইসিটি সেল
জনবলঃ১০
সিস্টেম এনালিস্ট-০১
প্রোগ্রামার-০১
সহকারী প্রোগ্রামার-০৩
সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার- ০১
সিনিয়র ডাটা এন্ট্রি অপারেটর-০১
কম্পিউটার অপারেটর- ০১
ডাটা এন্ট্রি অপারেটর- ০২
উপসচিব (বিদ্যালয়)
জনবলঃ৩
উপসচিব-০১
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-০১
অফিস সহায়ক-০১
উপসচিব (উন্ন-১)
জনবলঃ৩
উপসচিব-০১
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-০১
অফিস সহায়ক-০১
সিঃসহঃসঃ/সঃসঃ(উ-১)
জনবলঃ৪
সিঃসঃসঃ/সঃসঃ-০১
প্রশাসনিক কর্মকর্তা-০১
সাঁট-মুঃকাঃকঃ অপাঃ-০১
অফিস সহায়ক-০১
সিঃসহঃসঃ/সঃসঃ(উ-২)
জনবলঃ৪
সিঃসঃসঃ/সঃসঃ-০১
প্রশাসনিক কর্মকর্তা-০১
সাঁট-মুঃকাঃকঃ অপাঃ-০১
অফিস সহায়ক-০১
উপসচিব (উন্ন-২)
সিঃসহঃসঃ/সঃসঃ(উ-৩)
জনবলঃ৪
সিঃসঃসঃ/সঃসঃ-০১
প্রশাসনিক কর্মকর্তা-০১
সাঁট-মুঃকাঃকঃ অপাঃ-০১
অফিস সহায়ক-০১
উপপ্রধান (পরিঃ-১)
জনবলঃ৩
উপসচিব-০১
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-০১
অফিস সহায়ক-০১
উপপ্রধান (পরিঃ-২)
জনবলঃ৩
উপপ্রধান-০১
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-০১
অফিস সহায়ক-০১
উপসচিব (বাওঅ)
জনবলঃ৩
উপসচিব-০১
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-০১
অফিস সহায়ক-০১
সিঃসহঃসচিব/সঃসঃ (বিঃ-১)
জনবলঃ৪
সিঃ সহঃসচিব/সহঃ সচিব-০১
প্রশাসনিক কর্মকর্তা-০১
সাঁট-মুদ্রাঃ কাম কঃ অপাঃ-০১
অফিস সহায়ক-০১
সিঃসহঃসচিব/সঃসঃ (বিঃ-২)
জনবলঃ৪
সিঃ সহঃসচিব/সহঃ সচিব-০১
প্রশাসনিক কর্মকর্তা-০১
সাঁট-মুদ্রাঃ কাম কঃ অপাঃ-০১
অফিস সহায়ক-০১
আইন শাখা
জনবলঃ৪
সিঃসহঃসচিব/সহঃসচিব-০১
প্রশাসনিক কর্মকর্তা-০১
কম্পিউটার অপারেটর-০১
অফিস সহায়ক-০১
সঃসঃ/সহঃপ্রঃ/গঃকঃ(পরি-১)
জনবলঃ৪
সিঃসঃপ্র/সঃপ্র-০১
প্রশাসনিক কর্মকর্তা-০১
সাঁট-মুঃকাঃকঃ অপাঃ-০১
অফিস সহায়ক-০১
সঃসঃ/সহঃপ্রঃ/গঃকঃ(পরি-২)
জনবলঃ৪
সিঃসঃপ্র/সঃপ্র-০১
প্রশাসনিক কর্মকর্তা-০১
সাঁট-মুঃকাঃকঃ অপাঃ-০১
অফিস সহায়ক-০১
সিঃসহঃসঃ/সঃসঃ(বাওঅ-১)
জনবলঃ৪
সিঃ সহঃসচিব/সহঃ সচিব-০১
প্রশাসনিক কর্মকর্তা-০১
অফিস সহঃ কাঃ কঃ অঃ-০১
অফিস সহায়ক-০১
সিঃসহঃসঃ/সঃসঃ(বাওঅ-২)
জনবলঃ৪
সিঃ সহঃসচিব/সহঃ সচিব-০১
প্রশাসনিক কর্মকর্তা-০১
অফিস সহঃ কাঃ কঃ অঃ-০১
অফিস সহায়ক-০১
সিঃসহঃসচিব/সহঃসঃ (প্রশা-১)
জনবলঃ৭
সিঃসহঃসচিব/সহঃসচিব-০১
প্রশাসনিক কর্মকর্তা- ০১
কম্পিউটার অপারেটর-০১
সাঁট-মুদ্রাঃ কাম কঃ অপাঃ-০১
ফটোকপি মেশিন অপাঃ-০১
ফটোকপি অপাঃ-০১
অফিস সহায়ক-০১
সিঃসহঃসচিব/সহঃসঃ (প্রশা-২)
জনবলঃ৪
সিঃসহঃসচিব/সহঃসচিব-০১
প্রশাসনিক কর্মকর্তা- ০১
কম্পিউটার অপারেটর-০১
অফিস সহায়ক-০১
সিঃসহঃসচিব/সহঃসঃ (তও শৃঃ)
জনবলঃ৪
সিঃসহঃসচিব/সহঃসচিব-০১
প্রশাসনিক কর্মকর্তা- ০১
সাঁট-মুদ্রাঃ কাম কঃ অপাঃ-০১
অফিস সহায়ক-০১
সিঃসহঃসচিব/সহঃসঃ (সওম)
জনবলঃ৪
সিঃসহঃসচিব/সহঃসচিব-০১
প্রশাসনিক কর্মকর্তা- ০১
সাঁট-মুদ্রাঃ কাম কঃ অপাঃ-০১
অফিস সহায়ক-০১
লাইব্রেরি
জনবলঃ১
গ্রন্থাগারিক-০১
হিসাব শাখা
জনবলঃ৫
হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা-০১
সহঃ হিসাবঃ কর্মঃ - ০১
ক্যাশিয়ার-০১
অফিস সহঃ অপাঃ-০১
ক্যাশ সরকার-০১
ভান্ডার
জনবলঃ২
ভান্ডার রক্ষক-০১
অফিস সহঃ কাম কঃ অপাঃ-০১
ডেসপাস
জনবলঃ৩
প্রশাসনিক কর্মকর্তা-০১
ডেসপাস রাইটার-০১
অফিস সহায়ক-০১
সঃসঃ/সহঃপ্রঃ/গঃকঃ(পরি-৩)
জনবলঃ৪
সিঃসঃপ্র/সঃপ্র-০১
সাঁট-মুঃকাঃকঃ অপাঃ-০১
অফিস সহায়ক-০১
সঃসঃ/সহঃপ্রঃ/গঃকঃ(পরি-৪)
জনবলঃ২
সিঃসঃপ্র/সঃপ্র-০১
অফিস সহঃ কাম কঃ অপাঃ-০১
পরিসংখ্যান কর্মকর্তা

১.৫ মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্যাবলী

১. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
২. বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়ন;
৩. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচির বাস্তবায়ন;
৪. প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের শিক্ষাক্রম পরিমার্জন;
৫. প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ এবং বিতরণ;
৬. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সংক্রান্ত গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ।

১.৬ রাজস্ব বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

(হাজার টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	২০২১-২২ অর্থ বছরে বরাদ্দ (সংশোধিত)	ব্যয়কৃত টাকার পরিমাণ	ব্যয়ের হার (%)	মন্তব্য
১	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় (সচিবালয়)	১,৩৮,৭৭২	১,০০,৭৭৫	৭২.৬২%	
২	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	১৮,৮৮,৭৩,২৬৪	১৬,৩০,৭২,৪৫৫	৮৬.৩৪%	
৩	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো	২,৫৯,৯০০	২,০৭,৬১০	৭৯.৮৮%	
৪	জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ)	৮২,৭০০	৬৯,৮৩০	৮৪.৪৪%	
৫	শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট	৩,৮৬,২০০	৩,৬২,৪৪৬	৯৩.৮৪%	
৬	বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট	৫,০৮,০০	২,৮১,০৫	৫৫.৩২%	
	মোট:	**১৮,৯৭,৯১,৬৩৬**	**১৬,৩৮,৪১,২২১**	**৮৬.৩৩%**	

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের হার:

(হাজার টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	২০২১-২২ অর্থ বছরে বরাদ্দ (সংশোধিত)	ব্যয়কৃত টাকার পরিমাণ	ব্যয়ের হার (%)	মন্তব্য
১	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় (সচিবালয়)	৪২৬৩০০	৩৫০৫১৪	৮২.২২	
২	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	৯০৩০১০৭৭	৬৮৮১৪২৩৭	৭৬.২১	
৩	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো	১৪৩০৮০০	১২৩৭৮৫৮	৮৬.৫২	
	মোট:	**৯২১৫৮১৭৭**	**৭০৪০২৬০৯**	**৭৬.৩৯**	

১.৭ 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচি:

ক্রমিক	গৃহীত কর্মসূচির বিবরণ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা
১.	"প্রাথমিক শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান" শীর্ষক সেমিনার আয়োজন।	• "প্রাথমিক শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান" শীর্ষক সেমিনার আয়োজনের জন্য জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। • গত ০৯ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে সেমিনারটি আয়োজনের জন্য প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হলেও কোভিড-১৯ পরিস্থিতির জন্য সেমিনার আয়োজন করা সম্ভব হয়নি।
২.	জাঁকজমকপূর্ণভাবে ঢাকায় বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলার আয়োজন।	• বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০১৯ এর ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পর্যায়ের খেলাসমূহ গত ১৪ মার্চ ২০২০ তারিখ হতে শুরু করার জন্য সময় নির্ধারিত থাকলেও কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে তা আয়োজন করা সম্ভব হয়নি।

ক্রমিক	গৃহীত কর্মসূচির বিবরণ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা
		• কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় এনে বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২২ চলমান আছে।
৩.	বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মাধ্যমে এবং বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা বিষয়ক অবদানের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ পালন।	• কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় এনে আগামী ফেব্রুয়ারি অথবা মার্চ ২০২৩ মাসে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ পালন করা হবে এবং জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক প্রদান করা হবে।
৪.	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস যথাযোগ্য মযার্দায় উদযাপন।	• কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো সম্মেলন কক্ষে সীমিত পরিসরে ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদযাপন করা হয়েছে।
৫.	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে বই বিতরণ অনুষ্ঠান আয়োজন।	• মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অংশগ্রহণে ৩০ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে বই বিতরণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে।
৬.	'মুজিববর্ষ' ব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে গৃহীত যুগান্তকারী ও ঐতিহাসিক কর্মসূচি এবং অর্জনসমূহের আলোকে উপজেলা, জেলা, বিভাগ এবং জাতীয় পর্যায়ে সেমিনার/ সিম্পোজিয়াম আয়োজন।	• কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় উপজেলা, জেলা, বিভাগ এবং জাতীয় পর্যায়ে সেমিনার/সিম্পোজিয়াম আয়োজন করা হয়।
৭.	'মুজিববর্ষ' ব্যাপী উপজেলা, জেলা, বিভাগ পর্যায়ে মা-সমাবেশ আয়োজন।	• কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় উপজেলা, জেলা, বিভাগ পর্যায়ে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে মা-সমাবেশ আয়োজন করা হয়েছে।
৮.	'মুজিববর্ষ' ব্যাপী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্থাপিত 'বঙ্গবন্ধু বুক কর্নার' কার্যকর করা এবং বঙ্গবন্ধুর জীবন আদর্শের উপর শিশু কিশোরদের উপযোগী সিআরআইসহ অন্যান্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত বই সংরক্ষণ ও ব্যবহার নিশ্চিত করার বিষয়টি বিবেচনা করা।	• শিক্ষার্থীদের পঠন দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শ্রেণিকক্ষে / প্রতিটি বিদ্যালয়ে "বঙ্গবন্ধু বুক কর্নার" স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন আদর্শের উপর প্রকাশিত শিশুদের উপযোগী বই, বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, মহান মুক্তিযুদ্ধ, নৈতিকতা শিক্ষা ও খ্যাতিমান ব্যক্তিগণের জীবনী সম্পর্কিত বই সংরক্ষণ করা হয়েছে।
৯.	'মুজিববর্ষ' উপলক্ষে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে শহীদ মিনার স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ।	• ইতোমধ্যে ১৮২১৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে শহীদ মিনার স্থাপন করা হয়েছে।
১০.	'মুজিববর্ষ' উপলক্ষে সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 'স্টুডেন্টস কাউন্সিল'-কে সম্পৃক্ত করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ইত্যাদি আয়োজন।	• কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 'স্টুডেন্টস কাউন্সিল'-কে সম্পৃক্ত করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ইত্যাদি আয়োজন করা হয়েছে।
১১.	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে স্বতন্ত্র পেইজ তৈরি।	• জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে স্বতন্ত্র পেইজ তৈরি করা হয়েছে। ওয়েব পেইজটি যথাযথভাবে কার্যকর করা হচ্ছে।
১২.	'মুজিববর্ষ' উপলক্ষে ২১ লক্ষ নিরক্ষরকে সাক্ষরতা দান।	• নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ২১ লক্ষ নিরক্ষরকে সাক্ষরতা দানের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
১৩.	'মুজিববর্ষ' উপলক্ষে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিস্তারিতভাবে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ।	• প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের কাজটি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

১.৮ জাতীয় **শিক্ষানীতি ২০১০ এর সুপারিশ বাস্তবায়নে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্নমুখী কার্যক্রমঃ**

নং	কার্যক্রম	গৃহীত ব্যবস্থা
১	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালুকরণ।	মোট ৬৫৬২০টি বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়েছে। সৃজিত হয়েছে ৬৪০৩৮টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকের পদ।
২	দুই বছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন।	প্রতিটি বিদ্যালয়ে একবছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু রয়েছে। ০১ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ থেকে দুইবছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালুর অনুমোদন পাওয়া গেছে।
৩	প্রাথমিক শিক্ষা স্তর পাঁচ বছর থেকে বাড়িয়ে আট বছর মেয়াদীকরণ।	ইতোমধ্যে ৭২৯টি বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।
৪	শিক্ষক শিক্ষার্থীর অনুপাত হবে ১:৩০।	শিক্ষক শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:৩০ করতে চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির ডিপিপিতে অতিরিক্ত ৩০ হাজার শিক্ষকের পদ সৃজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
৫	শিক্ষাদান ও গ্রহণ এবং শিক্ষার্থীর সুরক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি।	শিক্ষাদান ও গ্রহণ এবং শিক্ষার্থীর সুরক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিকল্পে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বিদ্যালয় দৃষ্টিনন্দন প্রকল্প গ্রহণ ও সারাদেশে চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ৪০ হাজার অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী মেরামতের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
৬	শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধকল্পে বিশেষ অঞ্চল ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ।	শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধকল্পে উপবৃত্তির আওতা সম্প্রসারণ, বিদ্যালয়ের পরিবেশ উন্নয়ন, দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা, পাহাড়ি এলাকায় ছেলেমেয়েদের জন্য ১৯টি হোস্টেলের ব্যবস্থাকরণ, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য টয়লেট ও প্রতিটি বিদ্যালয় ভবনে র‍্যাম্প ও তাদের চলার উপযোগী করে চলার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
৭	বিভিন্ন ধরণের এবং এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিদ্যমান বৈষম্য দূরীকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ।	সারাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণে একটি কমন ডিজাইন অনুসরণ করা হচ্ছে। তাছাড়াও, প্রয়োজন বিবেচনায় বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
৮	সকল শ্রেণিতে ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও সামষ্টিক মূল্যায়ন চালুকরণ।	প্রথম, দ্বিতীয় ও ৩য় শ্রেণিতে ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণিতে ধারাবাহিক এবং সামষ্টিক মূল্যায়ন চালু করা হয়েছে।
৯	বিদ্যালয়ের উন্নতি ও শিক্ষার মানোন্নয়নে তদারকি জোরদারকরণ।	অনলাইন মনিটরিং চালু করা হয়েছে। ৮টি বিভাগে ৮টি টিম গঠন করা হয়েছে। নিয়মিত অনলাইনে বিদ্যালয় পরিদর্শন করা হচ্ছে।
১০	শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি।	শিক্ষক নিয়োগে নিয়োগবিধি যুগোপযোগী করার পাশাপাশি সহকারী শিক্ষক থেকে প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি/ চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হচ্ছে।

১.৯ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি:

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমণপোযোগী সকল শিশুর জন্য সমতাভিত্তিক ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈষম্যহীন প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণে কাজ করে যাচ্ছে। বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে গতিশীলতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, বিভাগ, জেলা, উপজেলা পর্যায়ের সকল দপ্তর/প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহকে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। প্রতি অর্থবছর উক্ত দপ্তর/প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান তার উর্ধ্বতন দপ্তর/প্রতিষ্ঠান প্রধানের সাথে ধারাবাহিকভাবে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করে আসছে। একই সাথে চুক্তিভুক্ত কার্যক্রমসমূহের অগ্রগতি নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা করে ফলাবর্তন প্রদান করা হচ্ছে। এতে সকল স্তরের দপ্তর/প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে জবাবদিহিতা নিশ্চিত হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী শিক্ষাবর্ষের প্রথম দিনেই প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ের সকল শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক প্রদান, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রমের আওতাভুক্ত শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান, স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের আওতায় প্রায় ২৯ লক্ষ শিক্ষার্থীর মধ্যে নিয়মিতভাবে উচ্চ পুষ্টিসমৃদ্ধ বিস্কুট বিতরণ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩৮,২৩৯ জন নতুন শিক্ষক নিয়োগ, পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৮,৬২৩ জন শিক্ষককে ডিপিএড প্রশিক্ষণ প্রদান, ৪২,০০০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রুটিন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্নকরণ এবং ৬৫,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুল লেভেল ইমপ্রুভমেন্ট প্ল্যান (স্লিপ) কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়াও বিদ্যালয়ে চাহিদাভিত্তিক অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, নলকূপ স্থাপন, ওয়াশব্লক নির্মাণ, ই-নথি বাস্তবায়ন, আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম ২০২১-২২ অর্থবছরে সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় সকল স্তরে (মন্ত্রণালয় থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে জবাবদিহিতা, কাজের স্বচ্ছতা এবং গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কার্যক্রমকে ভবিষ্যতে আরো গতিশীল ও জোরদার করার পরিকল্পনা রয়েছে।

অনলাইন শিক্ষক বদলি কার্যক্রম উদ্বোধন

১.১০ প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের বিভিন্ন বছরের অগ্রগতি বিষয়ে তুলনামূলক চিত্র (এপিএসসি ২০২১):

Sl	Key Indicators		Year			
			2018	2019	2020	2021
1	No. of Schools covered by APSC: (All Types)		**134,147**	**129,258**	**133,002**	**118,891**
	Government Primary School		**65,620**	**65,620**	**65,566**	**65,566**
2	Teachers: Presents all types of teachers in 2018 and only GPS Teachers Since 2019). Total Teachers (all types): 657,203	Male	258,751	125,643	131,664	127,809
		Female	426,649	229,089	236,053	231,286
		All	**685,400**	**354,722**	**367,717**	**359,095**
3	Total Enrolled Students (Grade 1-5)	Boys	8,539,067	8,075,892	8,595,915	8,583,323
		Girls	8,799,033	8,260,204	9,007,129	8,381,644
		All	**17,338,100**	**16,336,096**	**17,603,044**	**16,964,967**
4	Total Pre-primary Enrollment	Boys	1,792,559	1,893,734	1,963,960	1,559,175
		Girls	1,785,825	1,892,507	1,983,892	1,576,830
		All	**3,578,384**	**3,786,241**	**3,947,852**	**3,136,005**
5	Total Enrollment (All Grade)	Boys	10,331,626	9,969,626	10,560,240	1,01,42498
		Girls	10,584,858	10,152,711	10,991,451	9,958,474
		All	**20,916,484**	**20,122,337**	**21,551,691**	**2,01,00972**
6	Gross Intake Rate - GIR (%)	Boys	109.07	107.65	105.95	107.14
		Girls	115.57	112.8	109.91	107.47
		All	**112.32**	**110.17**	**107.86**	**107.3**
7	Net Intake Rate- NIR (%)	Boys	95.99	96.3	96.43	96.15
		Girls	97.00	96.83	96.82	96.21
		All	**96.48**	**96.56**	**96.62**	**96.18**
8	Gross Enrollment Rate- GER (%)	Boys	110.32	104.49	100.1	105.32
		Girls	118.3	114.93	108.9	106.14
		All	**114.23**	**109.6**	**104.9**	**105.72**
9	Net Enrollment Rate – NER (%)	Boys	97.55	97.65	**97.37**	97.39
		Girls	98.16	98.01	98.25	97.44
		All	**97.85**	**97.74**	**97.81**	**97.42**
10	Primary Cycle Dropout rate (%)	Boys	21.44	19.2	19.1	15.05
		Girls	15.69	15.7	15.5	13.25
		All	**18.6**	**17.9**	**17.2**	**14.15**
11	Survival Rate to grade 5 (%)	Boys	80.93	84.1	83.3	85.25
		Girls	87.73	86.1	85.9	87.1
		All	**83.53**	**85.2**	**84.7**	**86.2**
12	Coefficient of Efficiency (%)	Boys	80.81	81.9	81.1	84.2
		Girls	83.62	83.2	84.8	86.5
		All	**82.21**	**82.6**	**83.2**	**85.35**

13	Cycle Completion rate (Grade I-V) (%)	Boys	78.56	80.8	81	84.95
		Girls	84.31	83.2	84.5	86.75
		All	**81.4**	**82.1**	**82.8**	**85.85**
14	Repetition rate (%)	Boys	5.8	5.1	5	0.95
		Girls	5	4.9	4.9	0.75
		All	**5.4**	**5.1**	**5**	**0.85**
15	Gender Parity Index (GER)	All	1.07	1.09	1.08	1.06
	Gender Parity Index (NER)	All	1.01	1.00	1.00	1.00
16	PECE Pass rate (%)	All	97.59	95.5	Exam not held	
17	Year Inputs Per Graduate (years)	Boys	6.19	6.1	6.05	5.85
		Girls	5.98	5.95	5.9	5.55
		All	**6.08**	**6.05**	**6.0**	**5.70**

Note: The PECE and EECE exams is not held in 2020 and 2021 due to Covid-19 Pandemic school closure, assessment conducted, evaluated individual students, and promoted all the children in the following grades

১.১১ বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রী সংক্রান্ত তথ্য (এপিএসসি-২০২১ অনুযায়ী):

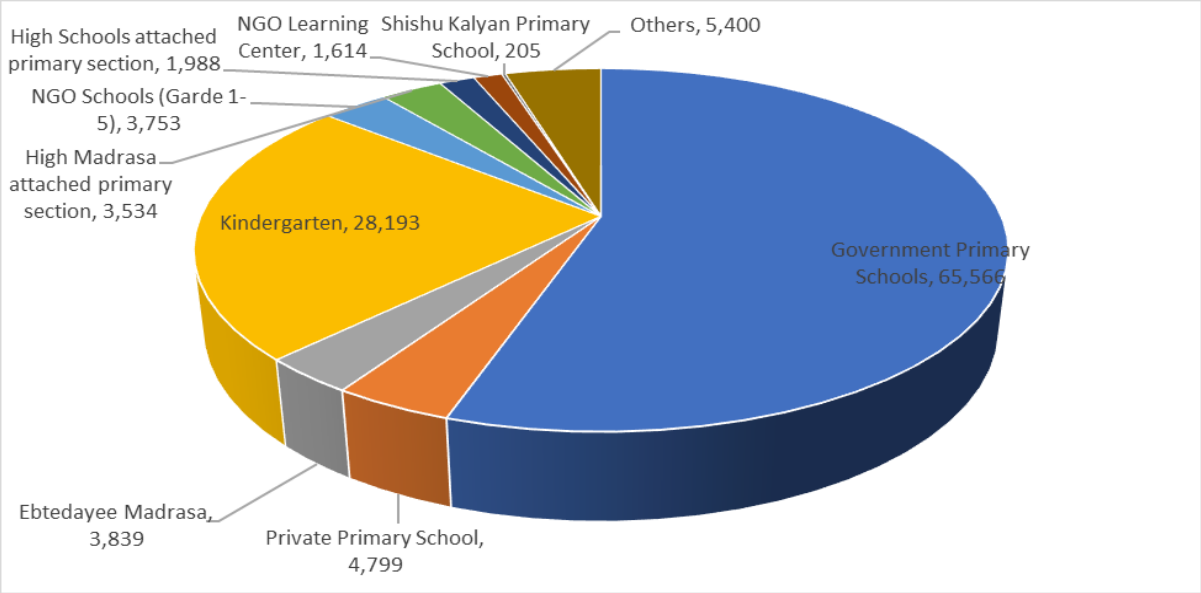

Sl	Primary Institutions Type	No of School	Enrollment (PPE to Grade 5)			Teacher			
			Boys	Girls	Total	Male	Female	Total	% Fem
1	Government Primary Schools	65,566	6,821,619	6,662,998	13,484,617	127,809	231,286	359,095	64.40%
2	Private Primary School	4,799	253,629	262,248	515,877	6,772	13,163	19,935	66.00%
3	Ebtedayee Madrasa	3,839	223,557	218,500	442,057	13,111	5,498	18,609	29.50%
4	Kindergarten	28,193	1,689,427	1,634,750	3,324,177	79,341	121,126	200,467	60.40%
5	NGO Schools (Garde 1- 5)	3,753	250,018	252,421	502,439	1,957	7,329	9,286	78.90%
6	High Madrasa attached primary section	3,534	263,444	258,900	522,344	13,142	2,972	16,114	18.40%
7	High Schools attached primary section	1,988	323,928	344,275	668,203	7,523	9,331	16,854	55.40%
8	NGO Learning Center	1,614	65,913	66,674	132,587	269	2,071	2,340	88.50%
9	Shishu Kalyan Primary School	205	18,238	18,310	36,548	414	766	1,180	64.90%
10	Others	5,400	232,725	239,398	472,123	3,674	9,639	13,313	72.40%
	Total	**118,891**	**10,142,498**	**9,958,474**	**20,100,972**	**254,012**	**403,181**	**657,193**	**61.30%**

১.১২ প্রাথমিক ছাত্র-ছাত্রী সংক্রান্ত তথ্য (এপিএসসি-২০২১ অনুযায়ী):

School Type	Enrollment (Grade 1 to 5)			% of girls in grade 1-5	Pre-primary Enrollment			% of girls in PPE	Enrollment (PPE to Grade 5)			% of girls in grade PPE-grade 5
	Boys	Girls	Total		Boys	Girls	Total		Boys	Girls	Total	
01. GPS	6,053,893	5,860,117	11,914,010	49.2%	767,726	802,881	1,570,607	51.1%	6,821,619	6,662,998	13,484,617	49.4%
02.Private School	204,568	213,264	417,832	51.0%	49,061	48,984	98,045	50.0%	253,629	262,248	515,877	50.8%
03. Ebtedayee Madrasa	197,442	193,971	391,413	49.6%	26,115	24,529	50,644	48.4%	223,557	218,500	442,057	49.4%
04. Kindergarten	1,189,343	1,158,695	2,348,038	49.3%	500,084	476,055	9,76,139	48.8%	1,689,427	1,634,750	3,324,177	49.2%
05. NGO Schools	184,666	184,760	369,426	50.0%	65,352	67,661	1,33,013	50.9%	250,018	252,421	502,439	50.2%
06. High Madrasa attached	248,685	244,251	492,936	49.6%	14,759	14,649	29,408	49.8%	263,444	258,900	522,344	49.6%
07. High Schools attached	287,131	306,231	593,362	51.6%	36,797	38,044	74,841	50.8%	323,928	344,275	668,203	51.5%
08. Shishu Kalyan School	15,746	15,827	31,573	50.1%	2,492	2,483	4,975	49.9%	18,238	18,310	36,548	50.1%
09 Other NGO Centers	48,635	49,041	97,676	50.2%	17,278	17,633	34,911	50.5%	65,913	66,674	132,587	50.3%
10. Others	153,214	155,487	308,701	50.4%	79,511	83,911	1,63,422	51.3%	232,725	239,398	472,123	50.7%
Total	**8,583,323**	**8,381,644**	**16,964,967**	49.4%	**1,559,175**	**1,576,830**	**31,36,005**	50.3%	**10,142,498**	**9,958,474**	**20,100,972**	49.5%

১.১৩ শ্রেণিভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি তথ্য: (২০২১)

Grade	Gender	Students	% Girls
PPE	Boys	1,559,175	50.28
	Girls	1,576,830	
	Total	3,136,005	
Grade 1	Boys	1,644,849	49.39
	Girls	1,605,402	
	Total	3,250,251	
Grade 2	Boys	1,824,116	49.31
	Girls	1,774,203	
	Total	3,598,319	
Grade 3	Boys	1,708,300	49.11
	Girls	1,648,752	
	Total	3,357,052	
Grade 4	Boys	1,605,670	49.11
	Girls	1,549,248	
	Total	3,154,918	
Grade 5	Boys	1,800,388	50.05
	Girls	1,804,039	
	Total	3,604,427	
Grand Total : PPE to Grade 5	Boys	10,142,498	49.54
	Girls	9,958,474	
	Total	20,100,972	

১.১৪ গ্রস (Gross) ও নীট (Net) ভর্তির হার (২০১০-২০২১)

Year	GER (%)			NER (%)		
	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total
2010	103.20	112.40	107.70	92.20	97.60	94.80
2011	97.50	105.60	101.50	92.70	97.30	94.90
2012	101.30	107.60	104.40	95.40	98.10	96.70
2013	106.80	110.50	108.60	96.20	98.40	97.30
2014	104.60	112.30	108.40	96.60	98.80	97.70
2015	105.00	113.40	109.20	97.09	98.79	97.94
2016	109.30	115.00	112.10	97.01	98.80	97.96
2017	108.10	115.40	111.70	97.66	98.29	97.97
2018	110.32	118.30	114.23	97.55	98.16	97.85
2019	104.49	114.93	109.60	97.65	98.01	97.74
2020	100.87	108.95	104.85	97.37	98.25	97.81
2021	**105.32**	**106.14**	**105.72**	**97.39**	**97.44**	**97.42**

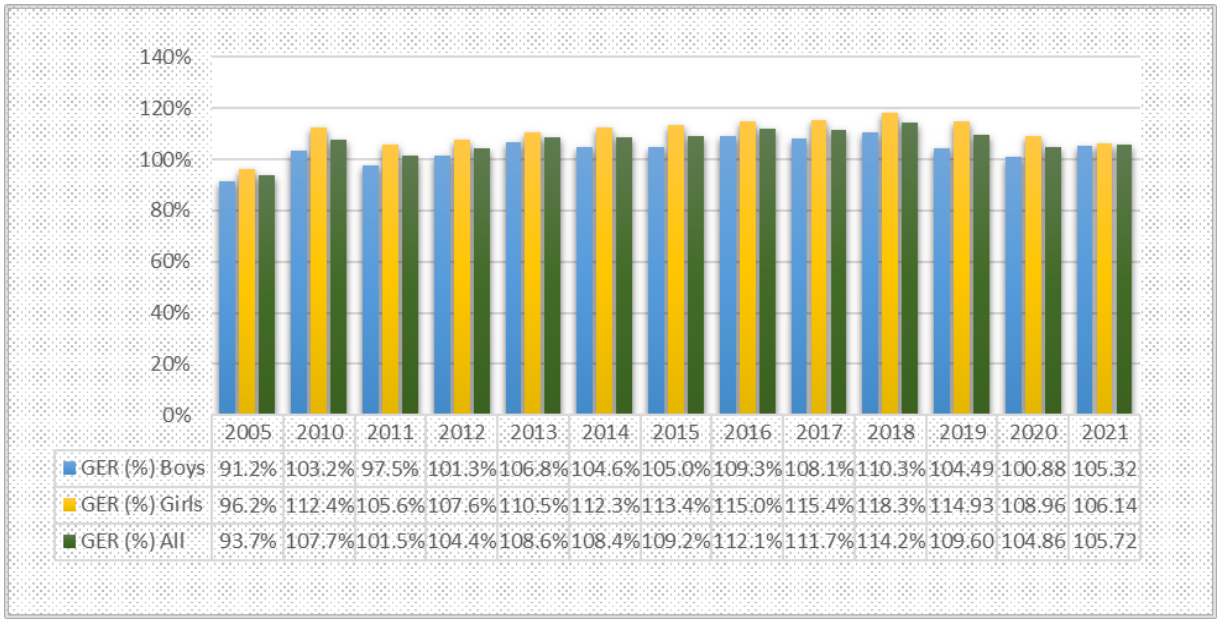

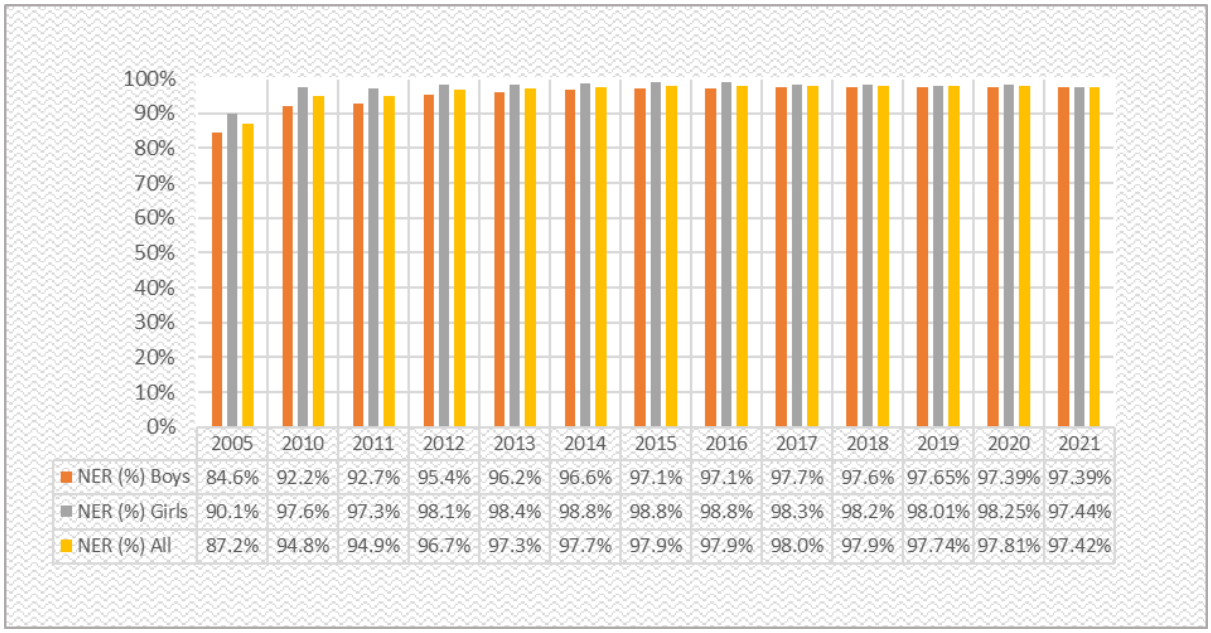

	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
NER (%) Boys	84.6%	92.2%	92.7%	95.4%	96.2%	96.6%	97.1%	97.1%	97.7%	97.6%	97.65%	97.39%	97.39%
NER (%) Girls	90.1%	97.6%	97.3%	98.1%	98.4%	98.8%	98.8%	98.8%	98.3%	98.2%	98.01%	98.25%	97.44%
NER (%) All	87.2%	94.8%	94.9%	96.7%	97.3%	97.7%	97.9%	97.9%	98.0%	97.9%	97.74%	97.81%	97.42%

ভর্তির ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যের পাশাপাশি ঝরে পড়া রোধকল্পে ঝরে পড়ার কারণসমূহ চিহ্নিত করে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় অসহায় দরিদ্র পরিবারের শিশুদের উপবৃত্তি প্রদান, মিড-ডে মিল হিসাবে উন্নত মানের বিস্কুট সরবরাহ, স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্তকরণসহ মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

১.১৫ ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর শতকরা হার

		2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ঝরে পড়ার শতকরা হার	**All**	**47.2**	**39.8**	**29.7**	**26.2**	**21.4**	**20.9**	**20.4**	**19.2**	**18.85**	**18.6**	**17.9**	**17.2**	**14.15**
	Boys	n/a	40.3	32.4	28.3	24.9	24.3	23.9	22.3	21.72	21.44	19.2	**19.1**	**15.05**
	Girls	n/a	39.3	27	24.2	17.9	17.5	17	16.1	15.92	15.69	15.7	**15.5**	**13.25**

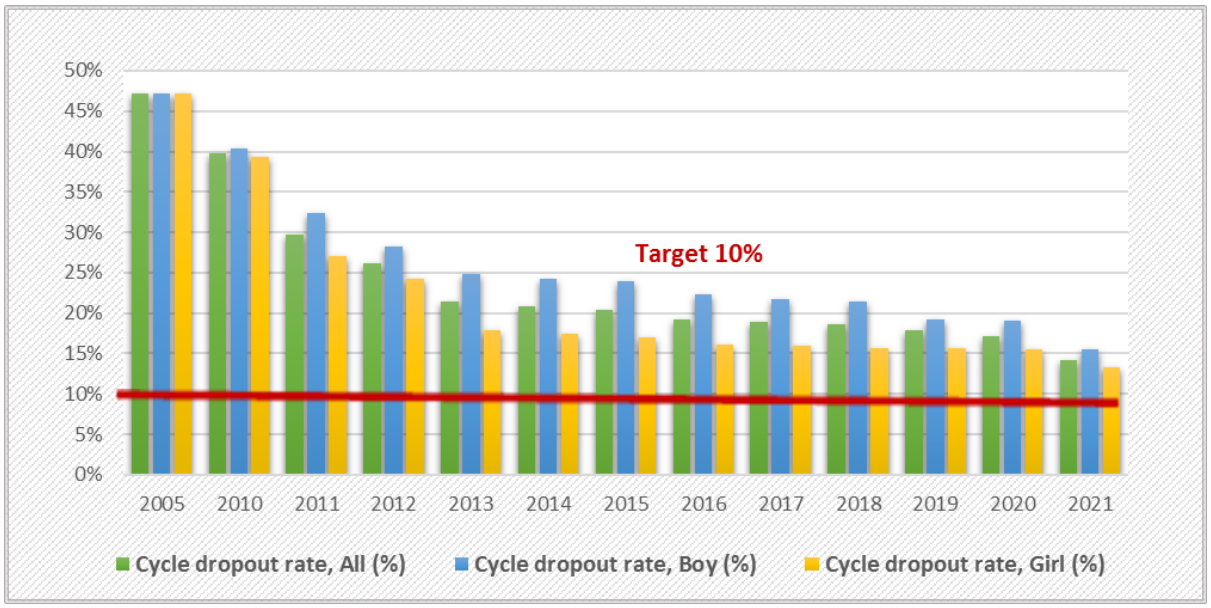

১.১৬ শিক্ষাচক্র সমাপনীর শতকরা হারঃ

বছর	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১
প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সমাপনীর হার	৪৯.৫	৪৯.৫	৫০.৭	৫৪.৯	৬০.২	৭০.৩	৭৩.৮	৭৮.৬	৭৯.১	৭৯.৬	৮০.৮	৮১.২	৮১.৪	৮২.১	৮২.৮	৮৫.৮৫

১.১৭ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প (৩য় পর্যায়)ঃ সারাদেশে দরিদ্র্য শিক্ষার্থীদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা হিসেবে শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি দেয়া হয়।

২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ	মোট উপকারভোগী
১৯০০	৮৫.৯১ লক্ষ

দারিদ্র পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং প্রকল্পঃ ১০৪টি উপজেলায় প্রতি স্কুল দিবসে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে টিফিন হিসেবে উন্নত পুষ্টিগুণ সম্পন্ন বিস্কুট সরবরাহ করা হয়।

২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ (কোটি টাকা)	মোট উপকারভোগী
২৫১.৪৩	২৯.৪৭ লক্ষ

পাঠ্যপুস্তক বিতরণঃ বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হচ্ছে।

২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ	মোট উপকারভোগী
৩৩০	২,২৫,৩০,৪০৩ জন ছাত্র-ছাত্রী

১.১৮ SDG বাস্তবায়ন

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের রুপকল্প (Vision) হচ্ছে সবার জন্য মানসম্মত প্রাথামিক ও জীবনব্যাপী শিক্ষা। এ মন্ত্রণালয়ের অভিলক্ষ্য (Mission) হচ্ছে সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ ও দক্ষতাভিত্তিক জীবনব্যাপী শিক্ষা নিশ্চিতকরণ।

এসডিজি৪ এর লক্ষ্য হচ্ছে "সবার জন্য অন্তর্ভূক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ তৈরি করা" এবং এসডিজি ৪.১-এ অভীষ্টসমূহে বলা হয়েছে যে, "২০৩০ সালের মধ্যে যথাযথ ও কার্যকর শিখনফলসহ সকল ছেলে শিশু ও মেয়ে শিশুর অবৈতনিক, ন্যায়ভিত্তিক ও মানসম্মত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা অর্জন নিশ্চিত"।

এসডিজি সূচক ৪, ৪.১ ও ৪.২ এর লক্ষ্যমাত্রা ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বৈশ্বিক সূচক সমূহ নিম্নরূপ:

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৪ সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুনগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি			
	লক্ষ্যমাত্রা		কর্মসম্পাদন পরিমাপকল্পে প্রস্তাবিত বৈশ্বিক সূচক
৪.১	২০৩০ সালের মধ্যে সকল ছেলে ও মেয়ে যাতে প্রাসঙ্গিক, কার্যকর ও ফলপ্রসূ অবৈতনিক, সমতাভিত্তিক ও গুনগত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করতে পারে তা নিশ্চিত করা	৪.১.১	শিশু ও যুবসমাজের অনুপাতঃ (ক) ২য়/৩য় শ্রেণীতে; (খ) প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী; এবং (গ) নিম্নমাধ্যমিক শেষে, লিঙ্গ ভেদে (১) পঠন ও (২) গণিতে অন্ততপক্ষে একটি ন্যূনতম দক্ষতামান অর্জন
৪.২	২০৩০ সালের মধ্যে সকল ছেলে ও মেয়ে যাতে প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাসহ শৈশবের একেবারে গোড়া থেকে মানসম্মত বিকাশ ও পরিচর্যার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে তার নিশ্চয়তা বিধান করা	৪.২.১	লিঙ্গ অনুযায়ী স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও মানসিক পরিপুষ্টতায় উন্নতির ধারায় রয়েছে এমন অনুর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশুদের অনুপাত
		৪.২.২	লিঙ্গভেদে সংগঠিত শিক্ষায় অংশগ্রহণের হার (প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবেশের বয়সসীমার এক বছর আগে)

এই লক্ষ্যমাত্রার আলোকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের আওতায় বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক চাহিত SDG-এর বিভিন্ন সূচকের আওতায় চাহিত তথ্যসমূহ সংগ্রহ/প্রস্তুত করত প্রেরণ করা হয়ে থাকে। যেমন-

SDG ডাটা ক্যালেন্ডারের যে সকল সূচকে যৌক্তিক টাইমলাইন হালনাগাদ করা প্রয়োজন কেবল সে সকল সূচকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের টাইম লাইনে হালনাগাদ করে বিগত ১০/৩/২০২২ তারিখে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক এসডিজি'র জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (National Action Ploan of Ministries/Division by targets for the implimentation of SDGs) দলিল হালনাগাদের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট কাঠামো অনুযায়ী Template for "Developing National SDG Action Plan under 8th Five Year Plan প্রণয়ন করে তা সাধারণ অর্থনীতি বিভাগে (জিইডি) বিগত ২০/৩/২০২২ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে।

SDG সূচক ১৭.১৯.১ বাস্তবায়নের NDCC (National Data Co-ordination Committee)'এর ১০ম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার পরিসংখ্যানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত পূরণ করে তা বিগত ০৯/৫/২০২২ তারিখে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

১.১৯ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সরকারের দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপকল্প ২০৪১, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা্য় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। এ সকল পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য হলো প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের নানা সূচকে এ যাবৎ অর্জিত সাফল্য ধরে রাখা এবং এর পাশাপাশি শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা।

মন্ত্রণালয়ের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে বিদ্যমান ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করে যুগোপযোগী করা এবং তদানুসারে পাঠ্যপুস্তক পুনর্লিখন। একজন শিক্ষার্থীর প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তরে উত্তরণ নিরবিচ্ছিন্ন করতে ২০২০ সালে প্রণীত শিক্ষাক্রম রূপরেখার আলোকে যোগ্যতাভিত্তিক নতুন শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হবে, যাতে একবিংশ শতকের উপযোগী যোগ্যতা এবং চতুর্থ শিল্পবিপ্লব মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে বিশেষ গুরত্ব দেয়া হবে। ২০২৩ সালের মধ্যে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম অনুসারে নতুন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করে পাইলটিংএর ভিত্তিতে ২০২৪ সালের মধ্যে সারাদেশে তা বাস্তবায়ন করা হবে।

বর্তমান প্রজন্মকে আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উপযোগী করে তৈরি করার গুরুদায়িত্ব বহুলাংশে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের উপর ন্যাস্ত; আর শিক্ষকদের সফলতা নির্ভর করবে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের উপর। এ কাজের উপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রাথমিকের শিক্ষক এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় জড়িত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ পরিকাঠামো আমূল সংস্কার করা হবে। এ সংস্কার পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হবে প্রতিটি প্রশিক্ষণ থেকে যেন নিশ্চিতভাবে ন্যূনতম একটি দক্ষতা অর্জন করা যায়।

এর পাশাপাশি শিক্ষকদের দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অর্জিত দক্ষতা মূল্যায়নের অংশ হিসেবে যে শিক্ষকমান প্রচলন করা হয়েছে তা পরিমার্জন করা হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে সফল এশিয়া এবং উন্নত বিশ্বের সফল দৃষ্টান্তের আলোকে শিক্ষকতা পেশার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের উপযোগী দক্ষতার মান চিহ্নিতকরণ এবং অর্জন যাচাই করার জন্য একটি নীতিমালার আওতায় পরিমার্জিত শিক্ষকমান আরো কার্যকরভাবে ব্যবহার করা হবে। এ লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষার মান, শিক্ষার্থীদের অর্জনযোগ্য ন্যূনতম দক্ষতা, এবং প্রাথমিক শিক্ষকদের মান যাচাই করার উপযোগী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী ঢেলে সাজানো হবে। শিক্ষকমানের সর্বোচ্চ স্তরের নেতৃত্বদানকারী শিক্ষক গড়ে তোলার লক্ষ্যে নবনির্মিত লিডারশিপ ট্রেনিং সেন্টার কেন্দ্রিক নানামুখী ব্যবহার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে।

শিক্ষার্থীদের চাহিদানুযায়ী বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম অধিকতর শিক্ষার্থীবান্ধব করার লক্ষ্যে শ্রেণিকক্ষ, খেলারমাঠসহ অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়নে বাংলাদেশের উপযোগী প্রমিত মান নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। সকল ধরনের অবকাঠামো উন্নয়নে যোগান-তাড়িত পরিকল্পনার বদলে বাস্তব চাহিদার নিরিখে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। চাহিদা যাচাইয়ের জন্য বর্তমানে প্রচলিত ফরমায়েসী তালিকা ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের পরিবর্তে পিছিয়ে পড়া অঞ্চলকে প্রাধান্য দিয়ে বহুমাত্রিক চাহিদাসূচকের তুলনামূলক গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করা হবে। এ লক্ষ্যে অবকাঠামো পরিকল্পনা নির্দেশিকা পরিমার্জন করে বহুমাত্রিক চাহিদাসূচকের ব্যবহার বিধি অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এ চাহিদাসূচক প্রণয়নে কোন এলাকার প্রাথমিক স্তর উপযোগী বয়সের শিশুদের প্রক্ষেপন, শিশু জরীপ ও বিদ্যালয় শুমারীর তথ্য ব্যবহার করে ধরণ নির্বিশেষে প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গণনায় নিয়ে অবকাঠামো চাহিদার যথার্থতা যাচাই করা হবে।

বাংলাদেশের উন্নয়ন রূপকল্প বাস্তবায়নে জনপ্রশাসনের সকল স্তরে সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাসহ সুশাসন নিশ্চিত করার যে কৌশলের কথা বলা হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা তার আওতাবহির্ভূত নয়। সুদূর গন্ডগ্রাম থেকে রাজধানী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় জড়িত সকল পর্যায়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের পেশাগত চর্চায় যেসকল ঘাটতি রয়েছে তা কাটিয়ে ওঠার জন্য বিদ্যমান কাঠামো সংস্কার করে তথ্য প্রযুক্তির সৃজনশীল ব্যবহারের মাধ্যমে নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন জোরদার করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। স্বল্পতম সময়ে প্রাথমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষার্থীর জন্য ইউনিক আইডি চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কাজে শিক্ষকদের সময় সাশ্রয় করে তা শ্রেণি ব্যবস্থাপনায়, বিশেষ করে পাঠ-পরিকল্পনা ও মূল্যায়নে ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষায় সমন্বিত এমআইএস ব্যবহার করে শিক্ষক, কর্মকর্তাদের বদলি, পদায়ন ও পদোন্নতির যে পরিকল্পনা গ্রহণ ও পাইলটিং সম্পন্ন করা হয়েছে তা সকল ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করা হলে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তন হবে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এ সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার যে লক্ষ্য সরকার নির্ধারণ করেছে তা অর্জন করা সম্ভব হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

২.০ পটভূমি

শিক্ষাই হচ্ছে সকল উন্নয়নের ভিত্তি। জাতীয় উন্নয়নে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। মানবশিশুর সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে এবং সমাজে মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। কোন দেশের প্রাথমিক শিক্ষা যত বিস্তৃত ও উন্নত সে দেশের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থা তত সমৃদ্ধ। প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক দায়িত্ব সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রের উপর এবং তা বিবেচনায় প্রাথমিক শিক্ষাকে সাংবিধানিকভাবে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে সরকার বিভিন্ন যুগোপযোগী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বিশেষকরে ২০২১-২২ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেট ও বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। মানসম্মত শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, আইসিটি সামগ্রী ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, ওয়াশব্লক নির্মাণ ও নলকূপ স্থাপন, আসবাবপত্র প্রদান, শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারিগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান, স্লিপ কার্যক্রমের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে ক্ষমতা বিকেন্দ্রিকরণ, পদসৃষ্টিসহ শিক্ষক নিয়োগ, পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান কার্যক্রম জোরদারকরণের জন্য মাঠপর্যায়ে যানবাহন সরবরাহকরণ, দেশব্যাপী শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি বিতরণ, স্কুল ফিডিং, করোনা কালিন সময়ে ঘরে বসে শিখি, বিদ্যালয় পর্যায়ে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। সরকারের ৭ম ও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশল, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, রূপকল্প বাস্তবায়ন, এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ বিভিন্ন বিষয়ে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে এবং সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে এ অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করছে এবং দেশে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে সচেষ্ট রয়েছে।

২.১ রূপকল্প (Vision):

সকল শিশুর জন্য সমতাভিত্তিক ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা।

২.২ অভিলক্ষ্য (Mission):

প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ ও গুণগতমান উন্নয়নের মাধ্যমে সকল শিশুর জন্য সমতাভিত্তিক ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ।

২.৩ কৌশলগত লক্ষ্য:

সার্বজনীন, একীভূত ও বৈষম্যহীন প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ।

২.৪ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো:

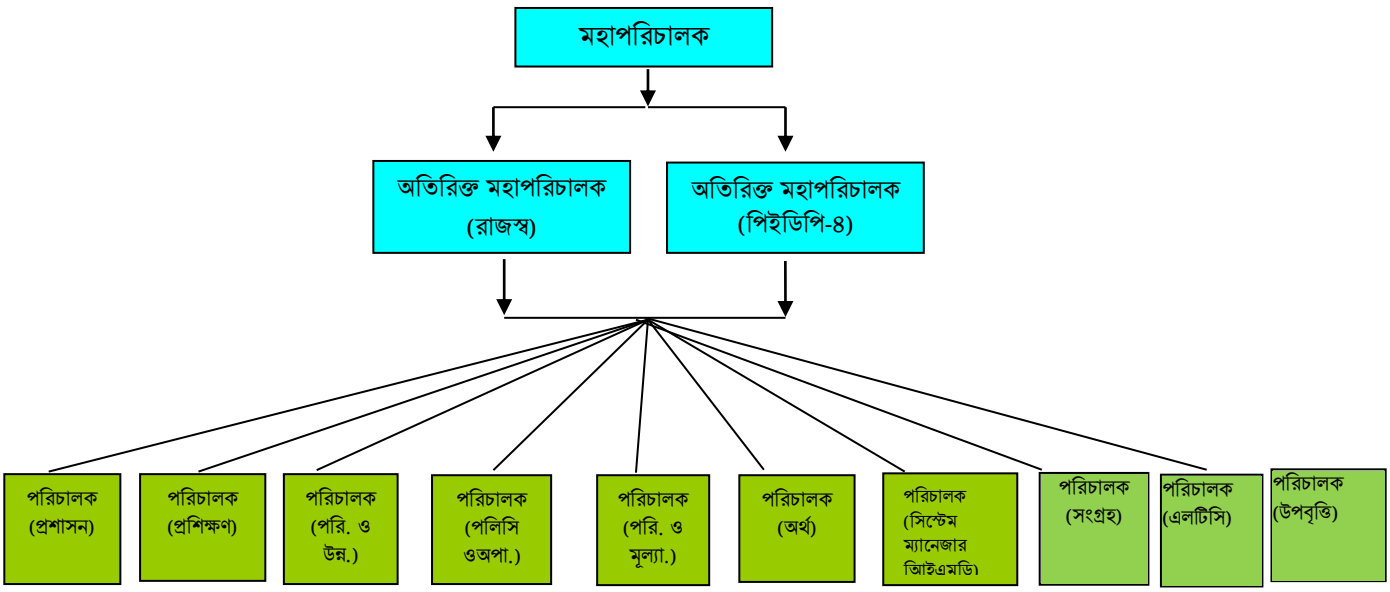

২.৫ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রধান কার্যাবলী:

- **প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা**
- প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ প্রদান
- চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, শ্রেণিকক্ষ নির্মাণসহ অবকাঠামো উন্নয়ন ও দৃষ্টিনন্দনকরণ
- কর্মকর্তা, কর্মচারীগণকে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান
- বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান করা এবং বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় জরীপ কাজ সম্পাদন
- বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন
- প্রাক-প্রাথমিকসহ প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ
- প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের প্রোফাইল প্রণয়ন
- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি বাস্তবায়ন
- প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও এলটিসি ভবন নির্মাণসহ বিভাগ, জেলা, উপজেলার অফিস এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে অবকাঠামো উন্নয়ন
- একীভূত শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন
- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ
- প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিবেদন প্রণয়ন
- প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে নতুন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন
- সকল বিদ্যালয় ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি ।

২.৬ রাজস্ব বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় (২০২১-২০২২)

(হাজার টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	২০২১-২২ অর্থ বছরে বরাদ্দ (সংশোধিত)	ব্যয়কৃত টাকার পরিমাণ	ব্যয়ের হার (%)	মন্তব্য
১	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (সদর দপ্তর)	১৩২২২৫৮.০০	৯৬৭১৫৮.০০	৭২.০০	
২	বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণ	৩৩০০০০০.০০	২৬২৯৯৬৮.০০	৮০%	
৩	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি প্রদান	১৯০০০০০০.০০	৭২৮২৪৬০.০০	৩৮%	
৪	বিভাগীয় উপপরিচালকের কার্যালয়সমূহ	৮০৬৮১.০০	৫২৮৬৯.০০	৬৬%	
৫	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসসমূহ	৪৬৮৩৬৬.০০	৪২৬৪৭০.০০	৯১%	
৬	উপজেলা শিক্ষা অফিসসমূহ	৩০১৯৬৯৪.০০	২২৭৬৬৮৪.০০	৭৫%	
৭	থানা শিক্ষা অফিসসমূহ	১৫৫৬৩৮.০০	৯৫৭৯৬.০০	৬২%	
৮	উপজেলা রিসোর্স সেন্টারসমূহ	৯৭৬২৩৬.০০	৭৮৩৬১৩.০০	৮০%	
৯	থানা রিসোর্স সেন্টারসমূহ	৫৫৪৭৯.০০	৪৮২৬১.০০	৮৭%	
১০	পিটিআইসমূহ	৯৭৪৪৩৯.০০	৭৯০৩৮৩.০০	৮১%	
১১	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ	১৫৯৫২০৪৭৩.০০	১৪৭৭১৮৭৯৩.০০	৯৩%	
	মোট:	**১৮৮৮৭৩২৬৪.০০**	**১৬৩০৭২৪৫৫.০০**	**৮৬.৩৪%**	

উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় (২০২১-২০২২)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	২০২১-২২ অর্থ বছরে বরাদ্দ	বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ	ব্যয়ের পরিমাণ বরাদ্দের বিপরীতে শতকরা হার (%)	মন্তব্য
১	চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪)	৬১৩৮০৩.০০	৪৪১৭৮৪.৩২	৭২.০০	
২	চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)	১৪৭৭১৬.০০	১২৭৭০১.৬১	৮৬.৪৫	
৩	চাহিদাভিত্তিক জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)	১০৩৮২৮.০০	৮৩১০৮.৮৫	৮০.০৪	
৪	প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের প্রোফাইল প্রণয়ন প্রকল্প	১৬১৭.০০	১৫১৬.৪৩	১৩.৭৮	
৫	৫০৯টি সরকারি প্রাথমিকবিদ্যালয়ে কম্পিউটার ও ভাষা ল্যাব স্থাপন প্রকল্প	১১৪১.০০	২৩১.১০	২০.২৫	
৬	ঢাকা মহানগরী ও পূর্বাচলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও অবকাঠামো উন্নয়নসহ দৃষ্টিনন্দনকরণ প্রকল্প	১৮০৩.৩৯	১৪৮৬.৯২	৮২.৪৫	
৭	বাংলাদেশ কোভিড ১৯ জুন স্কুল সেক্টর রেসপন্স (সিএসএসআর) প্রকল্প	৭৪৪৮.০০	৬২০২.৩২	৮৩.২৭	
৮	সাপোর্ট টু কোয়ালিটি এনহ্যান্সমেন্ট অব প্রাইমারি এডুকেশন প্রকল্প	৫১১.০০	৩৭০.১৭	৭২.৪৪	
৯	দারিদ্র পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি	২৫১৪২.৭৭	২৩৯২৯.৫৪	৯৫.১৭	
	মোট:	**৯০৩০১০.১৬**	**৬৮৬৩৩১.২৬**	**৭৬%**	

২.৭ উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

প্রাথমিক শিক্ষায় উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রম: বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত 'রূপকল্প ২০৪১' অনুযায়ী একটি উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রয়োজন যোগ্য ও দক্ষ মানব সম্পদ। যোগ্য ও দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির ভিত্তি প্রাথমিক শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী চর্চার মাধ্যমে সম্পৃক্ত সকল পর্যায়ের অংশীজনের সক্রিয় অংশগ্রহণে স্বল্প ব্যয়ে এবং দ্রুত সময়ের মধ্যে যুগোপযোগী এবং মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট বৃহত্তর জনগোষ্ঠির মধ্যে উদ্ভাবনী ধারণা সম্প্রসারণ এবং সকলের মধ্যে উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রমে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ইনোভেশন টীম নিরলসভাবে কাজ করছে। মান সম্মত শিক্ষা বিস্তারে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের 'ইনোভেশন আইডিয়া বক্স সংযোজন' অন্যতম একটি উদ্যোগ। ইনোভেশন টিমের নিবিড় তত্ত্বাবধানে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৮২টি, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট ২৫৮ টি, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ১১৫ টি, ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ৩৮ টি, ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৪৩ টি এবং ২০২১-২২ অর্থ বছরে ৪১টি উদ্ভাবনী আইডিয়া পাওয়া যায় এবং এগুলো নিয়ে উদ্বোধনী মেলা সোকেসিংয়ের ব্যবস্থা থাকে এবং সেরা উদ্ভাবক নির্বাচন করে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ: বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ: প্রতিবছর ১ জানুয়ারি বই উৎসবের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরেও কোভিড-১৯ এর কারণে সৃষ্ট মহামারির মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি মেনে বই বিতরণ উৎসব উদযাপিত হয় এবং সারাদেশে শিক্ষার্থীদের মাঝে বই বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, ২০১০ সাল থেকে শিক্ষার্থীদেরকে ১০০% নতুন বই প্রদান করা হচ্ছে। এর পূর্বে ৫০% নতুন এবং ৫০% পুরাতন বই প্রদান করা হতো।

২০২০-২০২২ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য:

ক্রমিক নং	শ্রেণি	শিক্ষাবর্ষ		
		২০২০	২০২১	২০২২
১	প্রাক-প্রাথমিক	৬৬৭৫২৭৬	৬৬৭৯২২২	৬৬০৫৪৮০
২	প্রথম	১৩৫৪৩৭৪৩	১৩২২২৯৫৩	১২৪৯৬৪৯৪
৩	দ্বিতীয়	১৩০৭৭৮১৪	১২৭৬৪৩৪২	১২১৪৩৩০৯
৪	তৃতীয়	২৫২৯৪০৪৩	২৪৬৮৮৬৬৮	২৩৬০৫১৮৬
৫	চতুর্থ	২৪৫১১৯৯২	২৩৮০২২৮৯	২২৯৪৫৯৯৭
৬	পঞ্চম	২২০৬৮৫৮০	২১১৫৮১৩৯	২১০২৪৫২৩
৭	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী	২৩০১০৩	২১৩২৮৮	২১৯৩৬৪
	সর্বমোট	১০৫৪০১৫৫১	১০২৫২৮৯০১	৯৯০৪০৩৫৩

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির পঠন-পাঠন সামগ্রী এবং ১ম-৩য় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণপূর্বক সরবরাহ করা হয় (চাকমা, মারমা, গারো, ত্রিপুরা, সাদরি)। নৃ-গোষ্ঠীর জন্য প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি এবং প্রাথমিক স্তরের ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণির নমুনা কপিসহ সর্বমোট বিতরণকৃত পঠন-পাঠন সামগ্রী/পাঠ্যপুস্তক ২,১৯,৩৬৪টি।

শুদ্ধাচার কৌশল: সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে শুদ্ধাচার চর্চা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে প্রতি অর্থবছরের ন্যায় ২০২১-২২ অর্থবছরেও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ প্রণয়ন করে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনায় **১৩** (তের)টি ক্ষেত্রে ৪১ টি কার্যক্রম নির্ধারণ করে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতি কোয়ার্টারে ন্যূনতম ১টি করে নৈতিকতা কমিটির সভা আহ্বান করা হয়েছে যেখানে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনসমূহ অনুমোদন করা হয়েছে। প্রতি কোয়ার্টারে অনুষ্ঠেয় নৈতিকতা কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার ১০০%। এছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। কর্ম-পরিবেশ উন্নয়নেও গৃহীত হয়েছে পদক্ষেপ। ফলে একদিকে যেমন সেবা প্রদানের মান বৃদ্ধি পেয়েছে অন্যদিকে শুদ্ধাচার চর্চাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা: ২০২১ সনের APSC এর প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩১২৫০৯০ জন, যার মধ্যে মেয়ে শিশু ৫১.৫%। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির জন্য পিইডিপি-৪ এর আওতায় শিখণ-শেখানো সামগ্রী ক্রয়/তৈরি /শ্রেণি সজ্জিতকরণের জন্য বিদ্যালয় প্রতি বার্ষিক ১০,০০০/- টাকা করে বরাদ্দ প্রদান করা হয়ে থাকে। সম্প্রতি জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির জন্য ১টি করে মোট ২৬,৩৬৬টি শিক্ষকপদ সৃজন করা হয়েছে। উক্ত পদগুলোর মধ্যে শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগ সম্পন্ন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে যা বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২ বছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালুর জন্য ২৩ জুন ২০১৯ তারিখে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। সে অনুযায়ী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) কর্তৃক ২ বছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার কারিকুলাম অনুমোদন হয়েছে। ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে ৩২২৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পইলটিং কার্যক্রম শুরু হবে।

একীভূত শিক্ষা বিষয়ে কার্যক্রমসমূহ: চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি৪) এর ডিপিপি-র ২নং কম্পোনেন্ট Equitable Access and Participation এর আওতায় ২.৬ এ Special Education Needs and Disabilities (SEND) একটি গুরুত্বপূর্ণ সাব-কম্পোনেন্ট। এ সাব-কম্পোনেন্টের আওতায় দেশের সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অটিজম এবং এনডিডিসহ সকল বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ এবং তাদের পড়ালেখা সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে নেয়ার জন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে অন্তত: একজন প্রশিক্ষিত শিক্ষক নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে SEND বিষয়ক প্রশিক্ষণসহ এ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন চলমান আছে। উল্লেখ্য ২০২১ সনের APSC এর প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু শিক্ষার্থী সংখ্যা ১,২৫,১৩৬ জন।

- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের পড়ালেখা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের অ্যাসিসটিভ ডিভাইস (চশমা, হুইল চেয়ার, শ্রবণযন্ত্র, ক্র্যাচ ইত্যাদি) প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিটি উপজেলায় চাহিদার ভিত্তিতে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে ।
- অটিজম এর এনডিডিসহ একীভূত শিক্ষা বিষয়ে ইতোপূর্বে ৬৪টি জেলার ২৪৯০ জন শিক্ষককে ৫ দিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- ৮টি বিভাগে মাঠ পর্যায়ের ৪৮০ জন কর্মকর্তাকে NDD ও ASD বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে।

- সকল শিশুর ভর্তি নিশ্চতকরণ ও সমসুযোগের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যালয় এর এসএমসির সদস্যসহ স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণে ৪৫টি জেলায় সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে।

শিক্ষক নিয়োগ: সদ্য জাতীয়করণকৃত ২৬৩৬৬ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিটি বিদ্যালয়ের প্রাক-প্রাথমিক শ্রেনির জন্য ১টি করে সহকারী শিক্ষকের পদ সৃজিত হয়েছে। সৃজিত ২৬৩৬৬ টি পদের মধ্যে ৬১ (তিন পাবর্ত্য জেলা ব্যতীত) জেলার ২৫৬৩০ টি সৃষ্টপদ ও রাজস্বখাতের শূণ্য ৬৯৪৭টি মোট ৩২৫৭৭ টি সহকারী শিক্ষকের পদে নিয়োগের নিমিত্ত গত ১৮ অক্টোবর ২০২০ তারিখে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। আবেদন গ্রহণের সর্বশেষ তারিখ ২৪ নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ১৩,০৯,৪২ খানা আবেদন পাওয়া যায়। ইতোমধ্যে তিনধাপে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং মৌখিক পরীক্ষা কার্যক্রম শেষ হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে সহকারী শিক্ষক থেকে ১৯জন শিক্ষককে প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট:

সুস্থ দেহে সুস্থ মন, এ মূল মন্ত্রকে সামনে রেখে লেখাপড়ার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যালয়ে শরীরচর্চা, কাবিং কার্যক্রম, ফুটবল, ক্রিকেট ও অন্যান্য খেলাধুলার আয়োজন করা হয়ে থাকে। বিদ্যালয়ে শতভাগ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি, ঝরে পড়া রোধ, শিক্ষার মান বৃদ্ধি এবং স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিকল্পে লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ, প্রতিযোগীতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সহিষ্ণুতা, মনোবল বৃদ্ধিসহ প্রতিযোগী মনোভাব গড়ে তোলার উদ্দ্যেশ্যে ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে ২০১০ সালে বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট চালু করা হয়। দেশের প্রায় সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় এই ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে।

জাতীয় পর্যায়ের খেলায় অংশগ্রহণকারী দলের প্রতিটি দলের খেলোয়াড়, কোচ ও ম্যানেজারকে মেডেল দেওয়া হয় এবং চ্যাম্পিয়ন ও রানার আপ দলের সকল খেলোয়াড়, কোচ এবং ম্যানেজারকে প্রাইজ মানি ও ট্রফি দেওয়া হয়। জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী ৮টি দলকে সরকারী অর্থে ঢাকায় আবাসন, খাবার এবং যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টের গত ৪ বছরের তথ্য:

টুর্নামেন্টের নাম	সন	অংশগ্রহণকারী বিদ্যালয় সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড় সংখ্যা	চ্যাম্পিয়ন	রানার্সআপ
বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট	২০১৮	৬৫৭৯৫	১১১৮৫১৫	হরিপুর সপ্রাবি, জৈন্তাপুর, সিলেট	দ. নিয়ালখাতা সপ্রাবি, সদর, নীলফামারী
	২০১৯	৬৫৩৬৭	১১১১২৩৯	কোভিড-১৯ এর কারণে জাতীয় পর্যায়ের খেলা অনুষ্ঠিত হয়নি।	
	২০২০ ও ২০২১	-	-	কোভিড-১৯ এর কারণে ২০২০ ও ২০২১ সনে খেলা অনুষ্ঠিত হয়নি। তবে ২০২২ সালে খেলা আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট:

২০১০ সনের বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট এর ধারাবাহিকতায় ২০১১ সাল থেকে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট চালু করা হয়। বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট এর ন্যায় এ ক্ষেত্রেও জাতীয় পর্যায়ের খেলায় অংশগ্রহণকারী দলের প্রতিটি দলের খেলোয়াড়, কোচ ও ম্যানেজারকে মেডেল দেওয়া হয় এবং চ্যাম্পিয়ন ও রানার আপ দলের সকল খেলোয়াড়, কোচ এবং ম্যানেজারকে প্রাইজ মানি ও ট্রফি দেওয়া হয়। জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী ৮টি দলকে সরকারী অর্থে ঢাকায় আবাসন, খাবার এবং যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টের গত তিন বছরের তথ্য:

টুর্নামেন্টের নাম	সন	অংশগ্রহণকারী বিদ্যালয় সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড় সংখ্যা	চ্যাম্পিয়ন	রানার্সআপ
বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট	২০১৮	৬৫৭০০	১১১৬৯০০	পাঁচরুখী সপ্রাবি, নান্দাইল, ময়মনসিংহ।	টেপুরগাড়ী বি কে সপ্রাবি, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট।
	২০১৯	৬৫৩৬৮	১১১১২৫৬	কোভিড-১৯ এর কারণে জাতীয় পর্যায়ের খেলা অনুষ্ঠিত হয়নি।	
	২০২০ ও ২০২১	-	-	কোভিড-১৯ এর কারণে ২০২০ ও ২০২১ সনে খেলা অনুষ্ঠিত হয়নি। তবে ২০২২ সালে খেলা আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	

২.৮ এক নজরে ২০২১-২২ অর্থবছরে উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের বাস্তব অগ্রগতি:

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের নাম	বাস্তব অগ্রগতি
১.	চাহিদাভিত্তিক শ্রেণিকক্ষ নিমাণ	১৪,৫০৫ টি
২.	ওয়াশব্লক নির্মাণ	৬,৪৫২ টি
৩.	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাইনর মেরামত	২০,০০০ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
৪.	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রুটিন মেইনটেনেন্স	৪২,০০০ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
৫.	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেজর মেরামত	২,৬২৯ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
৬.	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাহিদাভিত্তিক খেলার সামগ্রী স্থাপন	৩,০০০ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
৭.	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পানির উৎস স্থাপন	৪,৪২৭ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
৮.	ওয়াশব্লকের মেজর মেরামত	২,৩৬৩ টি
৯.	ওয়াশব্লকের রুটিন মেইনটেনেন্স	২৩,৮২১ টি
১০.	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সম্প্রসারণ/মেরামত	২৩ টি
১১.	উপজেলা শিক্ষা অফিস সম্প্রসারণ/মেরামত	২০২ টি
১২.	ইউআরসি মেরামত	৩২৪ টি
১৩.	পিটিআই মেরামত	৪১ টি
১৪.	চাহিদাভিত্তিক প্রাচীর নির্মাণ	১৮৫৬ টি
১৫.	স্লিপ ফান্ড	৬৫,০০০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
১৬.	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এডুকেশন ইন ইমার্জেন্সি ফান্ড এর আওতায় অস্থায়ী গৃহ নির্মাণ/মেরামত ও সংস্কার	৩৮৩ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
১৭.	প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট (এডুকেশন ইন ইমার্জেন্সি এর আওতায়)	১০,০০০ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে সরকার বিশেষ করে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিভিন্ন যুগোপযোগী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। বৈষম্যহীন ও উন্নত সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর তথা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মানসম্মত ও সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষায় লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণসহ একীভূত শিক্ষা (ইনক্লুসিভ এডুকেশন) নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের সুষম বণ্টনেরও উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এডুকেশন ইন ইমারজেন্সি এর আওতায় ৩৮৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জরুরি অবস্থায় শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে অস্থায়ী গৃহ নির্মাণ/মেরামত ও সংস্কার কার্য বাস্তবায়িত হয়।

২.৯ SLIP কার্যক্রম:

প্রাথমিক শিক্ষায় মাঠপর্যায়ে ক্ষমতা বিকেন্দ্রিকরণের অন্যতম হাতিয়ার হলো SLIP কার্যক্রম। ২০২১-২২ অর্থবছরে পিইডিপি-৪ এর আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা বিবেচনায় ৪টি ক্যাটাগরিতে বিদ্যালয় প্রতি ৫০ হাজার টাকা থেকে শুরু করে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত (SLIP) গ্র্যান্ট হিসেবে অর্থ প্রদান করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা বিকেন্দ্রীকরণের অংশ হিসেবে প্রণীত গাইডলাইনের ভিত্তিতে স্কুল লেভেল ইম্প্রুভমেন্ট প্ল্যান (SLIP) কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে দেশের সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (SLIP) কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। এ খাতে প্রায় ৩৭৬ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। SLIP ও UPEP গাইডলাইন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং SLIP গাইডলাইন ইতোপূর্বে বিদ্যালয় পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে।

বিদ্যালয়ের বালক-বালিকাদের নৈতিক শিক্ষা সম্প্রসারণে কাব-স্কাউটিং একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিদ্যালয়গুলোতে এ কার্যক্রম চালু রয়েছে। এ জন্য একটি বিশেষ প্রকল্পের আওতায় কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষার সকলস্তরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ৭ম ও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিভিন্ন বিষয় পিইডিপি-৪ এ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পিইডিপি-৪ এর আওতায় ০৩টি মূল কম্পোনেন্ট এর অধীনে ২১টি সাব কম্পোনেন্ট বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হচ্ছে বিদ্যালয়ে চাহিদা ভিত্তিক ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, পানীয় জলের জন্য নলকূপ স্থাপন ও ওয়াশব্লক নির্মাণ, বিদ্যালয় ও উপজেলা ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কিত উপকরণ/ সামগ্রী প্রদান, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন, শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি সরবরাহকরণ, শিক্ষকসহ প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগ ইত্যাদি। সার্বিকভাবে বলা যায়, বিগত ২০২১-২২ অর্থবছরে সরকারের বাজেট অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর তথা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

২.১০ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রমসমূহ:

বাংলাদেশের সকল শিক্ষার্থীর জন্য সমতাভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষা প্রদান এবং প্রাক-প্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সকল শিশুর বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি করাই হচ্ছে চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪) এর অভীষ্ট লক্ষ্য। শিক্ষাক্রম, পাঠ্যক্রম, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক, আগ্রহী শিশু, শিক্ষায়তন ও শিখন উপযোগী পরিবেশ মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা জন্য অপরিহার্য। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমেই দক্ষ শিক্ষক গড়ে তোলা সম্ভব। এ প্রেক্ষিতে চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪) এর আওতায় ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন Continuous Professional Development (CPD) ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন করা হয়েছে।

পিইডিপি-৪ এর আওতায় উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ হচ্ছে- ডিপিএড কোর্স, বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ (বাংলা, ইংরেজি, গণিত, পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান, পরিবেশ পরিচিতি সমাজ, শারীরিক শিক্ষা, চারু ও কারু এবং সংগীত), যোগ্যতাভিত্তিক মূল্যায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ইনডাকশন প্রশিক্ষণ, লিডারশিপ প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। এছাড়া আইসিটি ইন এডুকেশন, একাডেমিক সুপারভিশন, অ্যাকশন রিসার্চ, লেসন স্টাডি , পেশাগত মানোন্নয়নে শিখন-শেখানো কার্যক্রম, ম্যানুয়াল প্রণয়ন ও শিক্ষোপকরণ প্রণয়ন, শ্রেণিভিত্তিক/বিদ্যালয়ভিত্তিক ধারাবাহিক মূল্যায়ন, সিস্টেমেটিক ইংলিশ, গণিত অলিম্পিয়াড এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণ। শিক্ষক ও সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের মধ্য থেকে যোগ্যতার ভিত্তিতে এক বছর মেয়াদি (Overseas One Year Master's Degree) এর জন্য বিদেশে প্রেরণ করা হয়। তবে ২০২১-২২ অর্থবছরে কোভিড-১৯ জনিত বিরাজমান পরিস্থিতিতে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/ভিজিট করা সম্ভব হয়নি।

সিস্টেমেটিক ইংলিশ প্রশিক্ষণ: নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী বিটিশ কাউন্সিল এর মাধ্যমে পরিচালিত প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ- (টিএমটিই) কার্যক্রমটি নির্বাচিত পিটিআই এ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রশিক্ষকগণ নিজ নিজ এলাকায় শিক্ষকগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন। এ লক্ষ্যে ১১৭৯ জন শিক্ষকের মাস্টার ট্রেইনার ট্রেনিং ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

সিপিডি ফ্রেমওয়ার্ক অনুযায়ী শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকগণের পেশাগত মান (Teacher and Head Teachers Professional Standard) এবং "সিপিডি বাস্তবায়ন কর্মকৌশল (CPD Implementation Action Plan) প্রণয়ন করা হয়েছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি

ক্রমিক	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	উদ্যোগী সংস্থা/এজেন্সির নাম	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা (প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক)	মন্তব্য
১	ডিপিএড	১৮ মাস	পিইডিপি ৪	জানুয়ারি ২০২১ - জুন ২০২২ ১৮৮৬৮ জন	
২	সি-ইন-এড	১২ মাস	জিওবি	জানুয়ারি ২০২১-ডিসেম্বর ২০২১ ৩৫৭ জন জানুয়ারি ২০২২-ডিসেম্বর ২০২২ ২২২ জন	
৩	বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ গণিত	০৬ দিন	পিইডিপি ৪	৭৫,৫১০ জন	
৪	বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রাথমিক বিজ্ঞান	০৬ দিন	পিইডিপি ৪	৩০,৩০০ জন	
৫	বাংলা মাস্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণ	১০ দিন	পিইডিপি ৪	-	ম্যানুয়াল রিভিশন চলমান
৬	TMTE on Systmatic English teachers (single source-British Council)	৩ মাস	পিইডিপি ৪	১১৭৯ জন	

৭	সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশনে 'ঘরে বসে শিখি' সম্প্রচার কার্যক্রম	প্রতিটি পাঠদানের মেয়াদ ২০ মিনিট	ইউনিসেফ ও জাইকা	ইউনিসেফ ৫৩০টি ভিডিও কন্টেন্ট, জাইকা ৩৪৪টি ভিডিও কন্টেন্ট মোট ৮৭৪টি	সম্প্রচারিত
৮	বাংলাদেশ বেতার ও কমিউনিটি রেডিওতে 'ঘরে বসে শিখি' পাঠ সম্প্রচার কার্যক্রম	প্রতিটি পাঠদানের মেয়াদ ২০ মিনিট	ইউনেস্কো	৯২০টি অডিও কন্টেন্ট	সম্প্রচারিত

২.১১ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী (২০২১-২২):

বিদ্যালয় ও অফিসসমূহ পরিদর্শন: প্রাথমিক শিক্ষার মেন্টরিং গাইডলাইন প্রণয়ন পূর্বক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন গ্রহণ করা হয়। গাইডলাইনের ভিত্তিতে জেলা ও মাঠ পর্যায়ের মেন্টরদের জন্য মেন্টরিং কার্যক্রম করার লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের উপর বিভিন্ন টুলস প্রণয়ন করা হয়।

- মেন্টরদের জন্য মেন্টরিং টুলস, স্লিপ পরিবীক্ষণের টুলস, হোম ভিজিট টুলস, বিদ্যালয় রি-ওপেনিং পূর্বপ্রস্তুতি টুলস, শিক্ষার্থী, শিক্ষক-কর্মচারী ও এসএমসি প্রতিনিধির দৈনিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ টুলস ইত্যাদি প্রণয়ন করে তা সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রয়োজনীয় কার্যার্থে সরবরাহ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণের নিমিত্ত ই-মনিটরিং অ্যাপস এ নতুন করে সংযুক্ত করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে স্লিপের অর্থে চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণের নিমিত্ত আদেশ জারি করা হয়। মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন কর্মকর্তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- Annual Primary School Census (APSC): প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে APSC গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে থাকে। প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য মাঠ পর্যায়ের প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকের নিকট হতে ভেলিডেশান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ২০১৯ সাল থেকে অনলাইনে তথ্য নেয়া হয়ে থাকে। এ দপ্তরের সকল লাইন ডিভিশন, বিবিএস, ব্যানবেইস এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো এর প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত ফরমের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এ প্রতিবেদনে প্রাথমিক শিক্ষার সকল তথ্য সন্নিবেশিত থাকে বিধায় ইহাকে প্রাথমিক শিক্ষার Mirror হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রতিবেদনটির মাধ্যমে পিইডিপি-৪ এর বিভিন্ন ইন্ডিকেটরসহ প্রাথমিক শিক্ষার কেপিআই এবং ননকেপিআই সূচকের মান নির্ণয় করা হয়। একই সাথে ইহার তথ্য ও উপাত্তসমূহ এদেশের প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ ও গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ২০২১ সালে কোভিড কালীন সময়েও প্রণয়নের কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে।
- Annual Sector Performance Report (ASPR): ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন, যা এ বিভাগের তত্ত্বাবধানে প্রতিবছর প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। এ প্রতিবেদন APSC, NSA, MICS এবং EHS প্রতিবেদনগুলোর তথ্যের সমন্বয়ে প্রণীত হয়। ২০২১ সালে কোভিড কালীন সময়েও এ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে। প্রতিবেদনটির মাধ্যমে পিইডিপি-৪ এর বিভিন্ন ইন্ডিকেটরসহ প্রাথমিক শিক্ষার কেপিআই এবং ননকেপিআই সূচকের মানসমূহ বিশ্লেষণ ও বর্ণনার মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। ইহার সাথে DPs-দের সংশ্লিষ্টতা থাকায় প্রতিবেদনটি সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ।
- এছাড়াও SDG এর Indicator সমূহ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ তথা APSC, ASPR এবং NSA এর প্রতিবেদন হতে চাহিদার প্রেক্ষিতে নিয়মিতভাবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য দপ্তরে তথ্য সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

২.১২ অর্থ সংক্রান্ত কাজ:

অধিদপ্তরের অর্থ বিভাগের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের সকল প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়ে থাকে। এ বিভাগের কার্যক্রম সাধারণতঃ দুটি শাখার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়। এগুলো হলো:
১। অর্থ-রাজস্ব শাখা ২। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী (পিইডিপি ৪) ।

২০২১-২২ অর্থবছরের রাজস্ব খাতের বাজেট iBAS++ সফটওয়্যার এর মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং উক্ত সিস্টেমের মাধ্যমেই প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও এর আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমুহের অনুকূলে বরাদ্দ প্রেরণ করে হিসাবরক্ষণ অফিসের মাধ্যমে বিল পাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। iBAS++ সফটওয়্যার হতে জেনারেটকৃত আর্থিক প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই ২০২১-২২ অর্থবছরের আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।

এছাড়া ২০২০-২১ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারী মাস হতে সারা দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শতভাগ শিক্ষকের বেতন ভাতাদি EFT (Electronic Fund Transfer) এর মাধ্যমে প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং এ কার্যক্রম চলমান আছে। বর্তমানে ৩,৬৫,৫৫৪ জন শিক্ষক EFT এর মাধ্যমে তাদের বেতন-ভাতাদি উত্তোলন করছেন।

প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক দক্ষতা ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ের সকল বিভাগীয় উপ-পরিচালকের কার্যালয়, সকল জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ও সকল থানা শিক্ষা অফিস এ স্ব-নির্ধারণী বাজেট প্রনয়ণ, ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যা বিগত ২০২১-২২ অর্থবছরে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এর নিজস্ব সফটওয়্যার Online Accounting Information System (DPE AIS) কে iBAS++ সফটওয়্যার এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে আপডেট করা হয়েছে। এই সফটওয়্যার এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহে বরাদ্দপত্র প্রেরণ, ব্যয়ের হিসাব (SOE) দাখিল, অতিরিক্ত চাহিদা দাখিল, উদবৃত্ত অর্থ সমর্পণসহ নানাবিধ তথ্য ও রিপোর্ট জেনারেটের ব্যবস্থা চলমান আছে।

২.১৩ তথ্য ব্যবস্থাপনা:

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য একদিকে যেমন অবকাঠামো উন্নয়ন করা হচ্ছে, অন্যদিকে শিখন কার্যক্রমকে আরো গতিশীল ও উপযোগী করতে পাঠক্রমের উন্নয়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষা কার্যক্রমে আইসিটি এর ব্যবহার বৃদ্ধির ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং বিদ্যালয় পর্যায়ে ডিজিটাল পদ্ধতির উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

- অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় এবং মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তর ও ইনস্টিটিউট-এ কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ইত্যাদি সামগ্রী তথা আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সুবিধাদি ব্যবহার করে কার্য সম্পাদিত হচ্ছে;
- শিক্ষক প্রশিক্ষণের কাজে ব্যবহারের জন্য ৬৭টি পিটিআইতে উচ্চ প্রযুক্তি ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার সমৃদ্ধ আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে, প্রতিটি ল্যাবে ল্যাপটপ, কম্পিউটার. প্রিন্টার ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর প্রদান করা হয়েছে;
- ইতোমধ্যে ৫০,৪১৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও সাউন্ড সিস্টেম সরবরাহ করা হয়েছে। পিইডিপি-৪ এর আওতায় দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিতরণের জন্য আরও ২৪ হাজার ল্যাপটপ ও ৬৫ হাজার মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ক্রয় করার পরিকেল্পনা রয়েছে এবং ইতিমধ্যে ৪১ হাজার ল্যাপটপের ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে;
- ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরী ও ব্যবহার বিষয়ে ইতোমধ্যে লক্ষাধিক শিক্ষক ও ৪০০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। একই সাথে সকল পাঠ্যপুস্তকের ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রস্তুত ও সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইসিটি বিষয়ক শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে;
- পর্যায়ক্রমে দেশের প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একাধিক মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপনের পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে;
- পেপারলেস ই-মনিটরিং কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ৩৭০০টি ট্যাব বিতরণ করা হয়েছে। ই-মনিটরিংএ্যাপস এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের সকল জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও সহকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণ বিদ্যালয়ে গমনপূর্বক যেকোন স্মার্ট ডিভাইস ব্যবহার করে উক্ত বিদ্যালয়ের পরিদর্শন তথ্য ডিপিই সার্ভারে সরাসরি আপলোড করছে।
- e-Primary School System এর মাধ্যমে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভৌত (অবকাঠামোগত) তথ্য, শিক্ষক-শিক্ষিকার যাবতীয় তথ্য এবং ছাত্র-ছাত্রীদের তথ্য (শ্রেণি পরীক্ষার ফলাফলসহ) অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।
- e-APSC (Annual Primary School Census) ও Book Distribution Management System এর মাধ্যমে প্রতি বছর প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সকল ধরণের ১,২৮,০০০ বিদ্যালয়ের APSC (বাৎসরিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারী) তথ্য ও বই বিতরণ তথ্য অনলাইনে সংগ্রহ করে রিপোর্ট প্রকাশ করা হচ্ছে।

২.১৪ প্রকিউরমেন্ট বিষয়ক কাজ:

২০২১-২২ অর্থবছরে রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের (পিইডিপি-৪) অধীন পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট, ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ অনুসরণপূর্বক পণ্য ও সেবা ক্রয় কার্য সম্পন্ন করা হয়। বিভিন্ন লাইন ডিভিশন হতে প্রাপ্ত চাহিদা মোতাবেক রাজস্ব বাজেট ও পিইডিপি-৪ এর আওতায় ২০২১-২২ অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী নিম্নরূপ:

(ক) মাল্টিমিডিয়াভিত্তিক শ্রেণি পাঠদান প্রদানের নিমিত্তে ৪১,০০০টি ল্যাপটপ ও ৪১,০০০টি স্পীকার ক্রয়ের চুক্তিপত্র স্বাক্ষর;
(খ) ৪১,০০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইন্টারনেটের আওতায় আনয়ন;
(গ) ৩৮টি পিটিআইয়ের প্রতিটিতে ১৪টি করে ল্যাপটপ প্রদান;
(ঘ) উপজেলা পর্যায়ের অফিসের জন্য ৫৮১টি ডেস্কটপ কম্পিউটার প্রদান;
উল্লেখ্য, সেবাক্রয় এবং আন্তর্জাতিক দরপত্র ব্যতীত প্রায় শতভাগ পণ্য ইজিপি-এর মাধ্যমে ক্রয় করা হয়ে থাকে।

২.১৫ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রম:

১ জুলাই ২০২১ থকে প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। ইতোপূর্বে প্রকল্পের মাধ্যমে এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদানের উদ্দেশ্য:

- প্রাথমিক বিদ্যালয় গমনোপযোগী সকল শিক্ষার্থীর ভর্তির হার বৃদ্ধি;
- ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতির হার বৃদ্ধি,
- ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়া রোধ ও প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্তির হার বৃদ্ধি;
- প্রাথমিক বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুদের আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের ক্ষেত্রে সমতা আনয়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন;
- নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ;
- প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন;
- সামাজিক নিরাপত্তা জোরদারকরণ এবং
- তৃণমূল পর্যায়ে ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়ার বিকেন্দ্রীকরণ।

প্রাথমিকভাবে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মাসিক জনপ্রতি ২০ টাকা হারে উপবৃত্তি প্রদান করা হতো, যা পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করে বর্তমান সরকার জনপ্রতি মাসিক ১৫০/- থেকে ২০০/- হারে উপবৃত্তি প্রদান করছে। এতে বছরে প্রায় ২০০০ কোটি টাকা সুবিধাভোগী মায়েদের মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে প্রায় ৯৮ লক্ষ শিক্ষার্থীর জন্য উপবৃত্তি বিতরণ করা হয়েছে।

- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা, ২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং
- উক্ত **নির্দেশিকা, ২০২১** এর আলোকে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক একটি **"অপারেশনাল ম্যানুয়াল"** প্রণয়ন করা হয়েছে এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক তা অনুমোদিত হয়েছে।
- সারা দেশের সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শতভাগ শিক্ষার্থী উপবৃত্তি প্রাপ্তির আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

উপবৃত্তি প্রাপ্তির শর্তাবলী:

- প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি: ন্যূনতম বয়স ৪ বছর এবং প্রতিমাসে পাঠদিবসের ৮৫% উপস্থিতি।
- ১ম থেকে ২য় শ্রেণি: প্রতিমাসে পাঠদিবসের ৮৫% উপস্থিতি।
- ৩য় থেকে-৮ম শ্রেণি: প্রতিমাসে পাঠদিবসের ৮৫% উপস্থিতি এবং বার্ষিক পরীক্ষায় প্রতি বিষয়ে ন্যূনতম ৪০% নম্বর প্রাপ্তি (বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের বেলায় ৩৩% নম্বর প্রাপ্তি)।
- কোন পুনরাবৃত্ত শিক্ষার্থীকে (Repeated) উপবৃত্তি প্রদান করা যাবে না।

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর উপবৃত্তি প্রাপ্তির মাসিক হার:

- প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি: ৭৫ (পঁচাত্তর) টাকা।
- প্রথম শ্রেণি-পঞ্চম শ্রেণি: ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) টাকা।
- ৬ষ্ঠ শ্রেণি- ৮ম শ্রেণি: ২০০ (দুইশত) টাকা।
- একটি পরিবারের সর্বোচ্চ ০২ (দুই) জন জ্যেষ্ঠ শিক্ষার্থী উপবৃত্তি প্রাপ্য হবে।

২.১৬ মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম:

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অংশগ্রহণে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে।
- বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপিত হয়েছে।
- কোভিড ১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে মাঠ পর্যায়ে মা-সমাবেশসহ শিক্ষায় সমাজ উদ্বুদ্ধকরণমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে।
- বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে এবং বিদ্যালয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক, নৈতিক শিক্ষামূলক ও বঙ্গবন্ধুর জীবনী সম্পর্কিত বই সংগ্রহ করা হয়েছে।
- ২২৯৯৭টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শহীদ মিনার স্থাপন করা হয়েছে।

২.১৭ প্রকল্পসমূহ/কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

১। চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪):

প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২৫ (আরডিপিপি)।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
প্রকল্প ব্যয় : ৩৮,২৯,১৫০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি: ২৫৫৬১৩২.০০, পিএ: ১২৭৩০১৮.০০)।
প্রকল্প এলাকা : সমগ্র বাংলাদেশ।
অর্থায়ন : বাংলাদেশ সরকার ও ৭টি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (আরডিপিপি) ।
মোট কম্পোনেন্ট : ৩টি। সাব-কম্পোনেন্ট: ২১টি।

২০২১-২২ অর্থ বছরে পিইডিপি-৪ এর আওতায় বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হচ্ছে বিদ্যালয়ে ও দপ্তর সমূহে চাহিদা ভিত্তিক ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, পানীয় জলের জন্য নলকূপ স্থাপন ও ওয়াশব্লক নির্মাণ, বিদ্যালয় ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহকরণ, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কিত উপকরণ/ সামগ্রী প্রদান, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন, কোরোনা কালীন সময়ে ঘরে বসে শিখি কার্যক্রম বাস্তবায়ন ইত্যাদি। ২০২১-২২ অর্থ বছরে সংশোধিত আরএওপি অনুযায়ী এ কর্মসূচিতে বাজেট বরাদ্দ ছিল ৬১৩৮০৩.০০ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে ব্যয় হয়েছে ৪৪১৭৮৪.০০ লক্ষ টাকা (৭২%)।

২। দারিদ্র পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং প্রকল্প

প্রকল্পভুক্ত এলাকা:

- জেলা : দেশের ৩৫টি দারিদ্র পীড়িত জেলা;
- উপজেলা : ১০৪টি দারিদ্র পীড়িত উপজেলা;
- সরকারি অর্থায়নে : ৯৪টি উপজেলা;
- WFP এর অর্থায়নে : ১০টি উপজেলা;
- বিদ্যালয় সংখ্যা : ১৫৪৭০টি;
- ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা : ২৯.৫০ লক্ষ;

প্রকল্পের লক্ষ ও উদ্দেশ্য:

- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী দরিদ্র শিশুদের ভর্তিহার বৃদ্ধিকরণ;
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত উপস্থিতির হার বৃদ্ধিকরণ;
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়ার প্রবণতা রোধকরণ;
- প্রাথমকি শিক্ষা চক্রের সমাপ্তির হার বৃদ্ধিকরণ;
- প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন;

প্রকল্পের বরাদ্দ ও মেয়াদ:

- প্রকল্পটির মেয়াদ : জুলাই ২০১০ তারিখ হতে জুন ২০২২তারিখ পর্যন্ত (সংশোধনীসহ);
- ব্যয়বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি : জানুয়ারি ২০২১ থেকে জুন ২০২২ তারিখ পর্যন্ত (৩য় বার, প্রতিবার ৬মাস করে);
- প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪৯৯১৯৭.২৯ লক্ষ টাকা (জিওবি: ৩৭৩৭০৬.৮২ ও ডিপিএ: ১২৫৪৯০.৪৭ লক্ষ টাকা);
- সার্বিক অগ্রগতি : ৯৫%

৩। চাহিদাভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়):

- প্রকল্প ব্যয় : ৫৭৪০৫৯.৪৫ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)
- প্রকল্প এলাকা : সমগ্র বাংলাদেশ
- প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৬- ডিসেম্বর ২০২২

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাহিদাভিত্তিক অবকাঠামো নির্মাণ
- বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যার ভিত্তিতে যৌক্তিকভাবে শ্রেণিকক্ষ বিন্যাস
- বিদ্যালয়ে সুপেয় পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা করা
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ/শিক্ষককক্ষে আসবাবপত্র সরবরাহ
- শিক্ষাক্ষেত্রে সামাজিক অসমতা দূর করা, শিখন-শেখানোর মান ও শিক্ষা সমাপ্তিচক্রের উন্নয়ন ঘটানো
- প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষাবান্ধব পরিবেশের মান উন্নয়ন করা
- প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের সকল শিশুর জন্য শিশুবান্ধব শিখন নিশ্চিত করা

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমসমূহ:

- চাহিদাভিত্তিক অতিরিক্ত ২৫০০০ শ্রেণিকক্ষ/শিক্ষককক্ষ নির্মাণ
- স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ৫০০০ ওয়াশব্লক নির্মাণ
- ২৩০০০ শ্রেণিকক্ষে এবং ২০০০ শিক্ষককক্ষে আসবাবপত্র সরবরাহ
- ৫০০০টি বিদ্যালয়ে ৫০০০টি নলকূপ স্থাপন
- ৫০০টি বিদ্যালয়ে ৬৭৫০০মিটার সীমানা প্রাচীর নির্মাণ
- ১৮০০টি বিদ্যালয়ে শিশুদের জন্য প্লে-কর্ণার নির্মাণ
- ১০০০টি বিদ্যালয়ে সোলার প্যানেল স্থাপন

২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ: ১০৩৮২৮.০০ লক্ষ টাকা

ব্যয়: ৮৩১০৮.৮৫ লক্ষ টাকা, আর্থিক অগ্রগতি: ৮০.৩৭% এবং ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি: আর্থিক- ৭৮.৩৩% ও বাস্তব- ৮৯%

৪। চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়):

ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ৯১২৩৮৪.৯৮ লক্ষ টাকা।
২০২১-২২ অর্থ বছরে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ঃ ১৪৭৭ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা।
ব্যয় ঃ ১২৭৭ কোটি ১৪ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা।
অগ্রগতি ঃ ভৌত- ১০০%,
আর্থিক- ৮৬.৪৫%।

৫। ঢাকা মহানগরী ও পূর্বাচলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও অবকাঠামো উন্নয়নসহ দৃষ্টিনন্দনকরণ প্রকল্প:

প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল	জানুয়ারি ২০২০ থেকে ডিসেম্বর ২০২৪
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	১১৫৯২০.৫৩ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ রাজস্ব)
প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	• শিক্ষার সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীর ৩৪২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৫৪টি বিদ্যালয়ের ২৯৭৫টি কক্ষ নতুনভাবে নির্মাণ করা; • ১৭৭টি বিদ্যালয়ের ১১৬৭টি কক্ষের অবকাঠামো উন্নয়নসহ দৃষ্টিনন্দনকরণ; • উত্তরা'তে ৩টি ও পূর্বাচলে ১১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নতুনভাবে স্থাপন ; • ভর্তি উপযোগী শিশুর শতভাগ ভর্তি নিশ্চিত করণ; • শিক্ষায় প্রবেশাধিকার, পরিপূর্ণ উন্নতির ধারাবাহিকতার মাধ্যমে সামাজিক বৈষম্য হ্রাস করণ ; • প্রায় দুই লক্ষ শিক্ষার্থীদের জন্য শিশুবান্ধব শিক্ষা গ্রহণের পরিবেশ নিশ্চিতসহ শিক্ষার মাণ বৃদ্ধি করণ ।
২০২১-২২ অর্থবছরে সংশোধিত বরাদ্দ	১৮০৩.৩৯ লক্ষ টাকা
২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয়	১৪৮৬.৯২ লক্ষ টাকা
প্রকল্প এলাকা	ঢাকা সিটি কর্পোরেশন। কালিগঞ্জ, গাজীপুর । রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। (মোট থানা-১২টি। ১৪টি নতুন বিদ্যালয় (উত্তরা ৩টি ও পূর্বাচলে ১১ টি) স্থাপন করা হবে। ১৪টি নতুন বিদ্যালয়সহ মোট ৩৫৬টি (৩৪২+১৪) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়)
বর্তমান অগ্রগতি	ঢাকা মহানগরীর ৩৪২ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ইতোপূর্বে ১৬০টি বিদ্যালয়ের তালিকা অনুমোদিত হয়েছে। এর মধ্যে ১০০টি বিদ্যালয়ের সয়েল টেস্ট, ১০০ টি বিদ্যালয়ের টপো গ্রাফিক্যাল সার্ভে এবং ২৫ টি বিদ্যালয়ের মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ঢাকার পূর্বাচলে ১১ টি এবং উত্তরায় ০৩ টিসহ মোট ১৪টি নতুন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের নিমিত্ত প্রতিটি বিদ্যালয়ের জন্য ০১ (এক) বিঘা করে মোট ১৪ (চৌদ্দ) বিঘা জমির মূল্য নির্ধারণ পূর্বক বরাদ্দ প্রদানের জন্য চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) বরাবর আবেদন করা হয়েছে। উত্তরায় তিনটি প্লটের চূড়ান্ত বরাদ্দপত্র পত্র পাওয়া গিয়েছে এবং প্লটের টাকা জমা প্রদান করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে ২টি স্কুলের নির্মাণ কাজ চলমান, ৫টি স্কুলের প্রাক্কলন এবং ১৪টি স্কুলের মাস্টারপ্ল্যান অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

৬। প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের প্রোফাইল প্রণয়ন প্রকল্প:

প্রকল্প বাস্তবায়নকাল : ১ মার্চ ২০১৯ - ৩১ ডিসেম্বর ২০২২
প্রকল্প এলাকা : সমগ্র বাংলাদেশ

প্রকল্পের মোট বরাদ্দ	১৬৪০৪.৬৬ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:
এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের প্রোফাইল ডাটাবেজ তৈরী করা যাতে একজন শিক্ষার্থীর সকল তথ্য লিপিবদ্ধ থাকবে।

CRVS এর মৌলিক তথ্য:
প্রাথমিক শিক্ষায় সকল শিশুকে অন্তর্ভুক্তির ফলে প্রতিটি শিশুর বিভিন্ন ধরণের তথ্য ধারণ ও ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হয়। আলোচ্য প্রকল্পে সিভিল রেজিস্ট্রেশন এন্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস (CRVS) গ্রহণের মাধ্যমে সকল প্রাথমিক শিক্ষার্থীকে একই ফ্রেমের মধ্যে নিয়ে আসা। এ ধরণের ব্যবস্থা দুটি ভিন্ন সিস্টেমের উপর প্রতিষ্ঠিত। যথা: ক) সিভিল রেজিস্ট্রেশন ও খ) ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস।

লক্ষ্যমাত্রা:

- প্রাক-প্রাথমিকথেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়নরত ২কোটি ১৭লক্ষ (বেজলাইন) ও প্রকল্পের ২য় ও ৩য় বছরে নতুন ভর্তিকৃত ৭০ লক্ষ শিক্ষার্থীর প্রোফাইল প্রস্তুত করা।
- প্রতিবছর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, এবতেদায়ী মাদ্রাসা, কিন্ডারগার্টেন, এনজিও স্কুল, রস্ক স্কুল ও সরকারী-বেসরকারী সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের প্রোফাইল প্রস্তুত করা।
- প্রাথমিক পর্যায়ের প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একক পরিচিতি (ইউআইডি) নম্বর প্রদান।
- প্রাথমিক পর্যায়ের প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একক পরিচিতি নম্বরের ভিত্তিতে আইডি কার্ড প্রদানের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত অন্যান্য সেবা (যেমন: বই সরবরাহ, ভর্তিও উপবৃত্তি, মিডডেমিল ইত্যাদি) প্রদান। ধাপে ধাপে এটিকে বিভিন্ন নাগরিক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হবে।

২০২১-২২ অর্থবছরে সংশোধিত বরাদ্দ ১৬১৭.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ১৫১৬.৪৩ লক্ষ টাকা (অগ্রগতি ৯৩.৭৮%)

7. Project Title: Bangladesh COVID-19 School Sector Response (CSSR) Project

Project Duration: July 2020 to June 2023(including wind-up period January-June 2023)

Project cost (BDT. In lakh): Total: 12840.80 (GoB: 187.00, PA: 12653.80)

Objectives of the Project:

The overall objective of the Project is to minimize learning loss of boys and girls, including the most vulnerable groups such as children of hard-to-reach areas or socio-economically disadvantage groups and children with disabilities, are protected during the emergency response and the system is strengthened as a result of the lessons learned from the COVID-19 response.

The Project has Short, Medium and Long-Term objectives focused on the following: a) Children's safety and learning community; b) Readiness and support for recovery and re-opening in the post-emergency period; and c) Building System Resilience through learning from the COVID-19 response and sustaining good practices.

Components and Progress of the Project

Component/ Sub-Component	Activities	Progress up to June,2022
1. Engaging in Systemic Response:		
Develop and Disseminate Content to Prevent Learning Loss	• Develop and disseminate 3,662 digital products for television, 1,080 digital contents for radio and 4,176 digital contents for online/web/mobile for students from pre-primary to class 10 in selected subject areas. • Develop, produce and package 150,000 or more low-cost learning packages for hard-to-reach and other areas for primary grade student	• Contract signed with UNICEF completed and digital content development activities are on going. • Selection of 126 teachers of primary and 109 teachers of secondary level for digital content development has been done. • Script development and Grooming Workshop has been conducted for selected teachers of Primary and Secondary level.
Development of Safe School Reopening Plan	Dropped and allocated funds to be transferred to the proposed school grant activity under Component 2 according to the approved RTAPP	
2. Supporting Education Systems Recovery		
Support Implementation of Safe School Re-Opening Plan	• This component is divided into "Goods" and "Services." • The allocated funds for 'goods' would be disbursed as sub-grants to 20,000 Government Primary Schools through the Upazila Education Officers for readiness measures, including sanitization of schools, provision of health kits, and training on health safety protocols; • For Services: a consulting firm would be hired to support capacity building on maintaining and monitoring safe schools; development of information materials on school re-opening guidelines and verification on the use of school grantsunder.	• Selection of 20,000 Government Primary Schools (GPSs) completed; • Sub-Grant has been disbursed and utilized.
Support for Assessment and Learning Recovery	• Development and delivery of short courses on formative and summative assessments and remedial education for GPS teachers; distance learning skills and strategies training for 1,500 Government Primary School and 500 Secondary School teachers; and mental health tools; • Conducting Students' Learning Assessment in around 1,500 re-opened schools to determine learning status of children in Bangla and Math.	• Contract has been signed with the Institute of Education and Research (IER) Dhaka University under SD -4. • Bangladesh Institute of Development Study (BIDS) has been recruited.
3. Building System Resilience		
Continue and Integrate Remote	• This subcomponent will integrate and sustain remote learning as part of the	• The SFA has been signed with UNICEF on November 21,

Learning	primary education system. • The activities include (a) continuing remote learning content development, (b) providing teacher training to support remote learning, and (c) developing a sustainability plan for the Remote Learning System (RLS). • As part of system resilience development, the teacher training program on distance learning strategies will target around 500 teachers from primary government schools and 500 teachers of public-funded secondary schools to develop their skills and strategies for quality education delivery through an inclusive RLS.	2021 and activities are going on; • Institute of Education and Research (IER) Dhaka University has been recruited for providing teacher training to support remote learning; and • EoI has been submitted by the interested consultants for developing a sustainability plan for the RLS.
Develop Emergency Operation Procedure	• The main activity of this sub-component is to developed strategy and standard operating procedures for education service delivery during emergencies to enable the implementing agencies to respond swiftly in case of future shocks incorporating lessons learned from this project.	• EoI has been submitted by the interested consultants to developed strategy and standard operating procedures for education service delivery during emergencies for DSHE.
4: Project Management, Results Monitoring and Communication	• The objective of this component is to support project management and build results monitoring and evaluation (M&E) capability. • To create a grievance redress mechanism (GRM), covering all aspects of the project during implementation. • To support project operating costs, as well as support the M&E and reporting of the project.	▪ PIU has been accommodated within DPE premises with adequate staff and consultants; ▪ BIDS has been recruited for tracking the effectiveness of Remote Learning System under SD-8. ▪ Grievance Redress Mechanism (GRM) has been created and uploaded in the website of DPE; and ▪ The 1st M&E and 2nd M&E report has been published on the website of DPE.

২০২১-২২ অর্থ বছরে সংশোধিত বরাদ্দ: ৭৪৪৮.০০ লক্ষ টাকা। ব্যয়: ৬২৭১.৩১ লক্ষ টাকা (অগ্রগতি: ৮৪.২০%)

৮। বাংলাদেশের ৫০৯ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কম্পিউটার ও ভাষা ল্যাব স্থাপন (১ম সংশোধনী) প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদকাল : ০১/০১/২০১৯ থেকে ৩১/১২/২০২২ (১ম সংশোধিত)
প্রকল্প বরাদ্দ : ২৮৬৯.১৭ লক্ষ টাকা (জিওবি: ৩৬৯.৪৪ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সহায়তা: ২৪৯৯.৭৩ লক্ষ টাকা)

প্রকল্পের মূল লক্ষ্য:

- বাংলাদেশের ৫০৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের (উপজেলায় ১টি বিদ্যালয়) কম্পিউটারের বিভিন্ন প্রয়োগের সাথে পরিচিতকরণ এবং পড়ার অভ্যাস বাড়ানো।
- আইসিটি প্রযুক্তি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের শেখার দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা শেখার এবং শিক্ষাদান প্রক্রিয়াটিকে আরও ফলপ্রসূ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য।
- কম্পিউটারের কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত দক্ষতা বিকাশ।
- নির্বাচিত ৫০৯টি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বাংলা ও ইংরেজী ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধি।
- শিক্ষার্থীরা তাদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও ভাষার দক্ষতা উন্নত করার সাথে সাথে আত্মবিশ্বাস বিকাশে সহায়তা।
- আইসিটি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে যুগোপযোগী করে শিক্ষকের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

২৫৪৫ টি কম্পিউটার ও ইউপিএস ক্রয় চূড়ান্ত করা হয়েছে। শীঘ্রই মালামাল মাঠ পর্যায়ে সরবরাহ করা হবে। এছাড়া ৫০৯ টি প্রিন্টার, ৫০৯ টি সাউন্ড সিস্টেম, ২৫৪৫ টি হেডফোন, আইসিটি আসবাবপত্রসহ প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৯. Support to Quality Enhancement in Primary Education Project

১।	প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল	:	০১/৭/২০২০ থেকে ৩০/৬/২০২২ (সময় বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান)
২।	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	৯৯৬.০০ (জিওবি-০.০০, ডিপিএ- ৯৯৬.০০)
৩।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
৪।	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো ডিজিটাল প্লাটফর্মের মাধ্যমে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীর শিখনকালীন মূল্যায়ন (Formative Assessment) এর মাধ্যমে গুণগত এবং কার্যকর ফলাবর্তন প্রদান (Qualitative and Effective Feedback) এবং ফলাফল সংরক্ষণকে সহজতর করা। গাঠনিক মূল্যায়ন ও সুপারভিশন বাস্তবায়নের সাহায্যে শিক্ষকদের দক্ষতার উন্নয়ন, পাঠ পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট পরিমার্জন এবং ডিপিই'র সমন্বিত EMIS উন্নয়নে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান।

কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

আউটপুট-১: প্রথম পর্যায়ে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ফর টিচার ডেভেলপমেন্ট ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর থেকে দুটি ধাপে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও সুপারভিশন কার্যকরভাবে সম্পন্ন করার জন্য পাইলটিং এর আওতায় আসে। মূলত তৃতীয় শ্রেণির বাংলা এবং গণিত বিষয়ের পাঠ্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে গঠনমূলক মূল্যায়ন (Formative assessment) এবং শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত ডিজিটাল প্লাটফর্মটি ডিজাইন করা হয়েছে। প্রথম ধাপের পাইলটিং এবং কর্মশালার পরামর্শের ভিত্তিতে সারাদেশে ২১টি জেলার ২৬টি উপজেলা/থানায় 'ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ফর টিচার ডেভেলপমেন্ট' প্রশিক্ষণ প্ল্যাটফর্মটিকে পরিমার্জনপূর্বক অবশিষ্ট ১১০টি স্কুলে দ্বিতীয় পর্যায়ের পাইলটিং ২০২২ সালের এপ্রিল থেকে শুরু হয়ে মাঠপর্যায়ে প্রশিক্ষণ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। মোট ১১০টি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকসহ ৫৫০ জন শিক্ষক এবং প্রকল্পের আওতায় সংশ্লিষ্ট উপজেলার ১০৪ জন কর্মকর্তা এ প্রশিক্ষণের আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

২০২১-২২ অর্থ বছরে সংশোধিত বরাদ্দ ৫১১.০০ লক্ষ টাকা। ব্যয় হয়েছে ৩৭০.১৭ লক্ষ টাকা (আর্থিক অগ্রগতি ৭২.৪৪%)।

২.১৮ SDG সম্পর্কিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন:

প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে সরকার বিশেষ করে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিভিন্ন যুগোপযোগী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। বৈষম্যহীন ও উন্নত সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর তথা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। SDG লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মানসম্মত ও সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষায় লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণসহ একীভূত শিক্ষা (ইনক্লুসিভ এডুকেশন) নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের সুষম বণ্টনেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিদ্যালয়ে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণসহ পরিবেশ উন্নয়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, আইসিটি সামগ্রী বিতরণ, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য ডিভাইস বিতরণ, প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিসহ বিদ্যালয় সজ্জিতকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। এছাড়া School Level Improvement Plan (SLIP) কার্যক্রম বাস্তবায়ন, কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবেলা করে শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য বিভিন্ন বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান, স্কুল ফিডিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন, এডুকেশন ইন ইমারজেন্সিসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। সকল বিদ্যালয়ে পানীয় ও জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক ওয়াশ ব্লক নির্মিত হচ্ছে। চাহিদার ভিত্তিতে বিদ্যালয় মেরামত ও বিদ্যুৎ বিহীন বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

২.১৯ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি:

প্রথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে এ কার্যক্রমের আওতায় প্রায় ৯৮ লক্ষ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়। দারিদ্র পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচির আওতায় প্রায় ৩০ লক্ষ শিক্ষার্থীকে প্রতি স্কুল দিবসে উচ্চ পুষ্টিমান সম্পন্ন বিস্কুট প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া ২০২২ শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে ৯,৯০,৪০,৩৫৩টি পাঠ্যপুস্তক প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি শিশুদের জন্য তাদের ভাষায় রচিত ২,১৯,৩৬৪টি পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নে বিভিন্ন উদ্যেগ চলমান রয়েছে।

২.২০ ভবিষ্যত পরিকল্পনা:

প্রাথমিক শিক্ষা সকল শিক্ষার ভিত্তি এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার। তাই প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের গুরুত্ব অপরিসীম। ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে প্রাথমিক বিদ্যালয়, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় দপ্তরসমূহে প্রয়োজনীয় ও যুগপোযোগী আইসিটি সামগ্রী সরবরাহকরণসহ সকল পর্যায়ে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে, যা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। স্কুল ফিডিং কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য নতুন প্রকল্প গ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে এবং এ বিষয়ে বর্তমানে ফিজিবিলিটি স্টাডির কাজ চলছে।

বিভিন্ন বিষয়ে অনলাইন কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে ইন্টিগ্রেটেড সফটওয়ার চালু করা হচ্ছে। ডিজিটাল কনটেন্ট ডেভেলপমেন্টের অংশ হিসেবে টিভি কনটেন্ট, রেডিও কনটেন্ট এবং অনলাইন কনটেন্ট তৈরির কার্যক্রম চলছে, যা ভবিষ্যতে রিমোর্ট লার্নিং এর ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য হবে। সারাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের শিক্ষক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাগণের আধুনিক ও সময়োপযোগী প্রশিক্ষণের জন্য কক্সবাজারে শীঘ্রই লিডারশীপ ট্রেনিং সেন্টার চালু করা হবে। শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নে প্রস্তাবিত নিয়োগবিধি অনুমোদিত হলে যথাশীঘ্র সম্ভব বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে। বিভিন্ন স্তরের শূন্য পদ পূরণ ও পদোন্নতির উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো

৩.০ ভূমিকা:

সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা অর্জনে বাংলাদেশ সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি-৪) অর্জন এবং প্রযুক্তি নির্ভর বিশ্বে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাক্ষরতার কোন বিকল্প নেই। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭ নং অনুচ্ছেদে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্ন-নিরক্ষরতামুক্ত সোনার বাংলাদেশ। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সাব-সেক্টরকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সরকার উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪ মহান জাতীয় সংসদে পাস করেছে। এ আইনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরজ্ঞান দান, জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবিকায়ন, দক্ষ মানবসম্পদে পরিণতকরণ, আত্মকর্মসংস্থানের যোগ্যতা সৃষ্টিকরণ এবং বিদ্যালয় বহির্ভূত ও ঝরেপড়া শিশুদের শিক্ষার বিকল্প সুযোগ সৃষ্টি করা।

বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী দেশের বর্তমান সাক্ষরতার হার (১৫+বয়সী) ৭৫.৬% (বিবিএস ২০২০) ফলে প্রায় ২৪.৪% জনগোষ্ঠী এখনও নিরক্ষর যারা কখনও বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি বা প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে ঝরে পড়েছে। ২০৪১ সালের মধ্যে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জনে নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরজ্ঞান ও কর্মমুখী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করা অত্যন্ত জরুরি।

৩.১ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো প্রতিষ্ঠা :

শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরজ্ঞান দান, জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের যোগ্যতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন গত ১৪ এপ্রিল ২০০৫ সালে সরকারি গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো প্রতিষ্ঠা করা হয়।

৩.২ রূপকল্প (Vision)

নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ

অভিলক্ষ্য (Mission)

নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরজ্ঞান দানের মাধ্যমে জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা।

৩.৩ কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ :

১) বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের জন্য উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ অবারিতকরণ
২) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুত্ব ও কর্মসূচি সম্পর্কে প্রচার।
৩) আউট অব স্কুল চিলড্রেন কর্মসূচির ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর ১০% ব্যাক টু স্কুল অথবা শিখন কেন্দ্রে শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।
৪) আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদ্‌যাপন।
৫) লার্নিং সেশন পরিচালনা।

৩.৪ সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস:

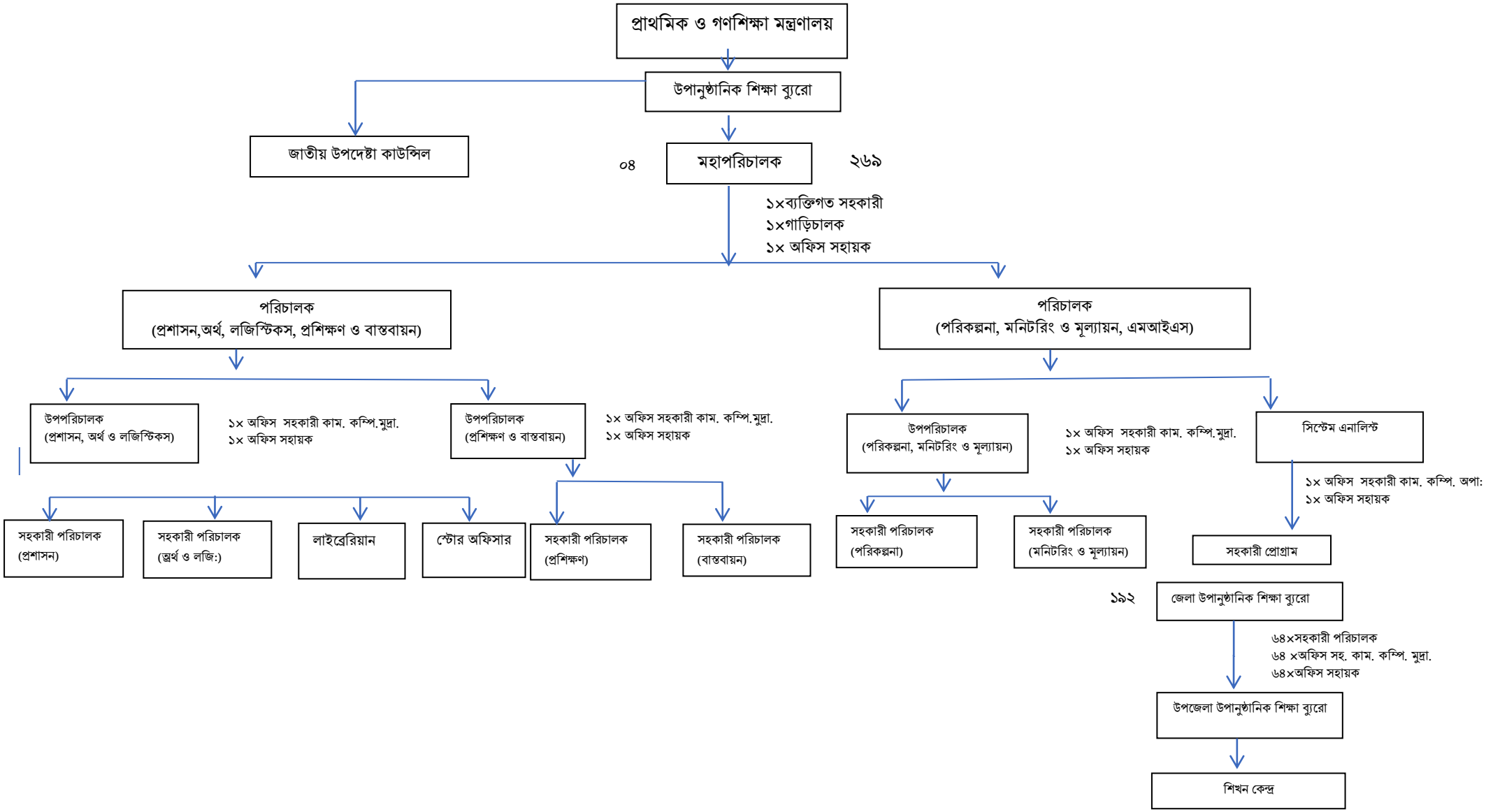

৩.৫ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর প্রধান কার্যাবলি: (উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন-২০১৪ এর ধারা-১২ অনুযায়ী)

(ক) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদানকারী বিভিন্ন সরকারি সংস্থা, অংশীদারি বেসরকারি সংস্থা, প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, নিয়োগকর্তা বা সংস্থা, উদ্যোগ উন্নয়ন ও বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে সহযোগীতামূলক কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
(খ) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ক্ষেত্রে কর্মরত বা আগ্রহী সকল সরকারি সংস্থা, বিভাগ ও বেসরকারি সংস্থাসমূহকে পরামর্শ, প্রশিক্ষণ, অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিসহ দক্ষতা বৃদ্ধির সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান;
(গ) সকল সরকারি সংস্থা, বিভাগ এবং বেসরকারি সংস্থা পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রয়োজনী তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য একটি তথ্যভান্ডার এবং তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Management Information System) প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা;
(ঘ) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা জীবনব্যাপী শিক্ষা ও অব্যাহত শিক্ষা প্রদানে নিয়োজিত ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান বা সাংস্থা উপানুষ্ঠনিকি শিক্ষা ব্যুরো কর্তৃক উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Management Information System) এর জন্য যেরূপ তথ্য যে পদ্ধতিতে চাহিবেন সেরূপ তথ্য প্রদান;
(ঙ) বিভিন্ন পরিবেশের বিভিন্ন ধরনের এবং বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থীদের সহজ অংশগ্রহণের সুযোগ সম্বলিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার যথাযথ বাস্তবায়ন পদ্ধতি প্রণয়ন;
(চ) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার কার্যক্রম উন্নয়নের জন্য গবেষণা পরিচালনা, প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা;
(ছ) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়ভিত্তিক কমিটি ও উপ-কমিটি গঠন।

৩.৬ বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় :

রাজস্ব বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় (২০২১-২০২২)

(হাজার টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	২০২১-২২ অর্থ বছরে বরাদ্দ (সংশোধিত)	ব্যয়কৃত টাকার পরিমাণ	ব্যয়ের হার (%)	মন্তব্য
১	প্রধান কার্যালয়	৯,৮৫,৫০	৭,৮৯,৫৫		বাজেট এবং ব্যয়কৃত সম্পূর্ণ অর্থ ibas++ এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
২	জেলা কার্যালয়	১৬,১৩,৫০	১২,৮৬,৫৫		
	মোট (প্রধান+ জেলা)	**২৫,৯৯,০০**	**২০,৭৬,১০**		

উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় (২০২১-২০২২)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	২০২১-২২ অর্থ বছরে বরাদ্দ	বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ	ব্যয়ের পরিমাণ বরাদ্দের বিপরীতে শতকরা হার (%)	মন্তব্য
১	**মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা)**	১৪৩০৮.০০	১২৩৭৮.৫৮	৮৬.৫২	
	মোট:	**১৪৩০৮.০০**	**১২৩৭৮.৫৮**	**৮৬.৫২**	

৩.৭ মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম:

- **বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপনঃ** ব্যুরো'তে বঙ্গবন্ধুর ওপর প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকার বই-পুস্তক নিয়ে 'বঙ্গবন্ধু কর্ণার' স্থাপন করা হয়েছে।

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো কর্তৃক গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি :

ক্রমিক নং	বিস্তারিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১.	মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ব্যুরো কর্তৃক গৃহীত বিবিধ কর্মসূচি	• মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর ছবি ও মুজিববর্ষের লোগো সম্বলিত খাম প্রকাশ করা হয়েছে। দাপ্তরিক কাজে চিঠিপত্র আদান প্রদানে এ খাম ব্যবহার করা হচ্ছে। • মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে একটি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় যার শিরোনাম "নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও উন্নয়ন"। • উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বার্তা জানুয়ারি-মার্চ ২০২২ প্রকাশিত হয়েছে।
২.	'মুজিববর্ষ'উপলক্ষ্যে ১৫-৪৫ বছরের মধ্যে ২০,৫৪,৭৬৩ জন নিরক্ষরকে মৌলিক সাক্ষরতা প্রদান করা হয়েছে।	• প্রকল্পের ২য় ধাপে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে ৬০টি জেলার প্রকল্পভুক্ত ১১৪টি উপজেলায় ৩৫ হাজার শিখনকেন্দ্রে একযোগে চালু করে ২১ লক্ষ নিরক্ষর যুব ও বয়স্ক নারী-পুরুষকে গত ০৮/১২/২০২১ তারিখ হতে সাক্ষরতা প্রদানের কাজ শুরু করে ২০,৫৪,৭৬৩ জন শিক্ষার্থীকে সাক্ষরতা প্রদান করা হয়েছে। পাশের হার ৯৭.৮২%। • ব্যবহৃত আমাদের চেতনা প্রাইমার (বই) কভার পেইজে ও বেককভার পেইজে নিম্নলিখিত শ্লোগান ব্যবহার করা হয়েছে। **প্রথম খন্ড** "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"-বঙ্গবন্ধু " মুজিববর্ষে শপথ করি, সাক্ষরতা অর্জন করি" " মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, নিরক্ষর থাকব না"।

ক্রমিক নং	বিস্তারিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		দ্বিতীয় খন্ড "আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে এই হলো আমার স্বপ্ন" - বঙ্গবন্ধু। "মুজিব মানেই মানচিত্র, মুজিব মানেই লাল সবুজ পতাকা"

৩.৮ বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন :

১৫ আগস্ট ২০২১, জাতীয় শোক দিবস পালন :

প্রতিবছরের মতো ১৫ আগস্ট ২০২১, জাতীয় শোক দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোতে পালন করা হয়েছে। এদিন ব্যুরোর মূল চত্বরে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে গভীর শ্রদ্ধা জানানো হয়। সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অংশগ্রহণে আলোচনা সভা ও বিশেষ মোনাজাতসহ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। জেলা পর্যায়েও জেলা প্রশাসনের নেতৃত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সহকারী পরিচালকগণ উপস্থিত থেকে জাতীয় শোক দিবস-২০২১ পালন করেন।

১৬ ডিসেম্বর, ২০২১ বিজয় দিবস উদযাপন :

১৬ ডিসেম্বর, ২০২১ বিজয় দিবস যথাযথভাবে উদযাপনের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোতে নানা ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। দিবসটিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয় এবং ব্যুরো'র সম্মেলন কক্ষে দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয়। উক্ত পুষ্পস্তবক অর্পণ ও দোয়া মাহফিলে ব্যুরো, এর আওতাধীন 'মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা)' ও 'আউট অব স্কুল চিলড্রেন' কর্মসূচির সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

১৭ মার্চ, ২০২২ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্ম দিবস ও জাতীয় শিশু দিবস পালন:

১৭ মার্চ ২০২২ অত্যন্ত আনন্দের সাথে জাতির পিতার জন্মদিবস উদযাপন করা হয়েছে। এদিন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর প্রধান কার্যালয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে গভীর শ্রদ্ধা জানানো হয়। জাতির পিতার জীবনীর বিভিন্ন দিক আলোকপাত করে আলোচনা অনুষ্ঠান ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো কার্যালয়ের মাধ্যমে শিখন কেন্দ্রসমূহে শিশু দিবস পালন করা হয়।

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন :

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোতে ২৬ মার্চ ২০২২ তারিখে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২২ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়েছে। দিবসটিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারসহ মুক্তিযুদ্ধে নিহত শহীদদের মাগফেরাত এবং দেশ ও জাতির উন্নতি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে স্বাধীনতা দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন করেন।

৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদ্‌যাপন :

UNESCO কর্তৃক নির্ধারিত আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২১ এর নির্ধারিত থিম 'Literacy for human-centred recovery: Narrowing the digital divide' এই প্রতিপাদ্য নিয়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বিভিন্ন কর্মসূচি আয়োজনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশেও ৮ সেপ্টেম্বর-২০২১ আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালিত হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ঢাকা পিটিআইতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সিনিয়র সচিব এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। দিবসটি উপলক্ষ্যে বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়। এছাড়া বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশনে টকশো অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়েছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মিলনায়তনে ০৯ সেপ্টেম্বর গোলটেবিল আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

৩.৯ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (কোভিড-১৯ সময়কালীন):

মানবসম্পদ উন্নয়ন

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন-২০২২ পর্যন্ত)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির নাম মোট সংখ্যা	প্রশিক্ষণের তারিখ	অংশগ্রহণকারী সংখ্যা	প্রশিক্ষণে উল্লেখযোগ্য বিষয়
কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের (৩য় শ্রেণি) ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ	২৭.০৯.২০২১	৩০ জন	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮সরকারী ক্রয় ব্যবস্থাপনা ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬, আর্থিক ক্ষমতা উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট, ঝউএ-৪ বাস্তবায়ন কৌশল Conflict Resolution (দন্দ্ব নিরোশন), দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ক মটিভেশন, কোভিড-১৯, অফিস ব্যবস্থাপনা, নথি ব্যবস্থাপনা,সভা , দাপ্তরিক যোগাযোগ ও ডিজিটাল কোড এর ব্যবহার , রেকর্ড ব্যবস্থাপনা, সরকারী কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯,জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন (তাত্বিক), জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন (ব্যবহারিক), তথ্য অধিকার আইন-২০০৯, সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা আপীল)
৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীগণের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ	২৮.০৯.২০২১	৩০ জন	
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোতে নব যোগদানকৃত ৬ জন সহকারী পরিচালকগণকে অবহিতকরণ প্রশিক্ষণ প্রদান	২৮-.০৯.২০২১ হতে ৩০.০৯.২০২১	০৬ জন	
কর্মকর্তা ও (৩য় শ্রেণি) কর্মচারীগণের কোভিড-১৯ ও তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ	২৩.১১.২০২১	৩০ জন	
৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীগণের কোভিড-১৯ ও তথ্য অধিকার আইন	২৪.১১.২০২১	৩০ জন	

বিষয়ে প্রশিক্ষণ			বিধিমালা- ২০১৮, ই ফাইলিং, পেনশন ও আনুতোষিক নির্ধারণ, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন (তাত্বিক), বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন (তাত্বিক), বিভিন্ন প্রকার অবসর, বিভিন্ন প্রকার ছুটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮সরকারী ক্রয় ব্যবস্থাপনা ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬, আর্থিক ক্ষমতা উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট, SDG-4 বাস্তবায়ন কৌশল পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮সরকারী ক্রয় ব্যবস্থাপনা ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬, আর্থিক ক্ষমতা উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট ইত্যাদি।
প্রধান ও জেলা কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণেরকর্মদক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ	৪.০১.২০২২ হতে ১০.০১.২০২২	২৯ জন	
প্রধান ও জেলা কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ	২০.০১.২০২২ হতে ২৬.০১.২০২২	২৮ জন	
প্রধান ও জেলা কার্যালয়ের (৩য় শ্রেণির) কর্মচারীগণের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ	০১.০৩.২০২২ হতে ০৭.০৩.২০২২	৩৫ জন	
প্রধান ও জেলা কার্যালয়ের (৩য় শ্রেণির) কর্মচারীগণের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ	২৪.০৩.২০২২ হতে ৩০.০৩.২০২২	৩৭ জন	
প্রধান ও জেলা কার্যালয়ের (৪র্থ শ্রেণির) কর্মচারীগণের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ	২৪.০৫.২০২২ হতে ২৭.০৫.২০২২	৩৫ জন	
১জন কর্মকর্তাসহ ৩য় ও ৪র্থ কর্মচারীগণের শ্রেণির সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ	০৫.০৬.২০২২ হতে ০৯.০৬.২০২২	২০ জন	

সেমিনার/ওয়ার্কসপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত) :

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেনিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
২৬ এপ্রিল ২০২২ তারিখে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোরভবিষ্যৎ পরিকল্পন্থ সংক্রান্ত সেমিনার	১৮ জন
০৫ জুন ২০২২ তারিখে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোরভবিষ্যৎ পরিকল্পন্থ শীর্ষক ২য় সেমিনার	৩৫ জন
১৪ জুন ২০২২ তারিখে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় স্থায়ী কর্মসূচি ভিত্তিক কার্যক্রমের গুরুত্ব শীর্ষক সেমিনার	৩৫ জন

৩.১০ মনিটরিং কার্যক্রম:

চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪) এর আওতায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আউট অব স্কুল চিলড্রেন কর্মসূচি ৬৪ জেলার ৩৪৫টি উপজেলা, ১২টি সিটি কর্পোরেশন ও ৩টি পৌরসভার মধ্যে ৬০টি জেলার ৩২৬টি উপজেলার ১২টি সিটি কর্পোরেশন ও ৩টি পৌরসভায় চলমান কর্মসূচি মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সহকারী পরিচালক এবং ব্যুরো'র প্রধান কার্যালেয়ের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক নিয়মিত পরিদর্শন করছেন। এ ছাড়াও Specialized Agency হিসেবে নিয়োজিত শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর মাধ্যমে নিয়োগকৃত মনিটরিং টিম কর্তৃক ইতোমধ্যে, আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশণ কার্যক্রম চালু হওয়ার পর থেকে ঢাকা, গাজীপুর, কিশোরগঞ্জ, পঞ্চগড়, দিনাজপুর, রংপুর, সিলেট, নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, খুলনা, সাতক্ষীরা, মাগুরা, বরিশাল, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, রাজশাহী, নাটোর ও নওগাঁ জেলার কর্মসূচি সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। এছাড়া জয়পুরহাট, চাপাইনবাবগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, যশোর, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, রাজবাড়ি, মাগুরা এবং টাঙ্গাইল জেলার শিখন কেন্দ্রসমূহ শতভাগ পরিদর্শন করা হয়েছে।

৩.১১ তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম :

- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর ওয়েব পোর্টাল বাংলা ও ইংরেজিতে উন্নীত করা হয়েছে যার এড্রেস www.bnfe.gov.bd
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর ওয়েব পোর্টালে 'ইনোভেশন' সেবা বক্স নিয়মিত আপডেট করা হয়েছে।
- ইনোভেশন ত্রৈমাসিক/অর্ধবার্ষিক/বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত ও তথ্য বাতায়নে প্রকাশ করা হয়েছে।
- ইনোভেশন এর আওতায় ডিজিটাল সেবা ও সেবা সহজিকরণ করে ওয়েব পোর্টালের ডানদিকে লিংক করা হয়েছে।
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ত্রৈমাসিক/অর্ধবার্ষিক/বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন তথ্য বাতায়নে প্রকাশ করা হয়েছে।
- জাতীয় শুদ্ধাচার ও নৈতিকতা কমিটির ত্রৈমাসিক/অর্ধবার্ষিক/বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন তথ্য বাতায়নে প্রকাশ করা হয়েছে।

- তথ্য অধিকার ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাসহ ওয়েব পোর্টালের সকল সেবা বক্স নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়।
- যাবতীয় অফিস আদেশ, প্রজ্ঞাপন বিজ্ঞপ্তি ওয়েবে প্রকাশ করা হয়।
- মন্ত্রণালয় ও জেলা পর্যায়ের সাথে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ওয়েব পোর্টালে আপলোড করা হয়েছে।
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সংক্রান্ত উদ্ভাবনী ধারণা অনলাইনে নিয়মিত আহবান করা হয়।
- বিভিন্ন ডকুমেন্টারি, প্রকাশনা যথাসময়ে ওয়েব পোর্টালে আপলোড করা হয়।
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর ৩৫৮টি প্রকাশনা/বই/ডকুমেন্ট ই-লাইব্রেরির এর আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

৩.১২ তথ্য অধিকার সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ বাস্তবায়ন :

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোতে ২০২১-২০২২ এ তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমসমূহ হলো :

১) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় চাহিত ০৫টি তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে।
২) তথ্য অধিকার আইন ও বিধি বিধান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে লিফলেট প্রচার করা হয়েছে ।
৩) তথ্য অধিকার আইন ও বিধি বিধান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে পোস্টার মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে ।
৪) তথ্য অধিকার আইন ও বিধি বিধান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ।
৫) তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ০৩টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে ।
৬) স্ব-প্রণোদিত তথ্যের তালিকা হালনাগাদ করে ওয়েবসেইটে প্রকাশ করা হয়েছে ।
৭) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসারে যাবতীয় তথ্যের ক্যাটাগরি ও ক্যাটালগ তৈরি এবং হালনাগাদকরণ করা হয়েছে ।

৩.১৩ সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণের আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর গৃহীত কর্মসূচি:

অবহিতকরণ কর্মশালা:

সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণের অংশ হিসেবে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়নভিত্তিক ‘আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন’ বিষয়ক অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। মাঠ পর্যায়ে আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন কর্মসূচি বাস্তবায়ন বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা নিশ্চিত করার জন্য অবহিতকরণ কমর্শালা অনুষ্ঠিত হয়। অবহিতকরণ কর্মশালাগুলোতে স্থানীয় সংসদ সদস্য, জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসন, সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সমাজকর্মী, কমিউনিটির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধি, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক, সুশীল সমাজ অংশগ্রহণ করেন। অবহিতকরণ কর্মশালাগুলোতে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে ‘আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন বিষয়ে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হয়।

নির্বাচিত শিখনকেন্দ্রের ক্যাচমেন্ট এরিয়া/কমিউনিটি পর্যায়ে গণসংযোগ:

নির্বাচিত শিখনকেন্দ্রের ক্যাচমেন্ট এরিয়া/কমিউনিটিতে অবস্থিত শিক্ষার্থীদের পিতা-মাতা, অভিভাবক এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকা ইত্যাদি তৃণমূল পর্যায়ের জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ ও সম্পৃক্ত করার জন্য গণসংযোগ করা হয়। প্রতিটি শিখনকেন্দ্রের জন্য ৭-১১ জন সদস্য বিশিষ্ট সিএমসি গঠন করা হয়েছে। কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যালোচনা ও কেন্দ্রের কার্যক্রমের যথাযথ বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এ কমিটির প্রতি দুই মাসে একবার সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

শিক্ষাতথ্য ও যোগাযোগ উপকরণ (IEC Materials**):**

সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম যেমন-ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচারণা, সভা, কর্মশালা, সমাবেশ, গণজমায়েত ইত্যাদি কার্যক্রমকে সফল করার জন্য ব্রশিউর, পোস্টার, স্টিকার, লিফলেট, ডিজিটাল ব্যানার, অডিও-ভিজুয়্যাল ডকুমেন্টারি, রেডিও ফিচার, পাওয়ার-পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাতথ্য ও যোগাযোগ উপকরণ বা Information Education Communication (IEC) উপকরণ তৈরি এবং প্রচার করা হয়। 'আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রাম বিষয়ে স্পেশালাইজড এজেন্সি (এসএ) কর্তৃক তৈরিকৃত ডকুমেন্টরির লিংক:

https://www.youtube.com/channel/UCDiKkH6N5sPaYlcyFgU1piQ/videos

নিউজ লেটার প্রকাশ :

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়োগ, যোগদান, দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনারসহ বিভিন্ন সংবাদ ও প্রতিবেদন প্রকাশের প্রত্যয় নিয়ে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ২০১৯ সালের জানুয়ারি-মার্চ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বার্তা নামক নিউজ লেটারের ১ম সংখ্যা প্রকাশ করা হয় যা অদ্যাবধি অব্যাহত রয়েছে।

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) বৈশ্বিক মহামারী মোকাবেলায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম:

(ক) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র প্রবেশ পথে জীবানুনাশক টানেল স্থাপন;
(খ) সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী ও আগত অতিথিবৃন্দকে থার্মাল স্ক্যানারের মাধ্যমে তাপমাত্রা পরিমাপকরণ;
(গ) করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ ও সচেতনতামূলক ব্যানার তৈরি;
(ঘ) সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও জীবানুনাশক বিতরণ;
(ঙ) সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে মাস্ক বিতরণ ও ব্যবহার নিশ্চিত করণ;
(চ) নো মাস্ক নো সার্ভিস নিশ্চিতকরণ;
(ছ) পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান কার্যক্রম গ্রহণ;
(জ) জীবানুনাশক স্প্রে দ্বারা আসবাবপত্র জীবানুমুক্তকরণ;
(ঝ) করোনা প্রতিরোধক ও সচেতনতামূলক প্রচারণা নিশ্চিতকরণ;
(ঞ) সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণকে কোভিড-১৯ এর টিকা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

ঘরে বসে শিখি (আউট অব স্কুল চিলড্রেন কর্মসূচি) :

কোভিড-১৯ মহামারির কারণে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য সংসদ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতার এ প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়ভিত্তিক পাঠদান কর্মসূচি "ঘরে বসে শিখি" নামক প্রচারিত অনুষ্ঠান কার্যক্রমে আউট অব স্কুল চিলড্রেন কর্মসূচির শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করা হয়েছে। পাইলটকৃত ০৬টি জেলার ডিসেম্বর ২০২১ মাসে 'ঘরে বসে শিখি' কার্যক্রম অনুসরণকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২২,০৩৩জন।

৩.১৪ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র সমাপ্ত ও চলমান উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহ :

ক) প্রকল্পের নাম: মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা)
Basic Literacy Project (64 Districts)

১.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	
২.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো	
৩.	প্রকল্পের মোট বরাদ্দ	মূল DPP অনুযায়ী (লক্ষ টাকায়)	RDPP অনুযায়ী (লক্ষ টাকায়)
	মোট	৪৫২৫৮.৬২	৪৫৮৭৭.৫৮
	জিওবি	৪৫২৫৮.৬৮	৪৫৮৭৭.৫৮
৪.	প্রকল্পের মোট ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	৪৩৯৪৭.৮৬	
৫.	২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	১২৩৭৮.৫৮	
৬.	অর্থায়নের উৎস	সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের (জিওবি) অনুদান	
৭.	প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল :	ফেব্রুয়ারি ২০১৪ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত	
৮	প্রকল্প এলাকা	দেশের ৬৪ জেলা নির্বাচিত ২৪৮টি উপজেলা	
৯.	প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ	➢ দেশের ৬৪ জেলার নির্বাচিত ২৫০ (সংশোধিত ২৪৮)টি উপজেলার ১৫-৪৫ বছর বয়সী ৪৫ লক্ষ (সংশোধিত ৪৪.৬০ লক্ষ) নিরক্ষর ও শিক্ষার সুবিধা বঞ্চিত কিশোর-কিশোরী ও বয়স্ক নারী-পুরুষকে মৌলিক সাক্ষরতা প্রদান করা; ➢ দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের ভুমিকা রাখা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা, ৭ম-৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং এসডিজি-৪ অর্জন ভূমিকা পালন; ➢ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নীতি ২০০৬, জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০ এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪ বাস্তবায়নে অবদান রাখা; ➢ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিয়োজিত সংস্থার/প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখা; ➢ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ এবং সরকারি-বেসরকারি সহযোগিতার উন্নয়ন/প্রসার ঘটানো; ➢ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় স্থানীয় জনসাধারণের অংশগ্রহণ এবং জিও এনজিও সহযোগিতার বৃদ্ধি করা।	
১০.	প্রকল্পের লক্ষ্য জনগোষ্ঠী	দেশের ৪৫ লক্ষ নিরক্ষর নারী পুরুষ যাদের বয়স ১৫-৪৫ বছর।	
১১.	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	**১ম ধাপ**: ➢ প্রকল্পের ১ম ধাপে ৬৩টি জেলার প্রকল্পভুক্ত ১৩৪টি উপজেলায় ৩৯,৩৩৪টি শিখন কেন্দ্রের মাধ্যমে ২৩,৬০,০৪০ জন শিক্ষার্থীকে মৌলিক সাক্ষরতা প্রদান করা হয়েছে। ➢ শিক্ষার্থীদের পাঠদান কার্যক্রম ৩০ জুন ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। এসেসমেন্ট এজেন্সি (Third Party) কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের চূড়ান্ত মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে।	

		২য় ধাপ: ➢ প্রকল্পের দ্বিতীয় ধাপে 'মুজিববর্ষ" উপলক্ষ্যে ৬০টি জেলার ১১৪টি উপজেলার নির্ধারিত ২১ লক্ষ নিরক্ষর নারী-পুরুষের ০৬(ছয়) মাস ব্যাপী পাঠদান কার্যক্রম গত ০৮ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে শুরু হয়ে গত ০৭ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। ৩৫,০০০টি শিখন কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০৫৪৭৬৩ জন শিক্ষার্থীকে মৌলিক সাক্ষরতা প্রদান করা হয়েছে। ➢ কর্ম অঞ্চল ভিত্তিক নিয়োজিত ৪টি Assesment Agency (Third party) এর মাধ্যমে ৩৫ হাজার শিখন কেন্দ্রের ২১ লক্ষ শিক্ষার্থীর অর্জিত পাঠের মধ্যবর্তী ও চূড়ান্ত মূল্যায়ন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের পাঠের অগ্রগতি ৯৭.৮৫ (নারী-৯৮.২০%, পুরুষ-৯৭.৪৯)।	
১২.	অর্জন	➢ মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) এর আওতায় দেশের ৬৪ জেলার নির্বাচিত ২৪৮টি উপজেলায় ১৫-৪৫ বছর বয়সী ৪৪,১৪,৮০৩ জন লক্ষ নিরক্ষর কিশোর-কিশোরী ও বয়স্ক নারী পুরুষকে মৌলিক সাক্ষরতা প্রদান করা হয়েছে। ➢ প্রকল্পের আওতায় নিরক্ষর নারী পুরুষদের মৌলিক সাক্ষরতা প্রদানের মাধ্যমে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের পাশাপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার নিশ্চিত করা এবং ৭ম ও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং অর্জন নিশ্চিত করতে অবদান রেখেছে।	

(খ) **প্রকল্পের নাম: পিইডিপি-৪ এর সাব-কম্পোনেন্ট ২.৫ Out of School Children কার্যক্রম :**

১.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	
২.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো	
৩.		মূল DPP অনুযায়ী (লক্ষ টাকায়)	RDPP অনুযায়ী (লক্ষ টাকায়)
	প্রকল্পের মোট বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	৩২৬০২৮.০২	১৬৩৭৯৫.৯০
	জিওবি	২০৫৯০১.০০	৮৯৩২৫.৫২
	আরপিএ	১১১৮২৭.০০	৭১৯৮৯.৩৭
	ইউনিসেফ প্যারালাল ফান্ড	৮৩০০.০০ লক্ষ	২৪৮১.০১
৪.	২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ব্যয়	১২৫৪২.৮৪.০০ লক্ষ	
৫.	অর্থায়নের উৎস	বাংলাদেশ সরকার (জিওবি এবং আরপিএ) ও ইউনিসেফ প্যারালাল ফান্ড	
৬.	প্রকল্প বাস্তবায়নকাল :	জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২৩	
৭.	প্রকল্প এলাকা	দেশের ৬৪ জেলার ৩৪৫টি নির্বাচিত উপজেলা এবং ১৫টি শহর এলাকা।	
৮.	প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ	➢ উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে বিদ্যালয় বর্হিভূত (ঝরেপড়া এবং ভর্তি না হওয়া) ৮-১৪ বছর বয়সী শিশুদেরকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য দ্বিতীয় বার সুযোগ দেয়া এবং	

		আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মূলধারায় নিয়ে আসা। ➢ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপণের পর কারিগরি/মানসম্মত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে উৎপাদনশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।	
৯.	আউট অব স্কুল চিলড্রেন কার্যক্রমের লক্ষ্য জনগোষ্ঠী	৮-১৪ বছর বয়সী ১০ লক্ষ বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু (প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে ঝরেপড়া এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কখনো ভর্তি না হওয়া শিশু)।	
১০.	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	➢ পিইডিপি-৩ থেকে আগত ১ লক্ষ শিশুর শিক্ষা কার্যক্রম মার্চ ২০২২ মাসে সমাপ্ত হয়েছে। ➢ অবশিষ্ট ৯ লক্ষ শিশুর জন্য গত ১৫ ডিসেম্বর হতে পর্যায়ক্রমে ৫৩টি জেলায় শিখন কেন্দ্রের কার্যক্রম চালু হয়েছে। ➢ এ পর্যন্ত ৬৪ জেলার ৩৪৬টি উপজেলায় এবং ১২টি সিটি কর্পোরেশনসহ ৩টি নির্বাচিত পৌরসভায় মোট ২০৭৩১টি শিখন কেন্দ্র চালু হয়েছে। এ সকল কেন্দ্রের মাধ্যমে মোট ৫,৬৫,৯৮৭ জন ঝরেপড়া ও বিদ্যালয় বর্হিভূত শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের কাজ চলমান রয়েছে।	

৩.১৫ এসডিজি বাস্তবায়ন কার্যক্রম:

এসডিজি অর্জনের লক্ষ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সম্প্রসারণ ও প্রসারে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র আওতায় মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) এর দেশের ৬৪ জেলার নির্বাচিত ২৪৮টি উপজেলায় ১৫-৪৫ বছর বয়সী ৪৪.৬০ লক্ষ নিরক্ষর কিশোর-কিশোরী ও বয়স্ক নারী পুরুষকে মৌলিক সাক্ষরতা প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের ১ম ধাপে ২৩,৬০,০৪০ জন এবং ২০২১-২২ অর্থ বছরে ২য় ধাপে 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষ্যে ২১ লক্ষ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২০,৫৪,৭৬৩ জন নিরক্ষর নারী পুরুষ সাক্ষরতা অর্জন করেছে। নিরক্ষর নারী পুরুষদের মৌলিক সাক্ষরতা প্রদানের মাধ্যমে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের পাশাপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার নিশ্চিত করা এবং ৭ম ও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও অর্জন নিশ্চিত করতে অবদান রেখেছে।

চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪) এর সাব-কম্পোনেন্ট ২.৫ আউট অব স্কুল চিলড্রেন কার্যক্রমের লক্ষ্য জনগোষ্ঠি ৮-১৪ বছর বয়সী ১০ লক্ষ বিদ্যালয় বহির্ভূত (প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে ঝরেপড়া এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কখনো ভর্তি না হওয়া শিশু)। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে পিইডিপি-৩ থেকে আগত ১ লক্ষ শিশুর শিক্ষা কার্যক্রম মার্চ ২০২২ মাসে সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ৯ লক্ষ শিশুর জন্য গত ১৫ ডিসেম্বর হতে পর্যায়ক্রমে ৫৩টি জেলায় শিখন কেন্দ্রের কার্যক্রম চালু হয়েছে। এ পর্যন্ত ৬৪ জেলার ৩৪৫টি উপজেলায় এবং ১২টি সিটি কর্পোরেশনসহ ৩টি নির্বাচিত পৌরসভায় মোট ২০,৭৩১টি শিখন কেন্দ্র চালু হয়েছে। এ সকল শিখন কেন্দ্রের মাধ্যমে মোট ৫,৬৫,৯৮৭ জন বিদ্যালয় বর্হিভূত শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হবে। ৭ম ও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং এসডিজি-৪ এর সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। সার্বিকভাবে বলা যায়, বিগত ২০২১-২২ অর্থবছরে সরকারের বাজেট অনুযায়ী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সম্পর্কিত শিখন কার্যক্রম বাস্তবায়নে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো তথা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

৩.১৬ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, মাননীয় প্রতিমন্ত্রীসহ কর্মকর্তাগণের আন্তরিক সহযোগিতা ও উদ্যোগে এবং দিকনির্দেশনায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বুরোর ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। ব্যুরোর জনবল কাঠামো শক্তিশালীকরণ, সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ ও সক্ষমতার আলোকে নিয়মিত কার্যক্রম (Regular operational activities) গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ইত্যাদি বিষয় কর্ম-পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা, সাক্ষরতা দক্ষতা ও বাজার চাহিদা অনুযায়ী জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। যার মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করা সম্ভব হবে।

একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবন

৪.০ ভূমিকা

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি একটি শীর্ষ প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৮ সালে "মৌলিক শিক্ষা একাডেমী" নামে এর যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) হিসেবে নামকরণ করা হয় এবং ২০০৪ সালের ১ অক্টোবর থেকে প্রতিষ্ঠানটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এসডিজি ৪ এর লক্ষ্যমাত্রা সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নেপ প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও শিক্ষকগণের জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন প্রকারের পেশাগত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আয়োজন করে থাকে। তাছাড়া প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের উপায় নির্ণয় ও সুপারিশ প্রণয়নের জন্য গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। গবেষণালব্ধ তথ্য উপাত্তের উপর ভিত্তিতে নেপ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সহযোগিতা করে থাকে। নেপ দেশের ৬৪ জেলায় অবস্থিত ৬৭টি পিটিআই এ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ১৮ মাস ব্যাপী ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) প্রশিক্ষণ কোর্স এবং এক বছর মেয়াদী সি-ইন-এড কোর্স পরিচালনায় সক্রিয় ভূমিকা রাখছে। নেপ উক্ত কোর্সসমূহের কারিকুলাম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে দায়িত্ব পালন করছে। এছাড়া সরকার ও দেশি বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সাথে নেপ কর্মকর্তাগণ যৌথভাবে বিভিন্ন গবেষণা, সভা-সেমিনার এবং ওয়ার্কশপ আয়োজন করে থাকে।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) ক্যাম্পাসের একাংশ

৪.১ রূপকল্প (Vision):

মানসম্মত প্রশিক্ষণ ও গবেষণা

অভিলক্ষ্য (Mission):

প্রশিক্ষণ ও গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন।

৪.২ কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ

১. বুনিয়াদি, মৌলিক, ইনডাকশন এবং অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান
২. ডিপিএড বোর্ড এর মাধ্যমে পিটিআইসমূহে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা
৩. প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনা
৪. অভ্যন্তরিণ স্থাপনা/স্থাপনাসমূহের নির্মাণ ও মেরামত কাজ

৪.৩ নেপ বোর্ড অব গভর্নরস

নেপ পরিচালনার জন্য ১৪ সদস্যের বোর্ড অব গভর্নরস রয়েছে। বোর্ড অব গভর্নরস নেপ-এর যাবতীয় কার্যক্রমের অনুমোদন প্রদানের সর্বোচ্চ ফোরাম। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নেপ বোর্ড অব গভর্নরস- এর চেয়ারম্যান এবং মহাপরিচালক, নেপ সদস্য সচিব।

নেপ বোর্ড অব গভর্নরস-এর সদস্যগণের তালিকা:

১.	সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান
২.	যুগ্ম সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ	সদস্য
৩.	যুগ্ম সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	রেক্টর, বিপিএটিসি মহোদয়ের প্রতিনিধি (এম.ডি.এস পদমর্যাদার নিম্নে নয়)	সদস্য
৫.	যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
৭.	চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড	সদস্য
৮.	অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি	সদস্য
৯.	পরিচালক (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
১০.	জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ	সদস্য
১১.	বেগম রাশেদা খানম, সাবেক উপাধ্যক্ষ, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (মহিলা)	সদস্য
১২.	জনাব আজিজ আহমেদ চৌধুরী, অবসরপ্রাপ্ত মহাপরিচালক, ডিপিই	সদস্য
১৩.	প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুল হালিম, পরিচালক, শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১৪.	মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি	সদস্য সচিব

৪.৪ সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস

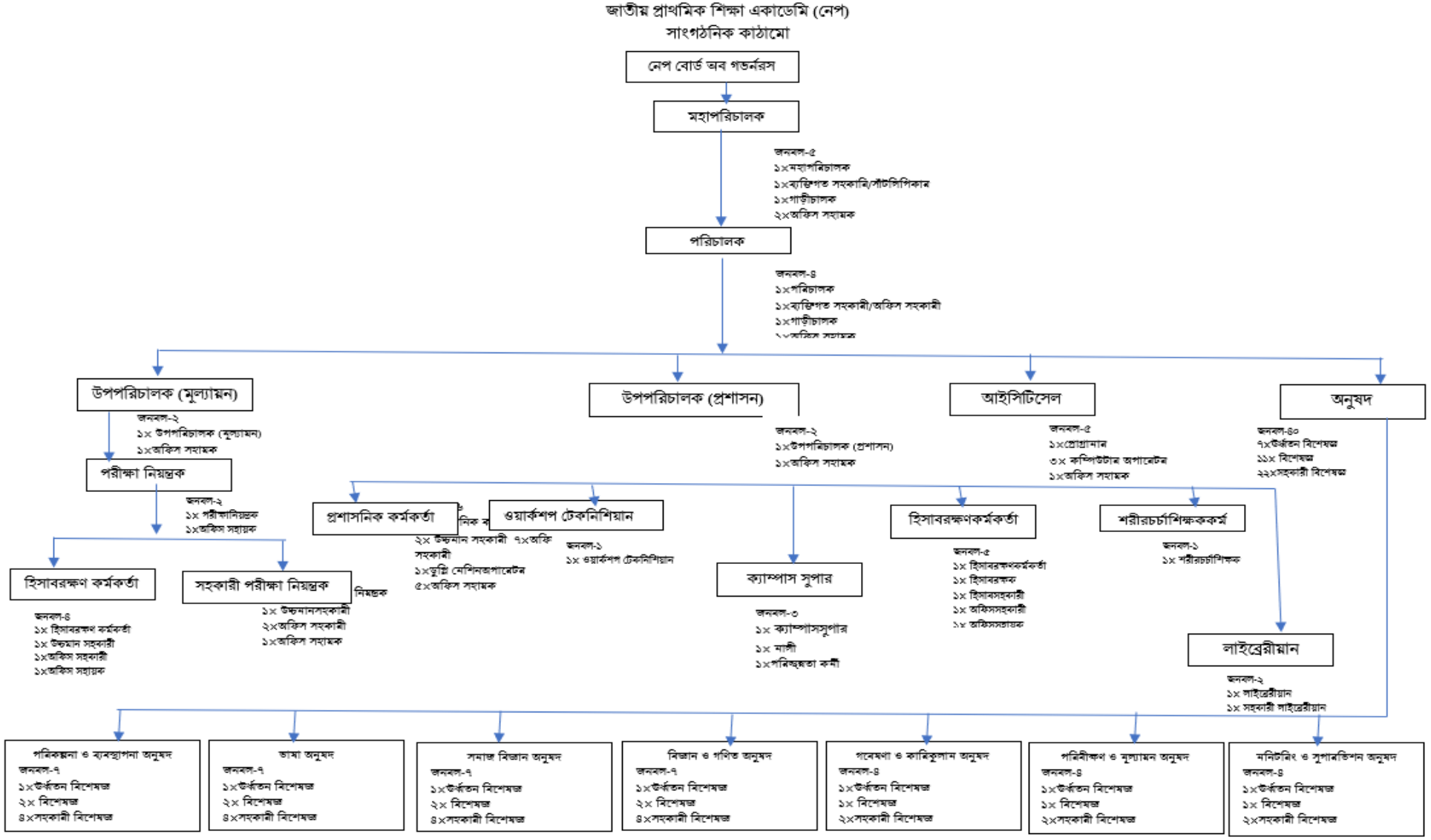

৪.৫ প্রধান কার্যাবলি

১. প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে বার্ষিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
২. প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে তার সমাধানের জন্য গবেষণা পরিচালনা
৩. প্রাথমিক শিক্ষার নবনিযুক্ত প্রধান শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশন / বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান
৪. শিক্ষক প্রশিক্ষণ কারিকুলাম প্রণয়ন এবং সে লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ সামগ্রীর উন্নয়ন ও বিস্তরণ ঘটানো এবং প্রশিক্ষণ প্রদান
৫. প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের শিক্ষাক্রম এর উন্নয়ন/পরিমার্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান
৬. প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সেমিনার, সভা, ওয়ার্কশপ, সম্মেলন এর আয়োজন ও অংশগ্রহণ করা
৭. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ ইউনিট, এনসিটিবি, পিটিআই ও ইউআরসি এর সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে অংশগ্রহণ

☐ কার্যাবলি বাস্তবায়নে নিয়োজিত অনুষদসমূহ:

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির প্রশিক্ষণ-গবেষণা কর্মকান্ড একাডেমির নিম্নবর্ণিত ৭টি অনুষদের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে:

১. পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা অনুষদ
২. ভাষা অনুষদ
৩. সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ
৪. বিজ্ঞান ও গণিত অনুষদ
৫. গবেষণা ও পাঠক্রম উন্নয়ন অনুষদ
৬. মনিটরিং ও সুপারভিশন অনুষদ
৭. টেস্টিং এন্ড ইভালুয়েশন অনুষদ

৪.৬ বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত, ব্যয়িত এবং অব্যয়িত অর্থের বিবরণ:

২০২১-২২ অর্থ বছরে বরাদ্দ (সংশোধিত)	ব্যয়কৃত টাকার পরিমাণ	ব্যয়ের হার (%)	মন্তব্য
৮,২৭,০০,০০০.০০	৬,৯৮,৩০,৩৮১.৫০	৮৪.৪৪	

৪.৭ মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, আমাদের মহান স্বাধীনতার স্থপতি, বাঙ্গালী জাতির অবিসংবাদিত নেতা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে বছরব্যাপী নিম্নোল্লেখিত অনুষ্ঠানসমূহ আয়োজনের মাধ্যমে জাতির পিতার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে জাতির পিতার জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের বিশ্লেষণমূলক নিবন্ধ সম্বলিত প্রাথমিক শিক্ষা বার্তার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়।
- যথাযোগ্য মর্যাদায় ১৫ ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উদযাপন করা হয়।
- জাতির পিতার জন্ম শতবার্ষিকী এবং আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ৫০তম বিজয় দিবস যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যসহ উদযাপন করা হয়।
- মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ২০২২ উপলক্ষ্যে ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কিত আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

- ৭ই মার্চ ২০২২ জাতির পিতার কালজয়ী '৭ই মার্চের ভাষণ' ইনডোর ও আউটডোর প্রচারণার ব্যবস্থা করা হয়। স্থানীয় সার্কিট হাউস সংলগ্ন জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।
- ১৭ মার্চ ২০২২ জাতির পিতার জন্ম শতবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন করা হয়।
- ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে জাতির পিতার নেতৃত্ব, রাজনীতি এবং তাঁর মহান কর্মজীবনের উপর আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।
- জাতির পিতার জন্ম শতবার্ষিকী এবং আমাদের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ও সেমিনার আয়োজন।

৪.৮ উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

☐ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performence Agreement), ২০২২-২৩ সম্পাদন

জুন ২০২২ খ্রি. তারিখে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রমসমূহ চলমান।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাকির হোসেন, এম.পি. ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম খান ও জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব) ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর করেন।

☐ শিক্ষক প্রশিক্ষণ

- ডিপিএড ২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষে প্রথম ও দ্বিতীয় শিফট-এ মোট ১৮,৬২২ জন প্রশিক্ষণার্থী চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে কোর্স সম্পন্ন করেছেন।
- ডিপিএড ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষে দুই শিফটে ১১,৩৮০ জন প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের প্রশিক্ষণ পিটিআইসমূহের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।
- সি-ইন-এড কোর্সে জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০২২ শিক্ষাবর্ষে ৪টি সরকারি (নারায়নগঞ্জ, শেরপুর, বগুড়া, বান্দরবান) পিটিআই-এ মোট ২২২ জন প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের প্রশিক্ষণ চলমান।

☐ পেশাগত প্রশিক্ষণ

জাতীয় প্রাথমকি শিক্ষা একাডেমি কর্তৃক পরিচালিত পেশাগত প্রশিক্ষণ, ২০২১-২২ (এক নজরে):

২০২১-২০২২ অর্থবছরে পরিচালিত প্রশিক্ষণ

ক্রমিক	প্রশিক্ষণ/কর্মশালার শিরোনাম নাম	মেয়াদ	পুরুষ	মহিলা	মোট
১	নবনিযুক্ত পিটিআই ইনস্ট্রাক্টরগণের ইনডাকশন প্রশিক্ষণ	৩০ দিন	৫০	৩০	৮০
২	ইন্টারেকটিভ স্মার্টবোর্ড সমৃদ্ধ ডিজিটাল স্মাট ক্লাসরুম বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৩ দিন	১৯	০৫	২৪

☐ এপিএ ২০২১-২২ এর লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক ২০২১-২০২২ অর্থবছরে পরিচালিত প্রশিক্ষণ-কর্মশালা:

ক্রমিক	প্রশিক্ষণ/কর্মশালার শিরোনাম	সময়কাল	পুরুষ	মহিলা	মোট
১	নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	০২ দিন	২৯	০৬	৩৫
২	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	০১ দিন	৩৮	০৯	৪৭
৩	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা ও সফটওয়ার ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা	০২ দিন	২৭	০৯	৩৬
৪	৪র্থ শিল্পবিপ্লব এর সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা	০২ দিন	২৮	১০	৩৮
৫	তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা	০১ দিন	২৮	০৭	৩৫
৬	সেবাদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা	১দিন	২৮	০৯	৩৭
৭	ই-গভর্নেন্স ও সেবা সহজিকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা	১দিন	৩২	০৮	৪০
৮	বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন (এসিআর) বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা	১দিন	২৯	০৬	৩৫
৯	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা	১দিন	৩২	০৮	৪০
১০	গুগল ফরম ম্যানেজমেন্ট এবং সরকারি চাকুরী বিধিমালা, ২০১৮ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা	১দিন	৩৪	০৮	৪২

☐ সম্পাদিত গবেষণাসমূহ:

রাজস্ব খাতের আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি কর্তৃক নিম্নোল্লেখিত দুইটি গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে।

১. সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোভিডকালীন নিরাময়মূলক ত্বরান্বিত শিখন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অবস্থা যাচাই

২. Measuring Teacher Effectiveness for Primary Teachers in Bangladesh

☐ প্রকাশনা

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি দেশের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ের একমাত্র শীর্ষ প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান। প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে প্রশিক্ষণ আয়োজন ও গবেষণা সম্পাদনের পাশাপাশি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্ত সকল দপ্তরের কর্মকান্ডের প্রচারের জন্য 'প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা' নামক নিউজলেটার এবং গবেষণামূলক নিবন্ধ সমৃদ্ধ বাৎসরিক জার্নাল Primary Education Journal নিয়মিত প্রকাশ করা হয়।

☐ প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) ১৯৭৮ সালে 'মৌলিক শিক্ষা একাডেমী' হিসেবে প্রতিষ্ঠার পর 'মৌলিক শিক্ষা একাডেমী পত্রিকা' নামে অক্টোবর, ১৯৮১ সালে একটি পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে এটি 'একাডেমী-বার্তা' নামে মাসিক মুখপত্র রূপে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর থেকে এটি 'প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা' নামে অর্ধবার্ষিক প্রকাশনা হিসেবে প্রকাশিত হতে শুরু করে। 'প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা' ২০০৮ সালের ডিসেম্বর সংখ্যা থেকে 'নেপবার্তা' নামে প্রকাশিত হতে শুরু করে এবং নিরবচ্ছিন্ন ভাবে জানুয়ারি ২০২১ সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। বর্তমানে এটি আরও বিস্তৃত কলেবরে প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রমের সংবাদ নিয়ে আবারো 'প্রাথমিক শিক্ষাবার্তা' নামে প্রকাশিত হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত কার্যক্রম সমূহের একটি সার্বিক চিত্র 'প্রাথমিক শিক্ষাবার্তা'য় প্রতিফলিত হয়।

২০২১-২০২২ মুজিববর্ষ উপলক্ষে 'প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা' বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়। এই সংখ্যায় প্রাথমিক শিক্ষায় বঙ্গবন্ধুর অবদান, বর্তামান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে গৃহীত ও বাস্তবায়িত কর্মকান্ড, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাকির হোসেন এবং সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ আমনুিল ইসলাম খান এর কার্যক্রমসমূহ বিশেষ স্থান অধিকার করে। এ ছাড়াও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, শিশুকল্যাণ ট্রাস্ট এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তাবয়ন ও পরিবীক্ষণ ইউনিট এর সংবাদ এতে স্থান পায়।

☐ প্রাইমারি এডুকেশন জার্নাল

বাৎসরিক প্রকাশনা 'প্রাইমারি এডুকেশন জার্নাল' এর মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়।

☐ মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ বিষয়ক কর্মশালা

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে কাজ করে থাকে। মাঠ পর্যায়ের প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ (স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী), গবেষণা, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, মনিটরিং ও মেন্টরিং নেপ কার্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত। প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে মাঠ পর্যায়ের চিহ্নিত সমস্যা সমাধানের জন্য গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা অন্যতম উপায়।

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে নেপ প্রতিবছর প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে আঞ্চলিক কর্মশালার আয়োজন করে থাকে। দেশের বিভিন্ন বিভাগের যে সকল জেলায় ছাত্রছাত্রী ভর্তির হার কম এবং ঝরে পড়ার হার অধিক সেসব জেলায় এরকম কর্মশালার আয়োজন করা হয়ে থাকে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে কর্মশালা আয়োজন করা সম্ভব হয়নি।

☐ মনিটরিং ও সুপারভিশন

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে কোভিড-১৯ সংক্রমণের কারণে পিটিআইসমূহে মুখোমুখি প্রশিক্ষণ বন্ধ থাকায় ৬৭টি পিটিআই-এর ডিপিএড ও সি-ইন-এড (মাগুরা ও রাজবাড়ী পিটিআই এবং হাজী কাশেম আলী বেসরকারী পিটিআই) প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনলাইনে মনিটরিং ও সার্বিক তত্তাবধান-এর জন্য জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ-এর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ মনিটরিং-এর দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া নেপ বিভিন্ন সময়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করে শিখন শেখোনো কৌশলসহ শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষকদের বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করে।

☐ উদ্ভাবনী কার্যক্রম

- সেবার মান সহজীকরণ করতে ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য দপ্তরের সাথে পত্র যোগাযোগ করা হচ্ছে।
- উদ্ভাবনী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নেপ-এর ডিপিএড প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনার কাজ ডিজিটালাইজেশন করার কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ফলে পিটিআই ও নেপ-এর সাথে ডিপিএড প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ব্যবস্থাপনার কাজ অনলাইনে সম্পন্ন হচ্ছে।
- নেপ ক্যাম্পাস ও প্রশিক্ষণ কক্ষসমূহকে ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্ক এবং সিসি ক্যামেরা নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে, এতে নিরাপত্তা ও প্রশিক্ষণ মনিটরিং সহজতর হয়েছে।
- ভিডিও কনফারেন্স/ ভার্চুয়াল মিটিং এর মাধ্যমে পিটিআই সমূহের কার্যক্রম মনিটরিং করা হচ্ছে এবং এতে কর্মসম্পাদন আরও সহজ হচ্ছে।
- পেশাগত প্রশিক্ষণ পরিচালনায় অনলাইন রেজিস্ট্রেশন চালু করা হয়েছে এতে সময় ও খরচ সাশ্রয় হচ্ছে।
- পিটিআইসমূহে প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি,রেজিস্ট্রেশন, ফরমফিলাপ, ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ অনলাইনে সম্পন্ন করা হয়। এতে সময় ও অর্থের সাশ্রয় হয়েছে।

৪.৯ এসডিজি বাস্তবায়ন কার্যক্রম

☐ *লক্ষ্য ৪: গুনগত শিক্ষা*

এসডিজি ৪ হলো " সকলের জন্য অন্তর্ভূক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি "।

এসডিজি ৪ এর দশটি লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে যা ১১ টি সূচক দ্বারা পরিমাপ করা হয়।

সাতটি "ফলাফল-ভিত্তিক লক্ষ্য" হচ্ছে -

১. বিনামূল্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা;
২.মানসম্পন্ন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় সমান প্রবেশাধিকার;
৩. প্রাইমারি সমাপ্ত সকল ছাত্র-ছাত্রীর কাঙ্খিত পঠন ও গাণিতিক দক্ষতা অর্জন;
৪.শিক্ষায় সকল বৈষম্য দূর করা;
৫. টেকসই উন্নয়ন এবং বিশ্ব নাগরিকত্বের জন্য শিক্ষা এবং
৬. অবকাঠামোসহ অন্যান্য সুযোগ বৃদ্ধিকরণ

উল্লিখিত লক্ষ্য ও সূচক বাস্তবায়নে প্রয়োজন দক্ষ কর্মকর্তা ও শিক্ষক গড়ে তোলা , দক্ষ কর্মকর্তা ও শিক্ষক তৈরিতে প্রয়োজন প্রশিক্ষণ ও গবেষণা।

প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত এসডিজি বাস্তবায়নে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি কর্তৃক শিক্ষক প্রশিক্ষণ, কর্মকর্তাগণের পেশাগত প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা ও গবেষণামূলক মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে।

৪.১০ ভবিষ্যত পরিকল্পনা

“COVID -19 Response and Recovery Plan” বাস্তবায়নের মাধ্যমে সংকটকালীন সময়ে অনলাইন-অফলাইন বা ব্লেন্ডেড পদ্ধতিতে নেপ এর কার্যক্রমসমূহ স্বাভাবিক রাখা হবে। ২০২২-২০২৩ থেকে ২০২৬-২০২৭ পর্যন্ত আগামী ৫ বছরে ৫০,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষককে পিটিআইসমূহের মাধ্যমে ডিপিএড প্রশিক্ষণ প্রদান, রাজস্ব বাজেটের আওতায় মাঠ পর্যায়ের ২০০০ কর্মকর্তাকে অনলাইন/মুখোমখি পদ্ধতিতে পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির সেবা প্রদানে ডিজিটাল ও উদ্ভাবনী পদ্ধতির সম্প্রসারণ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কারিকুলাম পরিমার্জন, যোগ্যতাভিত্তিক মূল্যায়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন অব্যাহত রাখা, অবকাঠামো (একসাথে ২০০ জন প্রশিক্ষাণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান উপযোগী ডরিমিটরি, আবাসিক ভবন, সীমানা প্রাচীর, অডিটরিয়াম, বৈদ্যুতিক ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপন ইত্যাদি) উন্নয়ন এবং প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে চিহ্নিত সমস্যাসমূহ সমাধানের উপায় বের করার লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৪.১১ উপসংহার

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা, পিটিআই সুপারিনটেনডেন্ট এবং শিক্ষকগণের সহায়তায় বিভিন্ন কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

২০২১-২২ অর্থবছরে ট্রেনিং ক্যালেন্ডারে অন্তর্ভুক্ত ট্রেনিংসমূহ অনলাইন ও ফেস-টু-ফেস পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

নেপ মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে কার্যকর করতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকমন্ডলীকে অনুপ্রাণিত করছে। নেপ এসডিজি বাস্তবায়ন, ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং ২০৪১ সনের উন্নত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনামতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট

৫.০ ভূমিকা :

ভাগ্যাহত, সুবিধাবঞ্চিত, হতদরিদ্র, নিজ প্রচেষ্টা ও শ্রমে ভাগ্যোন্নয়নে প্রয়াসী এবং ক্ষেতে-খামারে অথবা নিজ সংসারে বাবা, মা ভাই, বোনকে সহায়তা প্রদানকারী অনাধিক ১৫ বছর বয়সের শিশু ও কিশোরদের প্রাথমিক শিক্ষার মূলধারায় ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ০২/০৭/১৯৮৯খ্রিঃ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নির্বাহী আদেশে গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে **"পথকলি ট্রাস্ট"** এর কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে **"শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট"** নামকরণ করা হয়।

৫.১ রূপকল্প (Vision) ও অভিলক্ষ্য (Mission) :

(ক) সুবিধা বঞ্চিত, হতদরিদ্র ও শ্রমজীবী শিশু-কিশোরদের মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান।

(খ) নিজ প্রচেষ্টায় ও শ্রমে ভাগ্যান্নয়নে প্রয়াসী শিশু ও কিশোরদের ট্রাস্ট কর্তৃক পরিচালিত কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে কারিগরি প্রশিক্ষণ (Skill Training) **প্রদান।**

৫.২ কৌশলগত লক্ষ্য :

সুবিধা বঞ্চিত, হতদরিদ্র, শিক্ষার মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন ও শ্রমজীবী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষায় সম্পৃক্তকরণ ও পুর্ণবাসনের নিমিত্ত কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান।

৫.৩ সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস :

(ক) ট্রাস্ট দপ্তরের জনবল কাঠামো অনুযায়ী ১ জন পরিচালক, ১ জন উপ-পরিচালক ও ২ জন সহকারী পরিচালক, ১ জন প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ১ জন হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ১ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী ৭ (সাত) জন এবং চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী ৪ (চার) জনসহ সর্বমোট ১৮ (আঠারো) জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ রয়েছে।

(খ) শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ চলমান ২০৪ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২০৪ টি প্রধান শিক্ষক এর পদ, ৮৩৪ টি সহকারী শিক্ষকের পদ, ২০৪ টি অফিস সহায়ক পদ এবং ০৬ টি নৈশ প্রহরীর পদ রয়েছে।

শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট

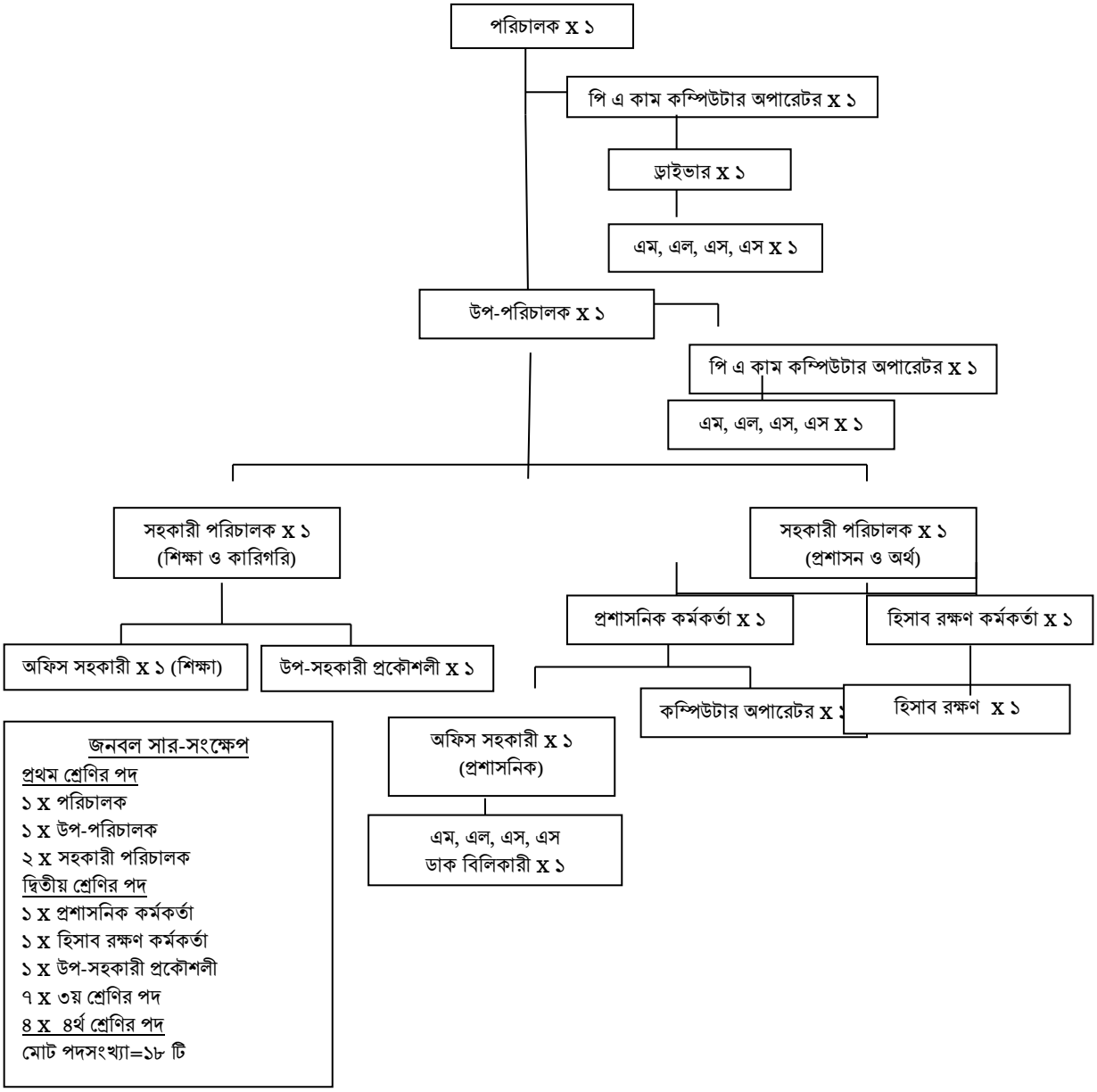

জনবল সার-সংক্ষেপ

প্রথম শ্রেণির পদ

১ x পরিচালক

১ x উপ-পরিচালক

২ x সহকারী পরিচালক

দ্বিতীয় শ্রেণির পদ

১ x প্রশাসনিক কর্মকর্তা

১ x হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা

১ x উপ-সহকারী প্রকৌশলী

৭ x ৩য় শ্রেণির পদ

৪ x ৪র্থ শ্রেণির পদ

মোট পদসংখ্যা=১৮ টি

শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়

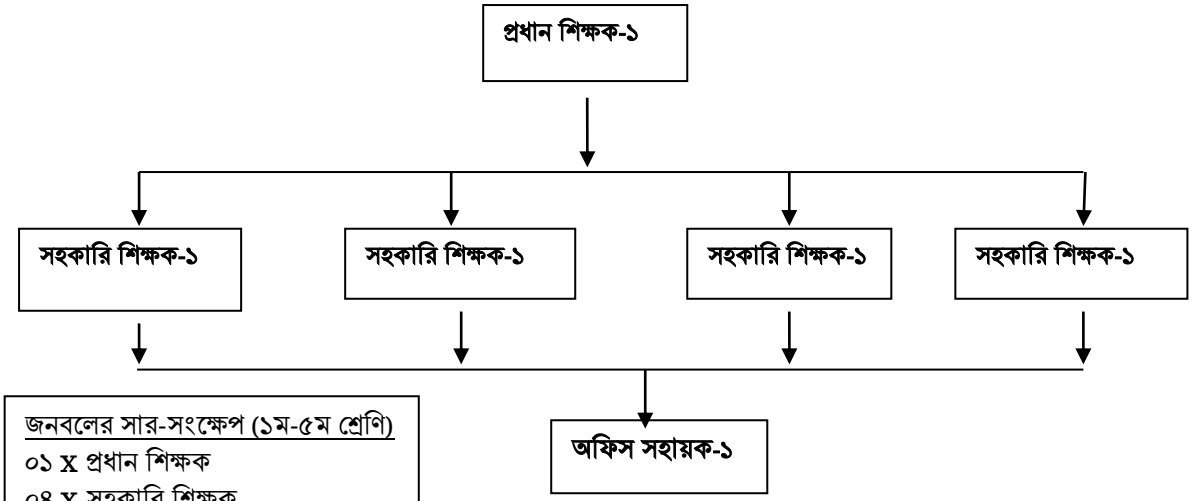

জনবলের সার-সংক্ষেপ (১ম-৫ম শ্রেণি)
০১ X প্রধান শিক্ষক
০৪ X সহকারি শিক্ষক
০১ X অফিস সহায়ক
মোট পদসংখ্যা=০৬ টি

শিশু কল্যাণ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

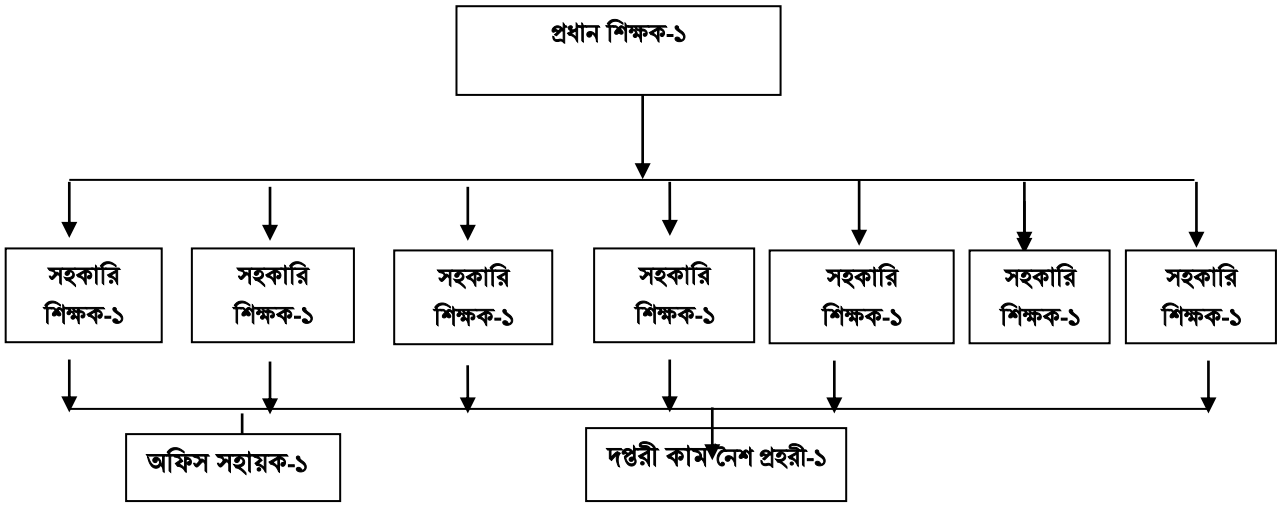

জনবলের সার-সংক্ষেপ (১ম-৮ম শ্রেণি)
০১ X প্রধান শিক্ষক
০৭ X সহকারি শিক্ষক
০১ X অফিস সহায়ক
০১ X নৈশ প্রহরী
মোট পদসংখ্যা=১০ টি

৫.৪ শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের প্রধান কার্যাবলী :

(ক) হতদরিদ্র ও শ্রমজীবী শিশুদের শিক্ষা, চিকিৎসা ও পূনর্বাসন সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(খ) হতদরিদ্র ও শ্রমজীবী শিশুদের জাতীয় কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের উপযোগী করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;

(গ) হতদরিদ্র ও শ্রমজীবী শিশুদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কারিগরি শিক্ষা কেন্দ্র এবং পূনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা;

(ঘ) ট্রাস্টের সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ;

৫.৫ বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় :

❖ **ট্রাস্টের এন্ডাউমেন্ট ফান্ডঃ**

- **সাধারণ তহবিল** : ২৬,৪৩,৮৬,০৫১.৪০
- **বৃত্তি তহবিল** : ১৪,৩৩,৭৬,৭১৭.০৬

❖ **২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বাজেটের বিবরণঃ**

❖ **প্রাথমিক ও গণিশক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাযায্য মঞ্জুরী:**

- **সংশোধিত বরাদ্দ** : ৩৮,৬২,০০,০০০.০০
- **ব্যয়** : ৩৬,২৪,৪৬,৮২১.০০

*** অব্যয়িত অর্থ ৩০-০৬-২০২২ তারিখে সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে।**

➢ **ট্রাস্টের সাধারণ তহবিল:**

- **এন্ডাউমেন্ট ফান্ডের আয় :১,১৮,৭২,৩৫০.২২**
- **সংশোধিত বরাদ্দ** : ৬,১৫,৪৮৫.০০
- **ব্যয়** : ৬,১৫,৪৮৫.০০

➢ **ট্রাস্টের বৃত্তি তহবিল**

- **এন্ডাউমেন্ট ফান্ডের আয়:৭৩,৪২,৩৭৯.৭৮**
- **বরাদ্দ** : **০০**
- **ব্যয়** : **০০**

বিঃদ্রঃ কভিড-১৯ এর কারণে ট্রাস্টের বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম স্থগিত ছিল।

৫.৬ মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম:

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সুযোগ-সুবিধাবঞ্চিত, দুঃস্থ, গরীব শিশুদের শিক্ষাদানের মাধ্যমে শতভাগে উন্নিত করার লক্ষ্যে ট্রাস্টের দৈনন্দিন কার্যক্রমের পাশাপাশি ২০২১-২০২২ অর্থবছরে নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়:

(১) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রমে শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও দপ্তর সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে।
(২) উপজেলা, জেলা, বিভাগ পর্যায়ে অনুষ্ঠিত মুজিববর্ষের কর্মসূচিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ।
(৩) শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 'স্টুডেন্টস কাউন্সিল'-কে সম্পৃক্ত করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতাসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়।

৫.৭ শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

(১) দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষে সরকারি পিটিআই হতে ৯০ জন শিক্ষককে সি.ইন.এড/ডিপিএড প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
(২) শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩য় ও ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বাংলা পঠন দক্ষতা শতভাগ অর্জনের কার্যক্রম অব্যহত রাখা;
(৩) সকল শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ কর্তৃক শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি পূরণের জন্য ওয়ার্ক সীট বিতরণ এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের "ঘরে বসে শিখি" অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা;
(৪) শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল ছাত্র-ছাত্রীকে স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের আওতায় আনয়ন;
(৫) সকল বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীকে উপবৃত্তির আওতায় আনয়ন;
(৬) বিদ্যালয়ের শিখন কার্যক্রম অনলাইন এবং অফলাইনে মনিটরিং করণ;
(৭) শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট এর ২০২০-২০২১ অর্থ বছর পর্যন্ত অডিট সম্পন্ন করণ;
(৮) শতভাগ শিক্ষক-কর্মচারিদের কোভিড-১৯ টিকা গ্রহণ সম্পন্নকরণ;
(৯) করোনাকালে সকল শিক্ষককে ভার্চুয়াল মিটিংয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বাড়িতে বসে পাঠগ্রহণ নিশ্চিত করার স্বার্থে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়ার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে;
(১০) শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিচালনা কমিটি পূন:গঠন;
(১১) করোনাকালীন সময়ে শিক্ষক/কর্মচারীদের অনলাইনে বেতন-ভাতা প্রদান;
(১২) সকল প্রকার জাতীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ;
(১৩) এপিএ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
(১৪) শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদলয়ের শিক্ষার্থী জরীপ সম্পন্নকরণ।

ট্রাস্টের উল্লেখযোগ্য কর্মসূচিসমূহ :

(ক) ট্রাস্ট কর্তৃক **বৃত্তি কার্যক্রম:** প্রতি বছর শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ২২০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তির জন্য নির্বাচিত করার বিধান রয়েছে। একবার বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীরা অধ্যয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষা ও বার্ষিক সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বৃত্তিসুবিধা ভোগ করে থাকে। মেধা কোটায় মাসিক ৭০০/- টাকা ও সাধারণ কোটায় মাসিক ৬০০/- টাকা হারে বৃত্তির অর্থ তাদের অভিভাবকের স্ব-স্ব ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে প্রদান করা হয়ে থাকে।

(খ) সরকার প্রদত্ত উপবৃত্তি: শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে অধ্যায়নরত শিক্ষার্থীদের শতভাগ উপবৃত্তি প্রদান করা হয়।

(গ) শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট আইন প্রণয়নের উদ্দ্যোগ গ্রহণ এবং ট্রাস্টের ৭২তম ট্রাস্টি বোর্ড সভায় উক্ত আইনের খসড়া অনুমোদন।

৫.৮ এসডিজি বাস্তবায়ন কার্যক্রম:

এসডিজি-৪ এ "সকলের জন্য অন্তর্ভূক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুনগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যপী শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি"-র কথা বলা হয়েছে। এটি বাস্তবায়নে শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভূমিকা রেখে আসছে। শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট সমাজের হতদরিদ্র, ভাগ্যাহত শিশু ও কিশোরদের সুবিধাজনক সময় প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির জন্য ১৯৮৯ সাল হতে শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বিদ্যালয় পরিচালিত হয়ে আসছে। শিক্ষকগণ এসকল শিক্ষার্থীর অভিভাকদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করে শ্রমজীবী শিশুদের সুবিধাজনক সময়ে বিদ্যালয় আগমন ও পাঠ গ্রহণ নিশ্চিত করেন যা সম্পূর্ণ অবৈতনিক। ফলে সকলের জন্য অন্তর্ভূক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

৫.৯ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি:

(১) সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির মধ্যে শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত ২০৪টি শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান করা হয় এবং ট্রাস্ট প্রদত্ত সাধারণ ও মেধা বৃত্তি প্রদান করা হয়।
(২) শ্রমজীবী বাবা-মার কাজের সহযোগীতায় এবং নিজেরা শ্রম দিয়ে জীবীকা অর্জনের পথ অব্যাহত রাখার পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির জন্য তাদের সুবিধাজনক সময়ে শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ পরিচালিত হয়। এতে দরিদ্র ও প্রান্তিক পরিবারের জীবিকা অর্জনের জন্য অর্থোপার্জনের সুযোগ অব্যাহত ও অবারিত থাকে।

৫.১০ ভবিষ্যত পরিকল্পনা:

দারিদ্র প্রপীড়িত, ভাগ্যাহত অথচ নিজ প্রচেষ্টা ও শ্রমের দ্বারা ভাগ্যোন্নয়নে প্রয়াসী অনধিক ১৫ বছর বয়সের শিশু ও কিশোরদের প্রাথমিক শিক্ষার মূলধারায় ফিরিয়ে আনা এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান। নো কস্ট অনলাইন মনিটরিং পদ্ধতিতে বিদ্যালয় মনিটরিং ও ফলোআপ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা। ২০২৫ সালে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩২,৪০০ জনে উন্নীত করা। শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট এর নিজস্ব আইন প্রণয়ন করা। শ্রমঘন ও শিল্প এলাকায় চাহিদামতে শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে সুবিধা বঞ্চিত শ্রমজীবী শিশুদের প্রাথমিক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান। বিদ্যালয় মনিটরিং কার্যক্রম জোরদারকরণে সকল বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় ট্রাস্ট দপ্তর সম্প্রসারণ। শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যুগোপযোগী করা।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট

৬.০ ভূমিকা:

সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণের অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে বাধ্যতামূলকভাবে সকল শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষার সমান সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেয়া। এ জন্য আইনগত বাধ্যবাধকতা অপরিহার্য হওয়ায় জাতীয় সংসদ কর্তৃক 'প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলককরণ) আইন ১৯৯০' পাশ করা হয়। এ আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের জন্য ১১.০৮.১৯৯০ খ্রি. তারিখে 'বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কোষ সৃষ্টি করা হয়। পরবর্তীতে ইউনিটের কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় বিগত ০১.১১.১৯৯২ তারিখে তৎকালীন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় কোষ শব্দটি বাদ দিয়ে ইউনিট শব্দটি প্রতিস্থাপন করে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিটে রূপান্তর করা হয়।

'প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলককরণ) আইন ১৯৯০' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে গঠিত জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড কমিটিসমূহের কেন্দ্রিয় সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনসহ অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব এ ইউনিট যথাযথভাবে পালন করে আসছে।

৬.১ রূপকল্প:
সবার জন্য মানসম্মত ও একীভূত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ।

অভিলক্ষ্য:
শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন ও সুযোগ সম্প্রসারণের মাধ্যমে সবার জন্য মানসম্মত ও একীভূত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ।

৬.২ কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ:

১. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রস্তুতকরণ ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ;
২. মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে সার্বিক সহায়তা প্রদান;
৩. সাবেক বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মৃত্যুবরণকারী/অবসরগ্রহণকারী শিক্ষকগণের এককালীন আর্থিক অবসরভাতা প্রদান;
৪. প্রাথমিক বিদ্যালয় ও প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত জেলা/উপজেলা অফিসসমূহ নিয়মিত পরিদর্শনপূর্বক মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান;
৫. সাবেক এমপিওভুক্ত রেজিস্টার্ড বেরসকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকগণ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলায় সরকারের পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা; এবং
৬. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আবেদিত চাকুরি সংক্রান্ত বিষয়সমূহ সরকারি বিধান মোতাবেক নিস্পত্তি করা।

৬.৩ সাংগঠনিক কাঠামো:

ক্রমিক নং	অনুমোদিত জনবলের বিবরণ	অনুমোদিত পদ সংখ্যা
০১	১ম শ্রেণির কর্মকর্তা	১৩ জন
০২	২য় শ্রেণির কর্মকর্তা	০১ জন
০৩	৩য় শ্রেণির কর্মচারী	১৯ জন
০৪	৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী	**২২ জন**
	মোট	**৫৫**জন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

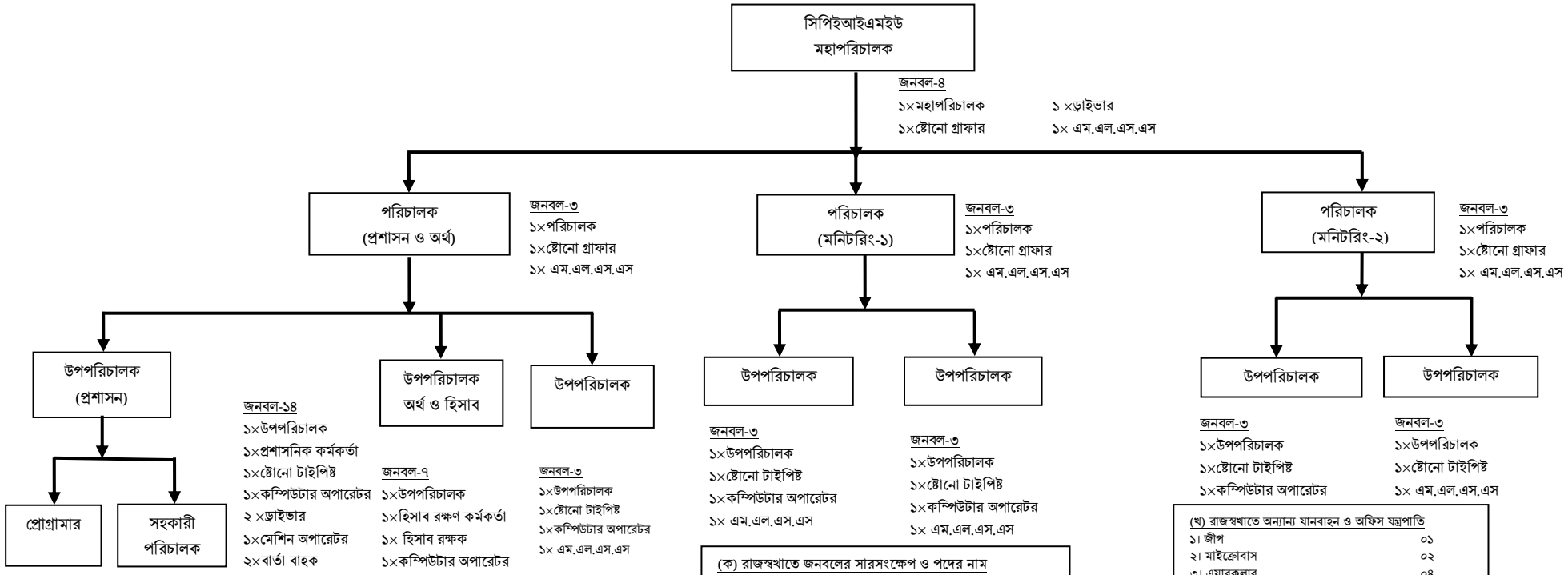

(ক) রাজস্বখাতে জনবলের সারসংক্ষেপ ও পদের নাম

১। মহাপরিচালক	০১
২। পরিচালক	০৩
৩। উপপরিচালক	০৭
৪।সহকারী পরিচালক	০১
৫। প্রোগ্রামার	০১
৬। ২য় শ্রেণি	০২
৭। ৩য় শ্রেণি	২১
৮। ৪র্থ শ্রেণি	১৯
সর্বমোট =	৫৫

(খ) রাজস্বখাতে অন্যান্য যানবাহন ও অফিস যন্ত্রপাতি

১। জীপ	০১
২। মাইক্রোবাস	০২
৩। এয়ারকুলার	০৪
৪। মটর সাইকেল	০১
৫। বাই সাইকেল	০১
৬। ইলেকট্রিক টাইপ রাইটার	০৪
৭। সার্ভার কম্পিউটার	০১
৮। কম্পিউটার	#
৯। হাব	০২
১০। ইউপিএস	০৫
১১। প্রিন্টার	#
১২। টেলিফোন	#
১৩। ইন্টারকম সেট	০১
১৪। ফ্যাক্স মেশিন	০১
১৫। ফটোকপিয়ার	০২
১৬। ডুপ্লিকেটিং মেশিন	০২
১৭। টাইপ মেশিন	#

৬.৪ ২০২১-২২ অর্থবছরে ইউনিটের প্রধান কার্যাবলী:

- **বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্টের তহবিল হতে এককালীন আর্থিক সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত:**
  বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্ট্রের তহবিল হতে (২০২১-২২ অর্থবছরে) এমপিওভূক্ত রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত/পদত্যাগকারী/মৃত্যুবরণকারী ০৮ জন শিক্ষকের এককালীন আর্থিক সুবিধাবাবদ অর্থের পরিমান ১০,৫৬,৭৪০/- (দশ লক্ষ ছাপান্ন হাজার সাতশত চল্লিশ) টাকা প্রদান করা হয়েছে।

- **মামলা সংক্রান্ত:**
  ০১.০১.২০১৩ তারিখ ২৩,৭৩৪টি এমপিওভুক্ত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের পর এ সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্তৃক সরকারকে বিবাদী করে বর্তমানে মোট ৮৭টি রীট মামলা চলমান রয়েছে। তন্মধ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে ০১টি মামলা সরকারের পক্ষে নিস্পত্তি হয়েছে।

- **মানসম্মত শিক্ষা বাস্তবায়ন:**
  ঝরে পড়ারোধসহ মানসম্মত শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ ইউনিটের কর্মকর্তা কর্তৃক ৬৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ০৬টি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ও উপজেলা শিক্ষা অফিস পরিদর্শন করে সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিল করা হয়।

৬.৫ বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়:

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিটের অনুকুলে মোট ৫,০৮,০০,০০০/- (পাঁচ কোটি আট লক্ষ) বরাদ্ধ প্রদান করা হয়েছে। তম্মধ্যে ২,৮১,০৫,০০০/- (দুই কোটি একাশি লক্ষ পাঁচ হাজার) টাকা ব্যয় করা হয়েছে ।

৬.৬ মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম:

এ ইউনিটে মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে একটি মুজিব কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে।

৬.৭ উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রম:

মুজিব বর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গত ০৮ মার্চ ২০২১ তারিখে ইউনিট কর্তৃক 'বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ-রাজনৈতিক মহাকাব্য' বিষয়ক সেমিনার ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। ইউনিটের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উক্ত সেমিনার ও আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

৬.৮ এসডিজি বাস্তবায়ন কার্যক্রম:

এসডিজি বাস্তবায়নের মূল লক্ষ্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে ইউনিটের কর্মকর্তা কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর শিক্ষার মান যাচাই ও শিখন পদ্ধতি নিবিড়ভাবে মনিটরিং করে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করে থাকে।

৬.৯ ভবিষ্যত পরিকল্পনা:

- বেসরকারি প্রাথমিক (বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যম) বিদ্যালয় নিবন্ধন বিধিমালা, ২০১১-এর আলোকে সকল বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব প্রদান।
- বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন আইন ১৯৯০ এর আলোকে এ ইউনিটের নির্ধারিত কাজ হিসাবে প্রতি ০২ বছর অন্তর শিশু জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা;
- সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক এর প্রচার ও প্রসার;
- ব্যানবেইস এর আদলে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের সকল বিদ্যালয়ের (১ম-৫ম) ছাত্র/ছাত্রী, শিক্ষক এর সংখ্যা, সমাপনী পরীক্ষার পাশের হার, ঝরে পড়ার হার পুনরায় ভর্তি ইত্যাদি তথ্য ডাটাবেজ এ অন্তর্ভুক্ত করে প্রাথমিক শিক্ষার প্রকৃত চিত্র বার্ষিক প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করা।

প্রতিটি শিশু, একেকটি সম্ভাবনা

প্রাথমিক শিক্ষাই যার শুভ সূচনা

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়